উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 23 October 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 153

ব্রিকস সম্মেলনে পুতিনকে বার্তা মোদির

দশের পাতায়

ভাঙা বোতলে হাত কাটল কল্যাণের

আটের পাতায়

### ধসে বিচ্ছিন্ন লাচেন

ধসের জেরে তলিয়ে গেল চুংথাংয়ের মুনসিথাংয়ের রাস্তা। নতুন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লাচেন। বিদ্যুৎ এবং টেলিযোগাযোগের একাধিক পোলও উপড়ে পড়েছে।

বিস্তারিত আটের পাতায়

### ডিএ ভাবনা রাজ্যের

কেন্দ্রের পথে হেঁটে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ২ থেকে ৩ শতাংশ বাড়াতে পারে রাজ্য সরকার। রাজ্যের কয়েক লক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এতে উপকৃত হবেন।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

### বাজারে ধস

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে বড় পতনের সাক্ষী থাকল শেয়ার বাজার। এই পতনের জেরে একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা।

বিস্তারিত দশের পাতায়

# অমানবিক মেডিকেল

ফ্যালো কড়ি, নাও চিকিৎসা। রাজ্যজুড়ে নার্সিংহোমে এটাই এখন ব্যবসার অঘোষিত ক্যাচলাইন। কিন্তু লাখ লাখ টাকা খরচ করে রোগ সারানোর সাধ্যি কি আর সবার আছে! তাই তো হাজার হাজার মানুষ রোজ ছোটেন উত্তরবঙ্গের 'এক নম্বর' মেডিকেল কলেজে। সেখানেও অবশ্য গরিবের ঠাঁই নাই। কাউকে নার্সিংহোমে গিয়ে অপারেশনের নিদান দেন ডাক্তার, কেউ আবার সুবিধা পান না স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের। সেই খোঁজ ক'জন রাখেন! ঘুরে দেখলেন রণজিৎ ঘোষ

## নার্সিংহোমে নিতে টোপ ডাক্তারের

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** সরকারি হাসপাতালে বসে দালালচক্র চালাচ্ছেন চিকিৎসক। রীতিমতো রোগীকে দেখার পর অপারেশনের প্রয়োজন হলে সেখানেই নার্সিংহোমের প্যাকেজ বলে দিচ্ছেন। এমনই কাণ্ড ঘটছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে।

মঙ্গলবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকে চিকিৎসার জন্য আসা শীতলকুচির এক রোগীকে নার্সিংহোমে অপারেশনের জন্য ৫০ হাজার টাকার প্যাকেজ দিয়ে নিজের সহকারীর ফোন নম্বরও দিয়ে দিয়েছেন ওই চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালে বসে এভাবে রোগীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার চক্রের কথা শুনেই আঁতকে উঠেছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'এসব বরদাস্ত করা হবে না। রোগীর পরিবার অভিযোগ করলেই ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিন বহির্বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসককে পাওয়া যায়নি। তবে, রোগীকে দেওয়া নম্বরে ফোন করায় একজন বললেন, 'আমি অসীম চাকি। ওই চিকিৎসকের সহযোগী।' ওই রোগীর আত্মীয় সেজে কথা বলায় তিনি জানতে চান, 'কোথায় অপারেশন করাবেন? কলকাতা না শিলিগুড়ি?' মেডিকেলে হবে না? প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'মেডিকেলে এই অপারেশন করার মতো বিভাগ চালু নেই। তাই মেডিকেলে ডাক্তার দেখালেও নার্সিংহোমেই অপারেশন করাতে হবে।'

অপারেশন করাতে এসে অসহায়।

**দালালরাজ**

- উরুর একটা অংশ পুড়ে গিয়েছিল শীতলকুচির সীতা নমদাসের
- দিনহাটা হাসপাতাল থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার
- এদিন প্লাস্টিক সার্জন তাঁকে দেখে অপারেশনের নিদান দেন
- নার্সিংহোমে অপারেশনের জন্য ৫০ হাজার টাকার প্যাকেজ দেন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। রোগীকে ফুঁসলে দ্রুত চিকিৎসা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য মেডিকেল সংলগ্ন বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে কমিশন আদায়ের চক্র দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। মেডিকেলের আশপাশে গজিয়ে ওঠা কিছু নার্সিংহোমে এই জন্য রীতিমতো মোটা কমিশনে দালাল রাখছে। সার্জারি, অর্থোপেডিক বিভাগে দালালচক্রের দাপট সবচেয়ে বেশি। এখানে ওয়ার্ডে ঢুকে গিয়ে রোগী এবং পরিজনদের মগজধোলাই করে দালালরা।

গত কয়েক বছর ধরে নেফ্রোলজি বিভাগের রোগীদেরও নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। এই বিভাগের প্রধান অনিয়মিত যাতায়াত করেন। চুক্তিভিত্তিক ডাক্তাররাই বিভাগ চালান। সেই চুক্তিভিত্তিক ডাক্তার বহির্বিভাগে রোগীকে দেখার পরই নার্সিংহোমের নাম, ঠিকানা দিয়ে সেখানে দেখা করতে বলছেন। অভিযোগ, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির

এরপর আটের পাতায়

স্ট্রেচার নেই। পরিজনের পিঠে চেপে মেডিকেলে (উপরে)। ফার্মাসিতে অমিল ওষুধ। ভিড় বাড়ছে ন্যায্যমূল্যের দোকানে। -সূত্রধর

## স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অমিল চিকিৎসা সরঞ্জাম

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আগে অর্থোপেডিক ইমপ্ল্যান্ট থেকে শুরু করে সমস্ত দামি ওষুধ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে রোগীদের দেওয়া হত। কিন্তু বকেয়ার পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় বেসরকারি সংস্থা বেঁকে বসেছে। ফলে মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের বহু ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'বেসরকারি সংস্থার বকেয়া থাকায় ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, এখনও ইমপ্ল্যান্ট দিচ্ছে।'

কয়েক বছর ধরে সরকারি হাসপাতালে অপারেশনের সরঞ্জাম এবং রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিশেষ করে অর্থোপেডিক বিভাগে কোনও রোগীর শরীরে ইমপ্ল্যান্ট বসাতে হলে সেই রোগীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। কেননা ওই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে স্থানীয়ভাবে রোগীর প্রয়োজনীয় ইমপ্ল্যান্ট কিনতে হবে। একইভাবে যে সমস্ত দামি ওষুধ হাসপাতালে সরবরাহ নেই, সেগুলি প্রয়োজন হলেও রোগীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা চাই। একইভাবে রোগীর কোনও শারীরিক পরীক্ষা বাইরে থেকে করাতে হলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেই করানো হয়।

এরপর আটের পাতায়

# জয়গাঁয় ধর্ষণের পর পুড়িয়ে খুন

জয়গাঁয় নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনএস রোডে স্থানীয়দের বিক্ষোভ।

"আমার মেয়ে ওই ব্যক্তিকে কাকু বলত। গত মঙ্গলবার ওই কাকুর সঙ্গে খাবার খেতে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে আর মেয়েকে পাচ্ছিলাম না। ওই কাকুকেও পাইনি। নিজেরা খোঁজ করেও পাইনি। পরবর্তীতে পুলিশের দ্বারস্থ হই। এদিন মেয়ের দেহ পেলাম। আমি ওই লোকটার ফাঁসি চাই। আরও যারা ওর সঙ্গে ছিল, সবার ফাঁসি চাই।

-নির্যাতিতার মা

**জয়গাঁ, ২২ অক্টোবর :** আরজি কর, কৃষ্ণনগরের পর তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁর। সেখানে এক ৭ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। সেইসঙ্গে প্রমাণ লোপাট করতে দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এটা গণধর্ষণ কি না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে জয়গাঁর পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ দিন ধরে নিখোঁজ ছিল সেই নাবালিকা। এদিন সকালে জয়গাঁরই একটি মাঠের পাশে থাকা ঝোপ থেকে তার পোড়া দেহ মেলে। এরপরেই এলাকায় ছড়িয়ে পরে উত্তেজনা। দেহ উদ্ধারের পর উত্তেজিত জনতা জয়গাঁর এনএস রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। গণ্ডগোলের ভয়ে সেখানে একের পর এক দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। জয়গাঁ থানার সামনেও এলাকাবাসী জমায়েত হন। উত্তেজিত জনতাকে সামলানোর জন্য থানা থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ সেই ঝোপ থেকে বিকট গন্ধ পান স্থানীয় কয়েকজন। খবর দেওয়া হয় জয়গাঁ থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলের লাগোয়াই মেয়েটির বাড়ি। বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। পরে মা এসে দেহ শনাক্ত করেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যে অভিযুক্ত তার সঙ্গে আরও দুজনকে দেখা যেত। তারাও এই ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। তাদেরও উঠিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে উত্তেজিত জনতার রোষের মুখে পড়তে হয়েছে পুলিশকে।

যদিও জয়গাঁ থানার পুলিশ এখনই বলছে না মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। আইসি পালজার ভুটিয়া শুধু জানিয়েছেন, 'তদন্ত চলছে। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তারা খবর পেয়েছিল মেয়েটিকে কোনও ইটভাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ সব জায়গায় থানায় এই মেয়েটির তথ্য দেওয়া হয়েছিল। গোপন সূত্রে তারা খবর পায়, অভিযুক্ত নেপালে চলে গিয়েছে। তারপর ভোরেই জয়গাঁ থানার একদল পুলিশ নেপালে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত জেরার মুখে স্বীকার করে নিয়েছে যে, সে মেয়েটিকে হত্যা করেছে। তার সঙ্গে আরও দুজন ছিল।

এদিন বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ জানান, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রথমে যখন মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন অপহরণ মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু এখন মেয়েটির দেহ মেলার পর পকসো ও খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।' মেয়েটির দেহ উদ্ধার করার পর পুলিশ কোচবিহারে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

এদিকে, মেয়েটির মা ধৃতদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মেয়েটির বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। মা-ই টুকটাক কাজ করে সংসার চালান। দরিদ্র পরিবার।

এরপর আটের পাতায়

**বিক্ষোভ জয়গাঁয়**

- আটদিন ধরে নিখোঁজ ছিল নাবালিকা
- মঙ্গলবার সকালে একটি মাঠের পাশে ঝোপ থেকে তার পোড়া দেহ মেলে
- উত্তেজিত জনতা এনএস রোড আটকে বিক্ষোভ শুরু করে
- গোলমাল সামাল দিতে থানা থেকে পুলিশ মোতায়েন
- নেপাল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- সঙ্গী আরও দুজন পলাতক

ধর্মতলায় ভাঙা হচ্ছে অনশন মঞ্চ। মঙ্গলবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

## ২৪ ঘণ্টায় টাস্ক ফোর্স

নির্মল ঘোষ

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** অনশন উঠে গিয়েছে সোমবার। একদিন পর কলকাতার ধর্মতলায় অনশন মঞ্চের জায়গাটি মঙ্গলবার একেবারে শুনসান। ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে অনশন মঞ্চ চত্বর। গত ১৭ দিন ধরে যাঁরা পাশে ছিলেন, তাঁদের জামা ও টি-শার্টে সই করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। স্মারক হিসাবে ওই শার্ট রেখে দেবেন তাঁরা। অনশন তুলে নিলেও আন্দোলন শেষ হল না বলে জুনিয়ার ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

আগামী শনিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজে তাঁরা গণ কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু নাগরিক সমাজে উৎসাহ যেন একদিনে অনেকটা কমে গিয়েছে। নবান্নের বৈঠকে কী লাভ হল, তা নিয়ে চর্চায় ভরে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। যেখানে কিছুটা নিরাশার ছায়া। যদিও বৈঠকের পর ২৪ ঘণ্টা গড়ানোর আগেই জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে মেডিকেল কলেজগুলির সুরক্ষার স্বার্থে টাস্ক ফোর্স গঠনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রাজ্য স্তরের টাস্ক ফোর্সের প্রধান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

**শুনসান ধর্মতলার অনশন মঞ্চ**

১১ সদস্যের ওই টাস্ক ফোর্সে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম ছাড়াও থাকবেন দুজন সিনিয়ার রেসিডেন্ট ডাক্তার, দুজন জুনিয়ার রেসিডেন্ট ডাক্তার, রাজ্য স্তরের গ্রিভান্স সেলের এক প্রতিনিধি ও মেডিকেলে পাঠরত এক ছাত্রী। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে মজবুত, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিসিটিভি বসানো, পানীয় জলের ব্যবস্থা, চিকিৎসকদের জন্য আলাদা ডিউটি রুম ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা এই কমিটির কাজ।

এছাড়া কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন ও প্যানিক বাটন তৈরি, মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তায় পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী ও নজরদারি মোবাইল ভ্যানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এই টাস্ক ফোর্স।

এরপর আটের পাতায়

## সাসপেনশনে স্থগিতাদেশ

রিমি শীল

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** হুমকি-সংস্কৃতির অভিযোগে আরজি কর মেডিকেলে ৪৭ জন পড়ুয়ার সাসপেনশন কার্যকরে স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। বিচারপতি কৌশিক চন্দের অবকাশকালীন বেঞ্চ মঙ্গলবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, সাসপেনশনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। সেই সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কলেজ কাউন্সিল প্রস্তাব নিলে বা সুপারিশ করলেও তা কার্যকর করা যাবে না।

**ফের সংঘাত**

- কলেজ কাউন্সিলের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর
- হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকারই
- এই নির্দেশের প্রভাব অন্য মেডিকেলে পড়ার আশঙ্কা
- আইনি পদক্ষেপের ভাবনা জুনিয়ার ডাক্তারদের

জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে সোমবার নবান্নের বৈঠকে ওই সাসপেনশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের অগোচরে ওই সাসপেনশনের সিদ্ধান্তকে তুলোধোনা করেছিলেন তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও। মঙ্গলবার হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতেই সিলমোহর দিল। সাসপেনশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ৪৭ জন জুনিয়ার ডাক্তারের মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশটি দিয়েছে।

জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষে স্বর্ণার্ক ঘোষ অবশ্য জানিয়েছেন, আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি পদক্ষেপ করবেন। তাঁর ভাষায়, 'মুখ্যমন্ত্রী বলার পর আজ হাইকোর্টে যা হল, তাতে যারা থ্রেট কালচার চালায়, তারা আরও বলীয়ান হবে।' জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম নেতা আসফাকুল্লা নাইয়ার বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করে দেখুন, তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে

এরপর আটের পাতায়

## নালা বন্ধ করে দোকান রেগুলেটেড মার্কেটে

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** যত কাণ্ড রেগুলেটেড মার্কেটে।

কোথাও নালা দখল করে তৈরি হয়েছে দোকানঘর, কোথাও আবার হাইটেনশন তারের নীচে মাথা তুলেছে দোতলা। মার্কেট কমিটির চোখের সামনেই একের পর এক অবৈধ নির্মাণ গজিয়ে উঠলেও সবাই যেন শীতঘুমে বিভোর। আর যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশ। কেন ওই অবৈধ দোকানঘর ভেঙে ফেলা হবে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, নালার ওপর দোকান তৈরি হওয়ার মার্কেটের নিকাশি ব্যবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে।

অবৈধ নির্মাণ রুখতে বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হলেও মার্কেট কর্তৃপক্ষ কেন এসবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এর পেছনে কি কারও ব্যক্তিস্বার্থ যুক্ত রয়েছে সেই প্রশ্নও উঠছে অবধারিতভাবে। রেগুলেটেড মার্কেটের সচিব অনুপম মৈত্র অবশ্য নিজের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তাঁর যুক্তি, তিনি সচিব হয়ে আসার আগেই দোকানগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনুপমের কথায়, 'মার্কেটের সাতটি দোকান নির্মাণের বিরুদ্ধে নোটিশ করেছিলাম। তার মধ্যে একটি দোকানের মালিক আদালতে মামলা করেন। হাইটেনশনের নীচের দোকানগুলি যাতে দোতলা হতে না পারে, সেটি আমাকে দেখতে বলা হয়েছিল। বাকিগুলি দোতলা হয়েছে। ড্রেনের মধ্যে দোকানটি আমি আসার আগে চালু হয়েছে।'

মঙ্গলবার মার্কেটে গিয়ে দেখা গেল, নালার মধ্যে পিলার বানিয়ে দোতলা দোকানঘর গড়ে উঠেছে। হাইটেনশন তারের নীচে দিব্যি চারটে ঘর উঠে গিয়েছে। তাও আবার মার্কেটের শৌচালয় যাওয়ার রাস্তা আটকে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, অনুপম সচিব হয়ে আসার পরই দোকানগুলির এনওসি ও বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হয়েছে। দোকানগুলি অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এনওসি ও বিদ্যুতের সংযোগ পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরাসরি মার্কেটের সচিবকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'মার্কেটের সেক্রেটারিরা দায়িত্ব নিয়ে এই অবৈধ নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন। সেক্রেটারি থাকা সত্ত্বেও নালার ওপর দোকানঘর, হাইটেনশনের নীচে দোকানঘর তৈরি হয়েছে। বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে এনওসিও দেওয়া হয়েছে।'

নালার ওপর গজিয়ে ওঠা নতুন দোকানঘর।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অবশ্য মার্কেটের মালিক সংগঠনগুলির একাংশ নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চাইছে। রেগুলেটেড মার্কেটের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শিবপ্রসাদ বলছেন, 'মার্কেটে অনেক সমস্যা রয়েছে। বাজারে বড় করে কালীপুজো হচ্ছে। সেখানে সবাই ব্যস্ত রয়েছে। কালীপুজোর পর দোকানের বিষয়ে কথা বলব।'

অন্যদিকে, মার্কেটের নিকাশিনালা নিয়ে কাউন্সিলারকে পালটা নিশানা করেছেন সচিব।

এরপর আটের পাতায়

**TENDER NOTICE**

| Sr. No. | Work | The deadline for submission of tenders | Contact Numbers for bidders |
|---|---|---|---|
| 01. | Furbishing (Furniture, Electrical, Data cabling & Air-conditioning | 13.11.2024 upto 3.00 pm | 9304906885 (Santosh Kumar, Manager), 7044638551 (Nabeel Islam, AM) |

The said information is also available in our bank's **website http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender and/or https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** The final date for submission will be fixed on 13.11.2024 upto 3.00 p.m. at through our **website http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender, https://centralbank.abcprocure.com/EPROC**
**(Ashok Kumar)**
**Central Bank of India, Regional Office : Coochbehar** **Chief Manager, BSD)**


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE: COOCH BEHAR**
**(JUDICIAL MUNSHIKHANA SECTION)**

ORDER No. 0 1 DATED : 18.10.2024

Whereas Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency scheduled to be held on 13.11.2024 vide Press Note No. ECI/PN/150/2024 dated, 15th October, 2024 of Election Commission of India;

AND

Whereas the Election Commission of India has communicated vide No. ECI/PN/150/2024 dated, 15th October, 2024 that the District Magistrate is to assess and review all the license holders of Fire Arms in the district and whereas it is essential to impound and direct the license holders to deposit their Arms till the completion of Election process for ensuring free and fair election;

AND

Whereas it is felt expedient to cause immediate prevention of those apprehended danger and arrange for speedy remedy thereof, in the interest of public tranquillity, safety of human life, prevention of injury, annoyance to person etc.:

AND

Whereas it is necessary to maintain Law and Order in areas of Cooch Behar district during the Election;

AND

Whereas in order to conduct the ensuing Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency peacefully in Cooch Behar district, it is expedient to impose restriction on the holding of licensed Arms as per resolution of the meeting of the Screening Committee held on 18.10.2024.

Therefore, in exercise of the power conferred upon under section 17(3)(b) of the Arms Act (Act No.54 to 1959) and the Arms Rules, 2016, I Shri Arvind Kumar Mina, IAS, District Magistrate, Cooch Behar to act under clause (I) of Rule 47 of the Arms Rules, 2016 do hereby suspend all the license of Fire Arms within the jurisdiction of Cooch Behar District in connection with ensuing Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency till the process of Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 is finally over and direct as per section 21(1) of the Arms Act, 1959 that all the license holders shall mandatorily deposit their Fire Arms in the respective police station by 1.00 P.M of 26.10.2024 and the Officer-in-Charge of the Police Station will give proper receipt to the arms license holder. The Arms will remain deposited there till 01(one) week after the declaration of result of Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency in Cooch Behar district.

Provided that the persons having immediate and imminent threat perception/Gun license holder acting as Security personnel/ Gun man of different Banks, public & other private establishments may apply by 26.10.2024 for exemption to the concerned Sub-divisional Officer through their heads of the institution/ individually along with supporting documents. The Sub-divisional Officer after due hearing and consideration of documents and relevancy forward such prayer for exemption with his specific comments to the District Screening committee for consideration by 29.10.2024 within 5.00 P.M.

Further order is passed to the effect that the respective In-Charge of Police Station shall deposit the Fire Arms of the licensee in the armoury of police station under proper acknowledgement to the licensee and will return the said Fire Arms to the licensee after expiry of the time mentioned above. List of any Fire Arms still remaining with the police station after the entire process shall be sent to the License Section (Judicial Munshikhana), Office of the District Magistrate, Cooch Behar immediately for appropriate action. Given under my hand and seal this day the 18.10.2024.

**Sd/- District Magistrate,**
**Cooch Behar.**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE: COOCH BEHAR**
**(JUDICIAL MUNSHIKHANA SECTION)**

ORDER No. 02 DATED : 18.10.2024

Order U/S 163 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

Whereas Election Commission of India vide its Press Note No. ECI/PN/150/2024 dated 15.10.2024 has declared polling for the Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency

AND

Whereas carrying of licensed arms in public except the persons authorized to carry such arms cannot be allowed till the declaration of election results;

AND

Whereas, prohibitory order under sub-section 2 of the section 163 of BNSS, 2023 is required to be issued by the undersigned in terms of the Press Note as mentioned above with a view to banning the carrying of licensed arms till the declaration of results of the Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency.

NOW, therefore, I, Sri Arvind Kumar Mina, IAS, District Magistrate, Cooch Behar as per direction mentioned in Press Note No. ECI/PN/150/2024 dated 15.10.2024 and in view of the likelihood of occurrence of violence, breach of peace and untoward/unwanted incidents during the conduct of the Bye-Election to West Bengal Legislative Assembly, 2024 for No. 6- Sitai (SC) Assembly Constituency to be held on 13/11/2024 and in exercise of the power conferred upon me U/S 163 of the BNSS, 2023, do hereby prohibit the carrying of licensed arms by private persons (i.e. other than Police, Army personnel and authorized Security personnel) till the declaration of result.

This order shall take immediate effect. A copy of the order be served to all concerned and wide publicity to be given for public information.

**Sd/-**
**District Magistrate,**
**Cooch Behar.**

# প্রেগা নিউজের পাড়ার দশভুজা গ্র্যান্ডফিনালে

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** দুর্গাপুজো শেষ। তবে উৎসবের মরশুম এখনও চলছে। আর শুভ বিজয়ার রেশ ধরে মঙ্গলবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে হয়ে গেল ম্যানকাইন্ড ফার্মার প্রেগা নিউজ পরিচালিত প্রেগা নিউজ পাড়ার দশভুজা প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ডফিনালে। পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার ৫ হাজারের বেশি প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে সেরা ৩৪ জনকে বেছে নিয়ে চূড়ান্তপর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল একজনকে। মোট ৩৫ জনের মধ্যে থেকে সেরার সেরাকে বেছে নেওয়া হয়। নাচ, গান, আবৃত্তিতে ভরপুর প্রতিযোগিতায় দর্শকদের নজর কেড়েছেন দেবপ্রিয়া, সোহিনী, সংযুক্তা, অনিন্দিতারা। বিচারকের আসনে ছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, তৃণা সাহা ও সৌরসেনী মৈত্র। সঞ্চালকের দায়িত্বে ফারুক ওমর। অনুষ্ঠানে ম্যানকাইন্ড ফার্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) জয় চট্টোপাধ্যায় সংস্থার বিভিন্ন পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে দর্শকদের অবগত করেন।

# মদে অতিষ্ঠ নারীরা থানায়

## স্বামী, ছেলেদের নিয়েও সমস্যা

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** একেই পুজোর মরশুম, তার উপর আবার মদ খাওয়ার বায়না। একবেলা স্বামী বলছেন 'টাকা দাও', অন্যবেলায় ছেলে বলছে 'টাকা দাও'। এদিকে সংসার খরচের টাকা চাইলেই স্বামীরা বৌকে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। স্বামী, ছেলেদের দাবিতে অতিষ্ঠ গৃহকর্ত্রীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন তাঁরা।

স্বামী আর ছেলেদের সঠিক পথে আনতে, বাড়ির পরিস্থিতি ঠিক রাখতে এবং অবৈধ মদ বিক্রি রুখতে কঠোর হয়েছেন ধনকৈল পঞ্চায়েতের সীতামোড় এলাকার প্রমীলা বাহিনী। মঙ্গলবার দুপুরে গ্রামে খুল্লমখুল্লা মদ ও গাঁজা বিক্রি রুখতে কালিয়াগঞ্জ থানায় গণ অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গ্রামের প্রায় ২০ জন মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় মানিক বর্মন এবং নিকো রায় বাড়ি থেকে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির পুরুষ মানুষ মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। সংসার খরচের টাকা চাইলে তারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে। চোখ রাঙিয়ে বলছে, বৌকে ছেড়ে দেব। কিন্তু মদ খাওয়া কোনওদিন ছাড়তে পারব না।'

বেশ কয়েক মাস আগে কালিয়াগঞ্জ থানায় একই সমস্যা নিয়ে গণ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন একাধিক গ্রামের মহিলারা। অভিযোগ পেয়ে প্রতি সন্ধ্যে বিভিন্ন এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। একাধিক মদ্যপকে গ্রেপ্তার সহ বেআইনি মদের ঠেকগুলি বন্ধ করে দেয় পুলিশ। কিন্তু তাতেও লাভের লাভ কিছু হয়নি। ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বেআইনি মদ কারবারিরা।

গ্রামবাসী রেজনি বর্মনের অভিযোগ, 'স্থানীয় মানিক বর্মন, নিকো বর্মন সহ আরও অনেকে গ্রামে বেআইনিভাবে মদ, গাঁজা বিক্রি করে। বাড়িতে বসেই মানিক বহালতবিয়তে মদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর বাড়িতে সবসময় মানুষের আনাগোনা। পরিবারের পুরুষরা বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে মদ খাচ্ছে। তাই আমরা থানায় বেআইনি মদ বিক্রেতার বিরুদ্ধে গণ অভিযোগ করছি।'

আরেক বাসিন্দা সারদা বর্মন জানান, 'সীতামোড় এখন মদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বেআইনি মদ ও গাঁজা বিক্রি বাড়তেই বয়স্ক মানুষ, ছেলেপুলেরা অল্প বয়সেই এতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে আসে, আর কোনও কিছু না পেয়ে ফিরে যায়। আমরা চাই, কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ বেআইনি মদ ও গাঁজা বিক্রি করা বন্ধ করুক।'

ধনকৈল পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ধৃতি রায় বর্মনের বক্তব্য, 'কালিয়াগঞ্জ পুলিশের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'

## আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে অর্পিতা দে সরকার রাঁধবেন মুরগির ঝুরো এবং বাঁধাকপি চিংড়ি বাটা। দুপুর ১.৩০টায় **আকাশ আটে**

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

**আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

### সিনেমা

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.৩৫ মায়া মমতা, বিকেল ৫.১০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ৮.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধ্যা ৭.৩৫ জিও পাগলা, রাত ১০.৫০ আমি যে কে তোমার

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ আপন হল পর, সন্ধ্যা ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আওয়ারা

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ ব্যতিক্রমী

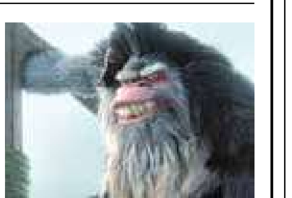

**আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট**
রাত ৮.৪৫ মিনিটে
**মুভিজ নাও-তে**

**বন্ধু দুপুর ১টায়**
**কালার্স বাংলা সিনেমায়**

**রকেট্রি- দ্য নাম্বি এফেক্ট**
বিকেল ৫.১৪ মিনিটে
**কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে**

# তরুণী খুনে শাস্তি দাবি

**নাগরাকাটা, ২২ অক্টোবর :** ভগৎপুর চা বাগানের আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনায় সুবিচারের দাবি সহ দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নাগরাকাটা নাগরিক মঞ্চ পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিল। সোমবার মঞ্চের প্রতিনিধিরা নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার বলেন, 'ওই তরুণীকে খুনের পাশাপাশি ধর্ষণও করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে বলা হয়েছে। সিট গঠন করে তদন্ত যথাযথভাবে এগোচ্ছে বলে পুলিশ আমাদের জানিয়েছে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহও করে ফেলেছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে।'

# কল্যাণের নতুন শোরুম

**নিউজ ব্যুরো**

**২২ অক্টোবর :** পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে নতুন শোরুম খুলছে কল্যাণ জুয়েলার্স। ২৩ অক্টোবর বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এই শোরুমের উদ্বোধন করবেন। শোরুমটিতে কল্যাণ জুয়েলার্সের গয়না সংগ্রহের বিস্তৃত পরিসরের ডিজাইন থাকবে। এই লঞ্চটির লক্ষ্য হল ধনতেরাস, দীপাবলি, কালীপুজো এবং লক্ষ্মীপুজোর উৎসবের সঙ্গে বছরের সবথেকে শুভ সময়ের সূচনা করা। ব্র্যান্ডটির লক্ষ্য হল এই উৎসবের মরশুমে সোনা কেনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে পরিষেবা সমর্থিত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা।


**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & DISTRICT ELECTION OFFICER, ALIPURDUAR**
**"DOOARSKANYA"- Integrated Administrative Building**
**Alipurduar Court, PO- Alipurduar Court, Dist- Alipurduar, Pin- 736122**

**14-MADARIHAT (ST) AC, BYE-ELECTION- 2024**
**APPEAL TO THE PUBLIC**

As per Section 170 & 173 of Bharatiya Nyaya Sanhita, any person giving or accepting any gratification in cash or kind during election process, with a view to inducing the person to exercise his electoral right is punishable with imprisonment up to one year or with fine or with both. Further, as per section 171 & 174 of Bharatiya Nyaya Sanhita, any person who threatens any candidate or elector or any other person, with injury of any kind, is punishable with imprisonment up to one year or with fine or both. Flying Squads have been formed to register cases against both the giver and the taker of bribe and for taking action against those who are engaged in threat and intimidation of electors. All the citizens are hereby requested to refrain from taking any bribe and in case, anybody offers any bribe or is having knowledge about the bribe or cases of threat/intimidation of electors, then he should inform, on the toll free number 1950 of the 24x7 Complaint Monitoring Cell of the district set up receiving the complaints.

Memo no 28(2) dico/ bye elec/apd Date 22/10/2024

**Sd/-**
**Published by District Magistrate & District Election Officer Alipurduar**



**ইনভেস্টমেন্ট গ্রেড অ্যানার্জি অডিট পরিচালনার জন্য আরএফপি**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/১৫_২০২৪/কে/৮৩৪, তারিখ: ১৭-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১৫_২০২৪, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে ইনভেস্টমেন্ট গ্রেড অ্যানার্জি অডিট (আইজিইএ) পরিচালনার জন্য প্রস্তাবের (আরএফপি) অনুরোধ (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্য: ৮,৩৬,৮৪০.০০ টাকা; বায়নার অর্থ: ১৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**এসি কোচসমূহের জন্যে এসকোর্টিং, পরিচালন এবং সমস্যার নিবারণ**

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ইএল/২৯/১৬_২০২৪/কে/৮৩৫ তারিখ: ১৭-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৬_২০২৪। কাজের নাম: কাটিহার/বালুরঘাট/নিউ জলপাইগুড়ি/কিশনগঞ্জ ডিপোতে তিন বৎসরের জন্যে প্রাথমিক ভিত্তিক রেলসমূহে যাত্রা প্রারম্ভ থেকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এবং ঘুরে আসার পথে এসি কোচসমূহে এসকোর্টিং, পরিচালন এবং সমস্যার নিবারণ। টেন্ডার রাশি: ৫,৭৩,৩৫,৭৪৪.৩১/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৩৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২১, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৩২১। কাজের নাম : "নির্মাণ বিভাগ বা কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নবনির্মিত রানিং রুমে এসির ব্যবস্থা করা" -র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২১,৯২,৫৬৮.৮৮ টাকা। বায়না অর্থ : ৪৩,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২৮.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১১.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট – www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-117/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter



**অ্যাফিডেভিট**

LIC পলিসিতে ভুল থাকায় আমি Smt Heera Rai 10-6-24 জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট নং 11401 করে Smt Pratiksha Rai অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (M/M)

আমার আধার কার্ড নং 3911 9595 0364 নাম ভুল থাকায় গত 21-10-24 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sachin Roy এবং Chachin Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ (ভারত)। (C/111865)

**কর্মখালি**

শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিন দোকানে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশনের এবং ওষুধ ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ি স্থানীয় ছেলে চাই। যোগ্যতা- H.S. পাশ, অনূর্ধ্ব-30 বৎসর। (M) 7866052930/9434376715. (C/113001)

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৪/সেপ্টেম্বর/০২, তারিখ : ১২-০৯-২০২৪ -এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১**

টেন্ডার নং. সিই-কন-এইচকিউ-জিসি-২০২৪-৩৪-এর জন্য সংশোধনী-০১ প্রকাশিত করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-৬, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

**মালদায় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা**

টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিএলএস-এমএলডিটি - এনএফআর-০২-২০২৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ডিজেল লোকোমোটিভ শেড, মালদায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিদ্যুচ্চালিত এমএমসিও ব্র্যান্ডের হোয়াইটিং জ্যাকের (৩৫-টন ক্ষমতাসম্পন্ন) একটি সেটের (০৫ টি থাকা) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশি: ১৯,৬৮,৩৩৭.৯৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৯,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৮-১১-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডি/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**সিগনালিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস-২০২৪-কে-২৩, তারিখ: ১৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং: এস-২০২৪-কে-২৩. কাজের নাম : ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আমবাড়ি ফালাকাটা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, বেলাকোবা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৬, রাঙ্গিনগর জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডে পিটি নং. ১২১, ১২২ -এ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (টিডব্লিউএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস)-এর বিভিন্ন টিটিআর (পি), পাঞ্জিপাড়া ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০৭, ১০৮, গাইসাল ইয়ার্ডে ১০৮, ১১১-এ ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (এফএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৫২ কেজি রেল ১ ইন ৮.৫ (এফএস)-এর বিভিন্ন টিটিআর (পি), আমবাড়ি ফালাকাটা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১২৫, ১২৪, ১২৩, ১২২, ১২১, ১২৭, বেলাকোবা ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৩, রাঙ্গিনগর জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডে পিটি নং. ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১২৬, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩১-এ স্লিপার সহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (টিডব্লিউএস)-এর দ্বারা বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস)-এর বিভিন্ন টিটিআর (পি)। টেন্ডার মূল্য: ৭৮,৪৮,২৮৬.৮১ টাকা; বায়নার অর্থ: ১,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**কর্মখালি**

B.Tech/Diploma in civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (M-109693)

ডেলিভারি ও মার্কেটিং-এর কাজের জন্য লোক চাই। বেতন- আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ : 94344 26600. (C/112997)

সিকিউরিটি গার্ড চাই, কোনও ডোনেশন লাগবে না। স্পট জয়েনিং, বেতন (9-10,000/-) (M) 8927299546. (C/112998)

সিকিউরিটি গার্ডে মালদা, ইসলামপুর, শিলিগুড়িতে লোক চাই, বেতন - 10,000/-. M : 8159982930, 9733083706. (C/112999)

কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য M/F চাই। বেতন সাক্ষাতে। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। - শ্রী শঙ্কর স্টোর্স, ক্ষুদিরাম পল্লি, নিয়ার খাদিম শোরুম, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। ইন্টারভিউ 23/10 ও 24/10, সকাল ১১টা - বিকাল ৫টা পর্যন্ত। (C/113024)

Urgently required a Logistic Co-ordinator for a renowned Transportation Company, Siliguri. Candidate should be B.Com Graduate + min 2-3 yrs. Exp. in Logistic or other fields and also well proficient in Computer. Salary is negotiable. Please send CV to subha.neogi@netnt.net or call 98519-22258. (C/113025)

**Required**

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

**Walk-in-interview**

Siliguri Institute of Technology urgently requires Guest Faculty (Mathematics), interested candidates having minimum qualification M. Sc. (Maths) are requested to attend the interview at SIT campus on 25.10.2024 from 11.30 and onwards. Preference will be given to Ph.D., NET qualified and Experienced candidates. While appearing interview candidates should carry all academic credentials and updated CV. (C/113023)

**বিক্রয়**

Sale Mahindra Blazo-2017-WB59B6786. Ph : 0353 2950301. (C/112995)

**Flats for Sale**

Newly constructed flats for sale in Siliguri, Millanpally 1428 sqft 3rd floor, Ashrampara 1620 sqft 3rd floor. Contact 9434810732.


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৮৪৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৮৮৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৪৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৮২৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৮৩৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


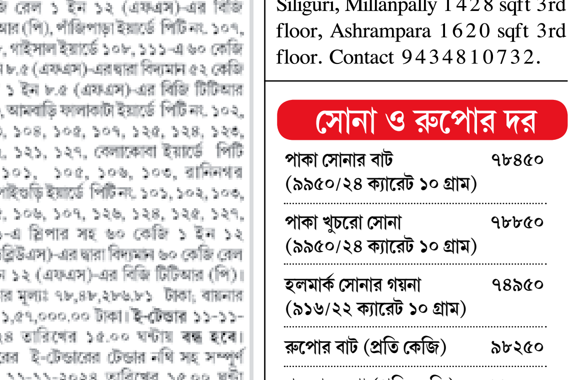


জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** ব্যবসার জন্য আজ বেশ কিছু ঋণ করতে হবে। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান থাকুন। **বৃষ :** বিষয়সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় নিয়ে গুরুজনদের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কম্পিউটার কাজের সঙ্গে জড়িতদের উপার্জন বাড়বে। **মিথুন :** ব্যবসা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার পথ খুঁজে পাবেন। অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। **কর্কট :** উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে মনে মনে গর্বিত হবেন। **সিংহ :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। **কন্যা :** সাংস্কৃতিক কাজকর্মে জড়িতদের পরিচিতি আরও বাড়বে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **তুলা :** বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করে ভুল। **বৃশ্চিক :** কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় মানসিক সমস্যা। ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বৃদ্ধি। **ধনু :** বেশি খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ আজ পেতে পারেন। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। আজ প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন। **কুম্ভ :** মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। **মীন :** আজ কোনও বন্ধুকে অনেকদিন পরে কাছে পেয়ে খুব আনন্দ। প্রেমের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৬ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ১ কার্তিক, ২৩ অক্টোবর ২০২৪, ৬ কাতি, সংবৎ ৬ কার্তিক বদি, ১৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। বুধবার, ষষ্ঠী দিবা ৬।৩৬। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১১।২২। শিবযোগ দিবা ১।১৩। বণিজকরণ দিবা ৬।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১। ২২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৫।৩৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। দিবা ৬। ৩৬ গতে একপাদদোষ, দিবা ১১।২২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৬। ৩৬ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৩২ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২। ৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩২ গতে ৪।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৩০ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২। ২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# প্রস্থেটিক মেকআপে আদল বদলে দিচ্ছেন উত্তরের ‘ভিঞ্চিদা’ অর্ক

সপ্তর্ষি সরকার

**ধূপগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** গায়ে কাঁটা দেওয়া ভূতের সিনেমা হোক কিংবা নায়িকার মুখে অ্যাসিড অ্যাটাকের দগদগে ঘা কিংবা মারকাটারি ফাইট সিনে গা শিউরে দেওয়া রক্তাক্ত ক্ষত, যাঁরা ভাবেন এসব ক্যামেরার কারসাজি তাঁরা আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এসবই হল প্রস্থেটিক নামের এক বিশেষ ধরনের মেকআপ। হলিউড-বলিউডে এমন জিনিস আকছার হলেও বাংলা সিনেমা বা থিয়েটার জগতে জাদরেল প্রস্থেটিক মেকআপ শিল্পীর অভাব খুবই। খোদ কলকাতার বুকে যখন প্রস্থেটিক শিল্পীর আকাল তখন উত্তরের মাটিতে তিলে তিলে নিজের পরিচিতি বাড়াচ্ছেন শিল্পী অর্ক দাস। বিজ্ঞাপন, টিভি সিরিয়ালেও প্রস্থেটিক শিল্পী হিসেবে পা জমাচ্ছেন অর্ক। তাঁর সর্বশেষ প্রস্থেটিক প্রোজেক্ট ‘শ্যামসুন্দরী’ ইতিমধ্যেই ঝড় তুলছে সমাজমাধ্যমে। জলজ্যান্ত মানুষের ওপর পাথরের কালীমূর্তি ফুটিয়ে তুলে কার্যত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বছর পঁচিশের তরুণ।

এটা অবশ্য প্রথমবার নয়। বছর দুই আগে অর্কর হাতে গড়া বোল্লাকালীর প্রস্থেটিক মেকআপ এভাবেই সাড়া ফেলেছিল নেটিজেন মহলে। এবারে অর্কর প্রোজেক্ট ছিল কলকাতার শ্যামসুন্দরী বিগ্রহ। প্রায় ছয় মাসের হোমওয়ার্ক, সাজ, গয়না, শিল্পী জোগাড়ের পর গত সোমবার ছিল ফাইনাল ওয়ার্কশপ। শেষপর্যন্ত টানা সাত ঘণ্টার পরিশ্রমে মানুষের শরীরকে হুবহু পাথরের প্রতিমায় বদলে দিয়েছেন শিল্পী। একাজে দেবীর অবয়ব হয়েছেন ধূপগুড়ির গাদং এলাকার বধূ প্রিয়া দত্ত। সাজ ও শুট মিলে প্রায় নয় ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে তাঁকে। এনিয়ে প্রিয়ার বক্তব্য, ‘আমাকে বলা হয়েছিল সজাগভাবে জেগে থাকতে হবে অথচ চোখ থাকবে ঘুমের মতো বোজা। দু’মাস ধরে এটাই প্র্যাকটিস করেছি।’

**অঙ্গসজ্জা**

- জলজ্যান্ত মানুষের ওপর পাথরের কালীমূর্তি ফুটিয়ে তুলে কার্যত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বছর পঁচিশের তরুণ
- টানা সাত ঘণ্টার পরিশ্রমে মানুষের শরীরকে হুবহু পাথরের প্রতিমায় বদলে দিয়েছেন শিল্পী
- প্রস্থেটিক বা এফএস প্রস্থেসিস হল কৃত্রিম মেকআপ
- সিনেমায় আমরা যে আমূল বদলে ফেলা মেকআপ দেখি তা সবই প্রস্থেটিকের কামাল

অর্কর কথায় মানুষের শরীরে পাথরের প্রতিমার আদল এবং আলোছায়া ফুটিয়ে তোলাটা যত কঠিন ছিল তার সমান চ্যালেঞ্জ ছিল মূর্তির নকল চোখ তৈরি করা। এত পরিশ্রমের থেকে প্রাপ্তির বিষয়ে জানতে চাইলে অর্কর মুখে স্বপ্নের কথা। তিনি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে তরাই ডুয়ার্সে বাংলা হিন্দি সহ নানা ভাষার সিরিজ সিনেমার শুটিং হচ্ছে অহরহ। সে কাজে মেকআপ আর্টিস্ট নিয়ে আসতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে উত্তরের ছেলেমেয়েরা যদি একাজে পটু হয় তাহলে বিশাল কাজের সুযোগ হবে।’

কলেজ লাইফের শুরু থেকেই মেকআপ শিল্পী হওয়ার হাতেখড়ি অর্কর। পরবর্তীতে কলকাতা এবং মুম্বই থেকে প্রশিক্ষণ এবং পেশাদারভাবেই এ কাজে নেমে পড়া। ২০১৯ সালের টলিউডে রিলিজ ‘ভিঞ্চিদা’ সিনেমাটা যাঁরা দেখেছেন তাদের কাছে প্রস্থেটিক মেকআপ ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার। যাঁরা দেখেননি তাঁদের জন্যে বলা যায় প্রস্থেটিক বা এফএস প্রস্থেসিস হল কৃত্রিম মেকআপ। মোদ্দা কথায় সিনেমায় আমরা যে আমূল বদলে ফেলা মেকআপ দেখি তা সবই প্রস্থেটিকের কামাল।

শরীরে প্রস্থেটিক মেকআপে শ্যামসুন্দরী ফুটিয়ে তোলার নানা মুহূর্ত।

# বারলার সঙ্গে সাক্ষাতে রাহুল

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা ও বানারহাট, ২২ অক্টোবর :** জন বারলার সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করলেন মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার। এদিন সকালে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তি মোড়ের ফার্ম হাউসে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দুজনের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় রাহুল বললেন, ‘জন বারলার আশীর্বাদ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি নির্বাচনে পাশে থাকবেন জানিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।’

রাহুলের সঙ্গে এদিন বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের বিজেপির যুব মোর্চার এক নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি রমন সিংও ছিলেন। রমন জানান, তাঁদের প্রার্থী বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। জন বারলা তারপর ভোটের প্রচারে নামবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও বারলার নিজের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও ধরেননি। সাড়া মেলেনি হোয়াটসঅ্যাপ কলেরও।

লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র থেকে বিজেপির মনোজ টিগ্গা জয়ী হন। তার আগে মনোজ মাদারিহাটের বিধায়ক ছিলেন। সেখানে উপনির্বাচন হওয়ায় রাহুল লোহার এবার গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী। অন্যদিকে, জন বারলা এর আগে আলিপুরদুয়ার আসনের সাংসদ ছিলেন। সেইসঙ্গে কেন্দ্রের সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রীও হন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে টিকিট দেয়নি। সেসময় বারলা প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এবছর বোনাসের হার কমে যাওয়ায় দলের চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শীর্ষ নেতাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ওই সংগঠনের বর্তমান চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা। আগে ওই পদে ছিলেন বারলা। ফলে বিজেপির সঙ্গে বারলার সম্পর্কের বাঁধন এখনও আগের মতো শক্ত কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘রাহুল ভালো কাজ করেছেন। আমি নিজেও দ্রুত প্রচারে নামার জন্য জন বারলার সঙ্গে কথা বলব।’

আদিবাসী আন্দোলন থেকে উঠে আসা জন বারলা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি বা দলের চা শ্রমিক সংগঠনের কোনও পদে নেই। তবে বাগানে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি চা বাগান দিয়ে ঘেরা। সেখানে শ্রমিকদের ভোটই জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে ‘এক্স’ ফ্যাক্টর।

আদিবাসী এবং গোর্খা সম্প্রদায়দের মধ্যে থাকা বারলার প্রভাবকে বিজেপি যে ভোটে কাজে লাগাতে চাইছে, তা দলের অবস্থানেই পরিষ্কার। এবারে বারলা নিজে কী করেন, সেদিকেই চোখ রয়েছে সবার।

জন বারলার সঙ্গে সাক্ষাতে মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার। মঙ্গলবার সকালে।

> জন বারলার আশীর্বাদ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি নির্বাচনে পাশে থাকবেন জানিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।
>
> **রাহুল লোহার**
> বিজেপি প্রার্থী

Narayana Health

বেঙ্গালুরু থেকে আমাদের ভাস্কুলার সার্জন, এখন শিলিগুড়িতে!

ডাঃ প্রসেনজিৎ সূত্রধর

কনসালটেন্ট - ভাস্কুলার সার্জারি

শনিবার, 26 অক্টোবর 2024 | সকাল ১১টা - বিকাল ৫টা

বালাজি হেল্থকেয়ার, শিলিগুড়ি

Narayana Health City, Bengaluru

Take Care 180 0309 0309

IndianOil

পাইপলাইন বিভাগ
দরখাস্ত আহ্বান

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ‘ট্রানজিট ক্যাম্প-পাইপলাইন হাউস’ স্থাপনের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডকে (পাইপলাইন ডিভিশন) লিজ ভিত্তিতে তাদের জায়গা ভাড়া দেওয়ার জন্য স্বাধীন বাড়ি/ভূ-সম্পত্তি বাড়ি/বাংলো/ফ্ল্যাটের প্রকৃত মালিকদের কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যক্তি: অপারেশন ম্যানেজার ইন চার্জ, শিলিগুড়ি

দ্রষ্টব্য: আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.iocl.com/suppliers-notices



केनरा बैंक Canara Bank
A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তল, থার্ড মাইল সেবক রোড, পোস্ট- সালুগারা, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

**ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
তারিখ: ১৩.১১.২০২৪

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে, এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২ অনুযায়ী দখল নেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে: নিম্নে উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দর আহ্বান করা হচ্ছে :

| ক্র. নং | ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা<br>খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা | ক) বাকির পরিমাণ (সাথে বাকি সুদ)<br>খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>গ) ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী দখলের বিজ্ঞপ্তি তারিখ | সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) শাখা এবং আঞ্চলিক অফিসের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের ব্যক্তি<br>ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়া শাখা হোল্ডিং নং ২২১, রায়কতপাড়া মেন রোড, দিন বাজারের পাশে, ওয়ার্ড নং ০১, পিন- ৭৩৫১০১।<br>খ) ১. মিসেস জ্যোৎস্না চক্রবর্তী দাস স্বামী- মিঃ রাজদীপ চক্রবর্তী<br>২. মিঃ রাজদীপ চক্রবর্তী পিতা- স্বর্গীয় বিপুল কুমার চক্রবর্তী, দুজনের ঠিকানা: ওয়ার্ড নং ১, রায়কতপাড়া, সেন্ট্রাল জেলের পাশে, জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১০১। | ক) ১৩,২২,৯৩৭.০০ টাকা (৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত, সঙ্গে ০১.১১.২০২৩ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়সমূহ)<br>খ) ০৩.১১.২০২৩<br>গ) ০৬.০২.২০২৪ | জি+১ তলা ভবন যার আবাসিক এরিয়ার পরিমাপ ১৫৭৬.৮০ বর্গফুট দ্বিতীয় তলে এবং ৯৪.৮০ বর্গফুট গ্যারেজ গ্রাউন্ড ফ্লোরে (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) রয়েছে যার আরএস খতিয়ান নং ১৯১৪, আরএস প্লট নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ৪৪০, এলআর প্লট নং ৭২ মৌজা- খরিয়া, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল নং ৭, শিট নং ১৫, বিএল এবং এলআরও জলপাইগুড়ি সদর। সম্পত্তির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- ১৫ ফুট পাকা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা, দক্ষিণে- জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল জেল, পূর্বে- প্রকাশ রায় বাসুনিয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে- বিশ্বজিৎ বসুর সম্পত্তি।<br>(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে) | ক) ১৮.৪৫ লক্ষ টাকা<br>খ) ১.৮৫ লক্ষ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়া শাখা-ইন-চার্জ, (মো:)- ৬২৯২২ ৪৫৬৯৮/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২<br>ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ১.৮৫ লক্ষ টাকা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-বিক্রয়)-এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে। |
| ২. | ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, ভানুকুমারী শাখা ভানুকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- ছট লালকুঠি, ভানুকুমারী, পিন- ৭৩৬১৩১।<br>খ) মেসার্স রাজেন দে স্টক পয়েন্ট, স্বত্বাধিকারী: রাজেন কুমার দে, পিতা- রাজ কুমার দে রাজ কুমার দে (বন্ধকদাতা), পিতা- স্বর্গীয় রাধা বল্লভ দে দুজনের ঠিকানা: জোড়াই মোড়, গ্রাম- বালাকুঠি, ওআই বালাকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, কোচ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৬১৩১। | ক) ৫,৮৪,৪৪৫.৮৭ টাকা (৩১.০১.২০২৩ পর্যন্ত, সঙ্গে ০১.০২.২০২৩ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়সমূহ)<br>খ) ০৬.০২.২০২৩<br>গ) ২৫.০৫.২০২৩ | জমির পরিমাপ প্রায় ০.০২ শতক ভবন সহ আরএস দাগ নং ৭৭/৭২২- এ অবস্থিত, এলআর খতিয়ান ৬৮১/১, এলআর হাল ১৭৮ খাক নং ১১৬৮, জে.এল নং ১০৪, মৌজা- বালাপুতি, তৌজি নং ২১৭, আরএস খতিয়ান ৩৫, জেলা- কোচবিহার, থানা- বক্সিরহাট, রেজিস্ট্রি অফিস- তুফানগঞ্জ, সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- খাস জমি (এলআর ১৭৬), দক্ষিণে- ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৩১, পূর্বে- রবীন্দ্র চন্দ্র দে- এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- গোহালাত মোড় দলিল নং ৩৭৮৭- এ নির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত রয়েছে, ভলিউম নং ৬২, পৃষ্ঠা ১১৬ থেকে ১২০ পর্যন্ত, ২০০৭ সাল অনুযায়ী অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার, তুফানগঞ্জে রেজিস্ট্রিকৃত।<br>(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে) | ক) ৭.১৫ লক্ষ টাকা<br>খ) ০.৭২ লক্ষ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ভানুকুমারী শাখা-ইন-চার্জ, (মো:)- ৮৩৩৪৯ ৯৯৩৭৯/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬<br>ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ০.৭২ লক্ষ টাকা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-বিক্রয়)-এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে। |
| ৩. | ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি- ২ শাখা কিলা ভবন, এস.এফ রোড, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৫।<br>খ) মেসার্স আর অ্যান্ড আর ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী: স্বপন সাহা মুকুন্দ দাস রোড, পোস্ট- শিলিগুড়ি বাজার, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০৫। | ক) ৩১,৪৬,১৬৯.৫৮ টাকা (৩১.০৫.২০১৯ পর্যন্ত, সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ)<br>খ) ২৫.০৬.২০১৯<br>গ) ২৩.০৮.২০২২ | জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ৩.০২৫ কাঠার প্রায় ৫ শতক (নির্মাণ সহ) মৌজা- ভরতসিং- এ অবস্থিত, জে.এল নং ১০২, তৌজি নং ৯১, পরগনা- পাথরঘাটা, খতিয়ান নং ১৩/১ (আর.এস), ৫৩৮ (এল.আর) প্লট নং ১৭৪ (আর.এস)- এর অংশ, ৩৬০ (এল.আর), থানা- মাটিগাড়া, জেলা- দার্জিলিং, সম্পত্তির মালিক: শ্রী স্বপন সাহা, সম্পত্তির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- প্লট নং ৩৫৬- এর জমি, দক্ষিণে- রাজীব সাহার জমি, পূর্বে- কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- রানিডাঙা এসএসবি ক্যাম্প।<br>(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে) | ক) ১৭.১৬ লক্ষ টাকা<br>খ) ১.৭২ লক্ষ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: আঞ্চলিক কার্যালয় শিলিগুড়ি: (মো:)- ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬<br>ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ১.৭২ লক্ষ টাকা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-বিক্রয়)-এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে। |
| ৪. | ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, রায়গঞ্জ- ২ শাখা ক্যারিটাস গীতাঞ্জলী সিনেমা হলের নিকটে, উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪।<br>খ) যশোদা মার্কেটিং, স্বত্বাধিকারী: মিঃ কমল পাল পিতা- স্বর্গীয় শিবু পাল বিশাল অনুষ্ঠান ভবন বিল্ডিং গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৮৫৭ এন, এফসিআই মোড়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪। | ক) ১২,৩৩,৮৭৭.১৮ টাকা (১৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত, সঙ্গে ১৬.০৩.২০২৪ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়সমূহ)<br>খ) ১৫.০৩.২০২৪<br>গ) ২৪.০৬.২০২৪ | দোকানের সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ০.১৭৮৭৫ শতক বা ৭৮ বর্গফুট জেলা- উত্তর দিনাজপুরে অবস্থিত, থানা- রায়গঞ্জ, মৌজা- মোহনবাটি, জে.এল নং ১৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, আরএস প্লট নং ৩৩৯৪, এলআর খতিয়ান ৮৭৭৪ এলআর প্লট নং ১৬০৪, বিশাল অনুষ্ঠান ভবন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে এফসিআই মোড়ের নিকটে, কালী মন্দির, সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- প্যাসেজ রোড, দক্ষিণে- মনোজ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে- বিক্রেতাদের সম্পত্তি, দলিল নং ৭০৮৯/২০১১ অনুযায়ী ডিএসআর উত্তর দিনাজপুরে রেজিস্ট্রিকৃত, পশ্চিমে- অমৃতা চৌধুরীর সম্পত্তি (দলিল নং ৭০৮৯/২০১১ অনুযায়ী সীমানা উল্লেখ করা রয়েছে)<br>(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে) | ক) ৪.৭৫ লক্ষ টাকা<br>খ) ০.৪৮ লক্ষ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: আঞ্চলিক কার্যালয় শিলিগুড়ি: (মো:)- ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬<br>ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ০.৪৮ লক্ষ টাকা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-বিক্রয়)-এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে। |
| ৫. | ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, রায়গঞ্জ- ২ শাখা ক্যারিটাস গীতাঞ্জলী সিনেমা হলের নিকটে, উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪।<br>খ) মেসার্স সরকার ফার্টিলাইজার, স্বত্বাধিকারী: স্বর্গীয় কুমরেশ সরকার, প্রয়াত হওয়ার আগে পর্যন্ত, আইনি উত্তরাধিকারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন:<br>১. বালিকা সরকার<br>২. পলাশ সরকার<br>৩. হরপ্রসাদ সরকার | ক) ১৪,১৪,৮৬৩.৩৪ টাকা (৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত, সঙ্গে ০১.০৪.২০২৪ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়সমূহ)<br>খ) ০৫.০৪.২০২৪<br>গ) ২৪.০৬.২০২৪ | জমির পরিমাপ প্রায় ৪ শতক ভবন সহ (বা ভবনের অংশ) থানা- হেমতাবাদে অবস্থিত, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে.এল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ২০৪৮ আরএস/এলআর দাগ নং ১৬১, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, তৌজি- মহালপরগনা, এডিএসআর এবং ডিএসআর অফিস- রায়গঞ্জ। উক্ত সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- স্বর্গীয় কুমরেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীদের জমি, দক্ষিণে- তরুণ কুমার সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্বে- প্রভাত বর্মণ এবং বঙ্কিম বর্মণের চাষের জমি, পশ্চিমে- ১২ ফুট প্রশস্ত মেটাল রোড, দলিল নং আই-১৩০৬/২০২১- এ যেমনটি উল্লেখ করা রয়েছে।<br>এবং<br>জমির পরিমাপ প্রায় ৩ শতক ভবন সহ (বা ভবনের অংশ) থানা- হেমতাবাদে অবস্থিত, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে.এল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ৫৬২, আরএস দাগ নং ৫৮২, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, এডিএসআর এবং ডিএসআর অফিস- রায়গঞ্জ। উক্ত সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- জগন্নাথ সরকার এবং কমল রায়ের জমি, পূর্বে- স্বর্গীয় কুমরেশ সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীদের জমি, পশ্চিমে- ১০ ফুট প্রশস্ত মেটাল রোড, দলিল নং আই-৪৭২৯/২০১৮- এ যেমনটি উল্লেখ করা রয়েছে।<br>সম্মিলিত সম্পত্তির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- কাঁচা প্যাসেজের জন্য ব্যবস্থা, দক্ষিণে- তরুণ সরকারের দোকান এবং কুমুদ চন্দ্র বর্মণের খালি জমি, পূর্বে- প্রভাত বর্মণ এবং বঙ্কিম বর্মণের চাষের জমি, পশ্চিমে- ৫ ফুট প্রশস্ত নয়ঞ্জলি ও পরে ১০ ফুট প্রশস্ত পিডবলুডি রোড বর্তমানে ১০ ফুট প্রশস্ত পিডবলুডি রোড এবং নয়ঞ্জলি যেটা রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে রয়েছে) | ক) ১৩.৬০ লক্ষ টাকা<br>খ) ১.৩৬ লক্ষ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: আঞ্চলিক কার্যালয় শিলিগুড়ি: (মো:)- ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৭৯৮০৭ ৫৮১৬২<br>ঙ) ইএমডি মূল্য হিসাবে ১.৩৬ লক্ষ টাকা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-বিক্রয়)-এর পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে জমা করতে হবে। |

**ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১৩.১১.২০২৪ সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত। ইএমডি গ্রহণ করার শেষ তারিখ: ১১.১১.২০২৪, বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত**

—ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ—

১. সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’ এবং ‘যেমন আছে তেমন’ শর্তে বিক্রয় হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্যের কম মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় হবে না।
৩. একজন মাত্র দরদাতা/ ক্রেতার ক্ষেত্রে একটি দরবৃদ্ধি সমেত দর দিতে হবে।
৪. দরদান/ নিলাম শুধুমাত্র ‘অনলাইন ইলেক্ট্রনিক মোড’-এর মাধ্যমে পরিষেবাদাতার ওয়েবসাইট দ্বারা সম্পন্ন হবে অর্থাৎ ই-বিক্রয় (https://www.ebkray.in)।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি মূল্য হিসাবে মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-বিক্রয়) পোর্টালের সংশ্লিষ্ট ই-ওয়ালেটে সরাসরি বা চালান তৈরির দ্বারা জমা করতে হবে, ইএমডি মূল্য আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে বলা অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে ১১.১১.২০২৪ তারিখে বিকেল ৫.০০টার মধ্যে বা তার আগে।
৬. পরিষেবাদাতার সঙ্গে যোগাযোগ: মেসার্স পিএসবি অ্যালাইন্স লিমিটেড (ই-বিক্রয়), যোগাযোগ: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.ebkray@psballiance.com / support.ebkray@procure247.com।
৭. ২৩.১০.২০২৪ থেকে ০৮.১১.২০২৪ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টের মধ্যবর্তী সময়ে শাখার আধিকারিকদের সাথে আলোচনার পর সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল দরদাতা/ক্রেতাকে সফল/সর্বোচ্চ দর ঘোষণা হওয়ার পরেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা করতে হবে (ইএমডি সমেত) এবং বাকি ৭৫% বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা এতে অসমর্থ হয় তাহলে তার আগে দেওয়া সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন চার্জ স্থায়ী বাকি / রেট / কর রেজিস্ট্রেশন ফি / অন্যান্য খরচ / সরকারি বাকি / কোনও ব্যক্তির কাছে বাকি ইত্যাদি সমস্ত খরচগুলি শুধুমাত্র সফল দরদাতা / ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০. উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের জন্যও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে তাঁরা সম্পত্তির নিলাম এবং বিক্রি রোধ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে দেওয়া তারিখ এবং সময়ের আগে বাকি থাকা টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উপরে উল্লিখিত বাকি এবং এখনও পর্যন্ত সুদ ই-নিলামের তারিখের আগে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যথায় তাঁদের সম্পত্তি বাকি মেটানোর জন্য নিলাম/ বিক্রি হবে।
১২. ব্যাঙ্কের যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বা দর গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রয়েছে।
১৩. বাকি সমস্ত তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.canarabank.com।

তারিখ: ২১.১০.২০২৪
স্থান: শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

আমার উত্তরবঙ্গ



## চমকডাঙ্গি ও লালটং বস্তির পুনর্বাসনের উদ্যোগ

**জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** তিস্তার করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে রাজগঞ্জের চমকডাঙ্গি এবং লালটং বস্তি। সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় পুনবার্সন দেওয়ার ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করল জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে শিবনগরের ৬ একর জমিতে ওই দুই এলাকার মানুষদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের চেম্বারে এই দুই গ্রামের তিস্তা নদীর ভাঙন এবং পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

চমকডাঙ্গির ৮২টি এবং লালটং বস্তির ৩৭টি পরিবারের বসতভিটে এবং চাষের জমি ক্রমশ তিস্তার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে। চমকডাঙ্গিতে তিস্তায় অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি উত্তোলনের কারণে এই বিপর্যয়। সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, 'দার্জিলিং বন বিভাগ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরকে বৈঠকে বলা হয়েছে, বন দপ্তরের জমির ওপর দিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে যাওয়া যায় কি না খতিয়ে দেখতে।'

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, সদর মহকুমা শাসক, ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম দুটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসনের আগে দুই এলাকার বাসিন্দারা নিজেরাই ঘরবাড়ি সরিয়ে ফেলেছেন। সদর মহকুমা শাসকের কথায়, 'আমরা ভূমি দপ্তর, বন দপ্তর, ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দুই গ্রামের বাসিন্দাদের পুনর্বাসিনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি শিবনগরের মতো নিরাপদ জায়গায় দেখা হয়েছে। এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' সেইসঙ্গে গ্রাম দুটি সরানো হলেও তিস্তা যাতে এগিয়ে না আসে সেই ব্যাপারে সেচ দপ্তরকে পদক্ষেপ করতে হবে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, বর্ষা বিদায় নিয়েছে। এবার ওই দুটি গ্রামে ধাপে ধাপে নদীভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হবে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ

**জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল। কিন্তু তার জেরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে যে পৃথিবী ছাড়তে হতে পারে তা কেউ ভাবেননি। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের হাসপাতালপাড়ার বাড়ি থেকে শান্তনু মজুমদার (২৩) নামে ওই পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ভালোবাসার সম্পর্কে ছেদ মেনে নিতে না পারায় বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর জেরেই তিনি আত্মঘাতী হন বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

শান্তনু জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এমটেকের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর হাসপাতালপাড়ার বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই তিনি থাকতেন। তাঁর এক দিদি পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় রয়েছেন। বছর দুয়েক আগে কলকাতায় পড়াশোনার সূত্রে থাকাকালীন এক তরুণীর সঙ্গে শান্তনুর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। শান্তনুর মা রত্না মজুমদার বিষয়টি জানতেন। মাসকয়েক আগে ওই তরুণ দুর্ঘটনার শিকার হন। অসুস্থ থাকাকালীন শান্তনুকে দেখতে ওই তরুণী জলপাইগুড়িতেও এসেছিলেন। কিন্তু মাস দুয়েক আগে তাঁদের ভালোবাসার সম্পর্কে চিঁড় ধরে। কারণটা কী তা কারও জানা নেই। রত্না বলেন, 'ওদের সম্পর্কে ভাঙন ধরতেই আমার ছেলে সবসময় মনমরা হয়ে থাকত। কী কারণে সম্পর্কে ভাঙন ধরল তা পরিষ্কার নয়।'

মহানন্দা নদী থেকে অবাধে বালি তুলছে ট্রাক্টর। মঙ্গলবার তরিবাড়িতে।

**শাসকদলের দিকে আঙুল বিরোধীদের**

# তরিবাড়িতে সক্রিয় বালি পাচারচক্র

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** সরকারিভাবে রাজগঞ্জ ব্লকের কোনও নদী থেকে বালি তোলার অনুমতি নেই। অথচ ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরিবাড়ি এলাকায় বালি পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে বলে খবর। মহানন্দা নদী থেকে নিয়মিত বালি তুলে ট্র্যাক্টরে পাচার করা হচ্ছে। ঘটনায় বালি পাচারকারীদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তড়িবাড়ির মহানন্দা থেকে প্রতিদিন বালি তুলে কয়েকশো ট্র্যাক্টরে বোঝাই করে সকাল থেকে সন্ধে পাচার চলছে। এমনকি রাতেও সক্রিয় থাকে পাচারচক্র। এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, গোটা ঘটনায় তৃণমূলের একটি অংশ জড়িত। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি রায় বলেছেন, 'এরকম কিছু তো শুনিনি। কেউ বলেনি আমাকে।'

স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন ট্র্যাক্টরে বালিবোঝাইয়ের কাজে যুক্ত। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য এলাকার কয়েকজনও এই চক্রে জড়িত। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন বালি তোলার কারবারে যুক্ত। যদিও লাভের গুড় খায় অন্য লোকে, এমনটাই জানিয়েছে একটি সূত্র। স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁর মালিকের ব্যাখ্যা, 'প্রশাসন এবং শাসকদলকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন এসব চলতে পারে না। শাসকদলের স্থানীয় একটি চক্রের এতে মদত রয়েছে।'

গোটা ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন মহানন্দা। নদীর গতিপথ বদলাতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের একাংশের কথায়, গত এক-দেড় বছরে মহানন্দা ক্রমশ বস্তি এলাকা থেকে জঙ্গলের দিকে সরে গিয়েছে। তাঁরা জানাচ্ছেন, কখনও নদী থেকে বালি তুলে সরাসরি 'খদ্দের'-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কখনও আবার এলাকায় কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় বালি মজুত করে রাখা হচ্ছে।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ সিং বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলের মদতে সিন্ডিকেট চলছে। প্রশাসন সব জানে।' যদিও ব্লকভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়ের মন্তব্য, 'বিষয়টি জানতাম না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোথায় তৃণমূল ছাড়া বালি তোলা হয়? তরিবাড়ির পাশাপাশি ফুলবাড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও বালিপাচারের চক্র সক্রিয়। সব জায়গাতেই এসব চলছে তৃণমূলের সহযোগিতায়।'

শিখার অভিযোগ নস্যাৎ করে তৃণমূলের উপপ্রধান অভিরাম শৈব বলেছেন, 'এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।' তাঁর কথায়, 'কিছু মানুষ ব্যক্তিগতভাবে রুটিরুজির তাগিদে এসব করে থাকতে পারে।'

**বদলাচ্ছে গতিপথ**

- রাজগঞ্জ ব্লকের কোথাও বালি তোলার অনুমতি নেই
- তবুও তরিবাড়িতে মহানন্দা থেকে তোলা হচ্ছে বালি
- পাচারকারীদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের
- সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা
- গোটা ঘটনায় ক্ষতির সম্মুখীন মহানন্দা, বদলে যাচ্ছে গতিপথ

## আজ খুলছে দার্জিলিংয়ের সোম চা বাগান

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** বুধবার থেকে দার্জিলিংয়ের সোম চা বাগান পুনরায় খুলে যাচ্ছে। মঙ্গলবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারের অ্যাডভাইজারি মেনে ওই বাগানেও শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও শ্রমিকরা কাজে না এসে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ায় মালিকপক্ষ ৭ অক্টোবর বাগান বন্ধ করে চলে যায়।

পুজোর মুখে বাগান বন্ধ হওয়ার ঘটনা পাহাড়ের শাসকপক্ষকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সেই বাগান পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী হন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনি শ্রম দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বাগান খোলার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এর পরেই শ্রম দপ্তর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে।

এদিন সেই বৈঠক থেকে পুনরায় বাগান চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার লংভিউ চা বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক রয়েছে।

## হাতেবোনা সোয়েটার মিলবে মিরিকে

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** শীতের রকমারি পোশাক মিলবে মিরিকের 'এক্সপেরিয়েন্স বেঙ্গল' স্টোরে। পুজোয় মিরিক ছিল পর্যটক-ঠাসা। এরপরেই ডিসেম্বর থেকে ফের পর্যটকের ভিড় বাড়বে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই পাহাড়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এখন শীতবস্ত্র তৈরিতে ব্যস্ত।

পর্যটকদের মধ্যে পাহাড়ের মহিলাদের হাতেবোনা সোয়েটারের চাহিদা গগনচুম্বী। ইতিমধ্যেই মহিলারা সোয়েটার বুনতে শুরু করে দিয়েছেন। মিরিক লেকের পাশেই রয়েছে এক্সপেরিয়েন্স বেঙ্গল স্টোর। পর্যটন মরশুমে সেখানেই মিলবে বিভিন্ন স্টাইলের শীতবস্ত্র।

গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই স্টোর উদ্বোধন হয়। তারপর থেকে ক্রেতাদের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলেছে বলে স্টোর সূত্রের খবর। মিরিকের একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য বিদ্যা রাই জানালেন, প্রত্যেকদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত পর্যটকরা স্টোরে এসে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন।

# হাতিঘিসায় বৈঠক বিজেপির ২ গোষ্ঠীর

### বারলা-যুগলদের দ্বন্দ্ব চরমে

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** বিজেপির শ্রমিক সংগঠনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত। মঙ্গলবার পদ্মের চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দুই গোষ্ঠী হাতিঘিসার দুটি ভিন্ন এলাকায় বৈঠক বসে। একটিতে ছিলেন যুগলকিশোর ঝা। অপরটিতে জন বারলার গোষ্ঠীর তৌফিল সোরেন।

গত বুধবার রাতে যুগলকিশোরকে অটল চা বাগানে ফ্যাক্টরির সামনে আটক করে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। এরপর যুগল ওই বাগানের বারলাগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনার রেশ যে এখনও কাটেনি, তা এদিনের ভিন্ন দুটি বৈঠকের আয়োজন থেকে স্পষ্ট।

এদিন হাতিঘিসায় শংকর ওরাওঁয়ের বাড়িতে যে বৈঠকটি হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তরাই-ডুয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট তৌফিল। এছাড়াও ছিলেন সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিরালাল ঝা। বৈঠক থেকে বেরিয়ে তৌফিল বলেন, 'অটল বাগানে যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।'

পাশাপাশি যুগলকে একহাত নিয়ে তিনি বলেছেন, 'তাঁকে ছয় বছরের জন্য কমিটির সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁরা এখন ম্যানেজারের সঙ্গে সেটিং করে প্রত্যেক বাগানে গিয়ে এভাবেই ঝামেলা পাকাচ্ছেন। যুগল ও তাঁর লোকজন ডুয়ার্সে পা রাখলে জুতোর মালা পরানো হবে।' এমনকি তরাই-ডুয়ার্সের অন্য কোনও বাগানে যুগলরা ঢুকতে পারবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৌফিল।

অন্যদিকে, শংকরের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কর্মীদের নিয়ে একটি বন্ধ ঘরে বৈঠক করেন যুগল। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'আগামীদিনে সংগঠন এই এলাকায় কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। তরাই এলাকার মোট ৪৫টি বাগান কমিটির সদস্যরা এদিনের বৈঠকে যোগ দেন।'

এরপর যুগল অভিযোগ করেন, 'সেদিন অটল বাগানের ঘটনায় যারা যুক্ত ছিল, থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। তারা বৈঠক করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।' তৌফিলদের বৈঠক প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'যাঁরা ওই বৈঠক করেছেন, তাঁরা আমাদের ইউনিয়নের কেউ নয়। তাঁদেরকে আমরা এক বছর আগেই দল থেকে বের করে দিয়েছি।'

এদিকে তৌফিল বলছেন, 'নকশালবাড়ি থানায় যাঁদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেটা দ্রুত প্রত্যাহার না করলে আমরা সব বাগানের শ্রমিকরা মিলে যুগলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব।'

অন্যদিকে যুগল বলেন, 'সেদিন বাগানে আসার আগে ইউনিট সভাপতিকে ফোন করে সবটা জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সময় দিতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।' তাঁর অভিযোগ, 'এর আগে তিনবার আমার উপর আক্রমণ করেছেন তৌফিল। সেদিনের ঘটনায় এরা সকলেই জড়িত।'

হাতিঘিসায় ঢিলছোড়া দূরত্বে পদ্মের দুই গোষ্ঠীর দুই ভিন্ন বৈঠক। মঙ্গলবার।

**দুই বিপরীত মত**

"তাঁকে (যুগলকিশোর ঝা) ছয় বছরের জন্য কমিটির সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁরা এখন ম্যানেজারের সঙ্গে সেটিং করে প্রত্যেক বাগানে গিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছেন। যুগল ও তাঁর লোকজন ডুয়ার্সে পা রাখলে জুতোর মালা পরানো হবে।"

**তৌফিল সোরেন**

"অটল বাগানের ঘটনায় যারা যুক্ত ছিল, থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। তারা বৈঠক করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আমাদের ইউনিয়নের কেউ নয়। তাদেরকে আমরা এক বছর আগেই দল থেকে বের করে দিয়েছি।"

**যুগলকিশোর ঝা**

## আবাসন চত্বরে আবর্জনার স্তূপ

**চাকুলিয়া, ২২ অক্টোবর :** চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসন চত্বর ছেয়েছে জঙ্গলে। অভিযোগ, পাশের হোটেল, চায়ের দোকান থেকে উচ্ছিষ্ট ফেলা হয় সেখানে। জায়গাটিকে রীতিমতো বাসা বানিয়ে ফেলেছে নানা ধরনের পোকামাকড়। ওই জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ। পাশ দিয়ে চলতে গেলে নাক-মুখ ঢাকতে হচ্ছে রুমাল দিয়ে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে ক্ষুব্ধ চিকিৎসক, নার্সদের একাংশ। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে বারবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েও লাভ হয়নি।

স্থানীয় আব্দুল সুভানের কথায়, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। অথচ এখানে তেমন কিছুই দেখছি না। কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানোর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চিকিৎসক, নার্স থেকে সাধারণ মানুষ- সবাই এদিক দিয়ে যাতায়াত করেন। প্রত্যেকের সমস্যা হচ্ছে।' তাঁর দাবি, হোটেল আর চায়ের দোকান মালিকদের উচ্ছিষ্ট ফেলতে বারণ করা হয়েছে। তাঁরা কথা শুনছেন না।

এদিকে, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতার কারণে এমন অবস্থা বলে অভিযোগ আব্দুলের। আরেক স্থানীয় মুক্তার আলম বলছেন, 'চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা নামমাত্র। শুনেছি, বাইরে ও ভিতরে আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।'

এপ্রসঙ্গে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ আব্দুর রশিদের আশ্বাস, 'জঙ্গল এবং আবর্জনা সাফাই করতে খুব তাড়াতাড়ি উদ্যোগ নেওয়া হবে।' গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর জানিয়েছেন, শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়, পুরো ব্লক অফিসের চত্বর দ্রুত পরিষ্কার করা হবে।

**চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র**

বুধসিংজোতে রাস্তার শিলান্যাস।

## বাতাসিতে রাস্তার শিলান্যাস মহকুমা পরিষদের

**খড়িবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্কুল পড়ুয়াদের স্বার্থে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। পাশাপাশি এদিনই একটি গ্রামীণ রাস্তার শিলান্যাস করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসির বুধসিংজোতের ভাটিলাইন থেকে একটি বেসরকারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৪৬০ মিটার কাঁচারাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হল এদিন থেকে। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ হবে বলে মহকুমা পরিষদ সূত্রের খবর।

এদিন রাস্তার কাজের শিল্যানাস করেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। পাশাপাশি স্কুল চত্বরে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনটিও উদ্বোধন করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে ছিলেন বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায়, উপপ্রধান পঙ্কজ বর্মন প্রমুখ।

কিশোরীমোহন বলেন, 'অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের আবেদন মেনেই ওই চত্বরে ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। পাশাপাশি পড়ুয়াদের যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাটি পাকা করা হচ্ছে।' দীর্ঘদিন ধরে আবেদনের পর রাস্তার শিলান্যাস এবং জলের মেশিন বসায় খুশি পড়ুয়া, অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ।

**পড়ুয়াদের জন্য ঠান্ডা পানীয় জল**

## ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল ইসলামপুরে

**ইসলামপুর, ২২ অক্টোবর :** ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল ইসলামপুর শহরে। এর জেরে হাতের ইশারায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের। শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া ব্যস্ততম রাজ্য সড়কে সিগন্যাল বিকল হয়ে থাকায় বেপরোয়া গতিতে ছুটছে বাইক, টোটো, বাস, ছোট গাড়ি। যার ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিলনপল্লি, বাস টার্মিনাস, চৌরঙ্গি মোড়, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এবং আশ্রমপাড়া মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল লাগানো রয়েছে। বর্তমানে সব ক'টি জায়গাতেই সিগন্যাল বিকল হয়ে পড়েছে। সেগুলিতে কোনও আলো জ্বলছে না। ট্রাফিক পয়েন্টে পুলিশকর্মীরা হাত দেখিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন।

যদি হাতের ইশারাতেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে সরকারি টাকা খরচ করে সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থা করার অর্থ কী? কেনই বা বিকল সিগন্যাল মেরামত করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন উঠছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং বলেন, 'বর্তমানে শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সেই কাজ শেষ হলেই সিগন্যালিং ব্যবস্থা ফের চালু করা হবে।'

ইসলামপুর শহরে সিগন্যাল বিকল। যার ফলে গাড়ির বেপরোয়া গতি।

## সম্মেলন

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** 'পশ্চিমবঙ্গ স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলন সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মীদের' ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন এবছর উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। শিলিগুড়ি সোসাইটি ফর নেচার এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস-এর তরফে ওই সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ২৫ থেকে ২৭ অক্টোবর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

# সমবায় সমিতিতে জয় কাজল গোষ্ঠীর

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ অক্টোবর :** বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া প্যানেলের মাত্র একজনই জয়ী হয়েছেন। মঙ্গলবার এই নির্বাচন নিয়ে এলাকায় চর্চা চলছিল। নির্বাচন শেষে গণনার ফল প্রকাশিত হয়েছে রাতেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দেবাশিস পাল বলছেন, 'কোনও সমস্যা ছাড়া ভালোভাবে নির্বাচন মিটেছে।'

এদিন সমবায় সমিতির বিল্ডিংয়ে সকাল প্রায় ১০টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোট দিয়েছেন ১৫৯ জন। এসসি সংরক্ষিত একটি আসনের জন্য ৩ জন, অসংরক্ষিত ৬টি আসনের জন্য ১৪ জন লড়াই করেছেন। সংরক্ষিত আসনে গুনানন্দ সিংহ ৯৯টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। মহিলা সংরক্ষিত দুটি আসনে টুলটুলি সরকার এবং লীলারানি সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছেন।

অসংরক্ষিত ১৪টি আসনে লড়াই নিয়ে টানটান উত্তেজনা ছিল। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অদূরে জোড়াফুল প্রতীক লাগিয়ে কাজল ঘোষের গোষ্ঠীর তরফে তাঁবুও করা হয়েছিল। নির্বাচন ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন ছিল। কাজল-ঘনিষ্ঠদের বিপক্ষে নির্বাচনে লড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই বেশ কয়েকজন। সেই বিপক্ষের প্যানেলে তৃণমূলের পাশাপাশি, বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্রার্থীও ছিলেন। তবে, বিপক্ষের ওই প্যানেল থেকে শুধুমাত্র পীযূষ সিং জয়ী হয়েছেন। কাজলের বিপক্ষের প্যানেল থেকে লড়ে হেরেছেন সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণবেশ মণ্ডল।

প্রণবেশ বলছেন, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তবে কিছু মানুষ নির্বাচনের আগে দৈনিক বিরিয়ানি খাইয়ে প্রভাবিত করেছেন। মানুষ আমাকে চায়নি। হেরে গিয়েছি।' এই নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ নেই বলেই মন্তব্য করেছেন পীযূষ সিং।

কাজলের কটাক্ষ, 'এলাকার মানুষ উন্নয়নের ওপর ভরসা রেখেছেন। সকলের আশীর্বাদে জয় হয়েছে। যাঁরা কূটনীতি করেছিলেন তাঁদের ভরাডুবি হয়েছে।'

**তৃণমূল বনাম তৃণমূল জোটের লড়াই**

প্রস্তুতি।। কলকাতার কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

# মল্লিকপাড়ায় এখন কুলো তৈরির ব্যস্ততা

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ২২ অক্টোবর :** ছটপুজোয় কুলোর চাহিদা অনেকটাই বেড়ে যায়। প্রতিবারের মতো এবারও বাগডোগরার মল্লিকপাড়ায় এখন কুলো তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। এখানকার কুলো পাড়ি দেয় বাংলার পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্র। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম, বিহার এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে নেপালেও এখানকার কুলোর চাহিদা রয়েছে। আগামী ৭ এবং ৮ নভেম্বর ছটপুজো। সেই উপলক্ষ্যে বাগডোগরায় এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বাগডোগরায় হিন্দিভাষীদের পাশাপাশি ছটপুজো মাড়োয়ারি, বাঙালি, নেপালি সম্প্রদায়ের বহু মানুষও ছটপুজোয় শামিল হন। ফলে কুলোর চাহিদা আরও বেড়ে গিয়েছে। এখানে কুলো তৈরি করেন মূলত হরেকৃষ্ণপল্লির মল্লিকপাড়ার বাসিন্দারা। আপার বাগডোগরার লিচুবাগানের কয়েকটি পরিবার কুলো বানায়। চাহিদা এতটাই বেশি যে, পুজোর কয়েকমাস আগে থেকে অন্য সব কাজ ফেলে কুলো তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মনিয়া দেবী, অর্জুন মল্লিক, পুনম মল্লিক, লছমি মল্লিকরা।

মনিয়া বলেন, 'আমাদের তৈরি কুলো বাগডোগরা হাটে কিছু বিক্রি হয়। সিংহভাগ চলে যায় শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে। এমনকি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং জেলাতেও পাড়ি দেয়। বিহার এবং পূর্ব নেপালেও কুলো পৌঁছে যায় পাইকারদের মাধ্যমে।' তিনি জানালেন, 'গত দু'বছর বাঁশের দাম অনেকটা বেড়েছে। ফলে লাভ কিছুটা কমে গিয়েছে।'

মল্লিকপাড়ায় কুলো ছাড়াও সারাবছর বংশপরম্পরায় বাঁশের হাতপাখা, ডালা, টুকরি তৈরি হয়। মল্লিকপাড়ার পাশাপাশি সুশ্রুতনগর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটের উলটোদিকে সূর্যনগরে তৈরি হয় কুলো। সেখানকার বাসিন্দা সীতা দেবী বললেন, 'আমরা শ্রাবণ মাস থেকে কুলো তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে যাই।' সুশ্রুতনগরের বাসিন্দা তথা মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রেখা মল্লিক জানালেন, তাঁর এলাকায় ৮-১০টি পরিবার কুলো তৈরি করে।

প্রতিবারের মতো এবারও কুলো বানাচ্ছেন সঞ্জীব মল্লিক। তিনি বললেন, 'এখন ছটপুজো বাংলায় বড় উৎসবে পরিণত হয়েছে। হিন্দিভাষীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঙালি, নেপালি, মাড়োয়ারিরাও শামিল হচ্ছে। তাই চাহিদা বেড়েছে। আমরাও চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছি।'

ছটপুজো উপলক্ষ্যে মল্লিকপাড়ায় তৈরি কুলো বিক্রির জন্য পাড়ি দিচ্ছে।

কেশরডোবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নির্মীয়মাণ ভবন ঘিরে বিক্ষোভ। -সংবাদচিত্র

## নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

# অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মাণে গাফিলতি

কার্তিক দাস

**খড়িবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** খড়িবাড়ির জোরপাকুড়িজোতে কেশরডোবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ চলছে। কিন্তু ভবনের কাজ নিম্নমানের বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি মঙ্গলবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ। এরপরেই এদিনের মতো বিক্ষোভে ইতি পড়ে।

রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থানুকূল্যে খড়িবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ১১ লক্ষের সামান্য বেশি টাকা ব্যয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে করা হচ্ছে।

### বিডিও'র আশ্বাস

- জোরপাকুড়িজোতে কেশরডোবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ চলছে
- সেই কাজে নিম্নমানের বালি-সিমেন্ট ব্যবহারের অভিযোগ
- মঙ্গলবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের
- বিডিও এসে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিতেই বিক্ষোভে ইতি
- অভিযোগ প্রমাণিত হলেই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

এদিন বিক্ষোভ দেখানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রাজু সিংহ বলেন, 'নিম্নমানের বালি-সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। ছাদ ঢালাই হয়েছে। কিন্তু জল চুইয়ে পড়ছে। হাত দিলেই খসে পড়ছে দেওয়ালের পলেস্তারা। বিভিন্ন স্থানে দেওয়ালের কাজ সম্পূর্ণ না করেই ঠিকাদার সংস্থা রং করা শুরু করেছে।' এদিন রং করতে এলে কর্মীদের বাধা দেন রাজুর মতোই জগৎপতি সিংহ, পঙ্কজ সিংহরা।

পঙ্কজ বলেন, 'অন্য জায়গায় কাঠের জানলা লাগানো হয়। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিনের জানলা লাগানো হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য তৈরি করা হয়েছে প্রায় চার ফুট খাড়া র‍্যাম্প। শিশুদের জন্য তৈরি অধিক উচ্চতার সিঁড়ি।' সকলেরই ক্ষোভ মূলত ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে।

এদিকে ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধি বিজয় রায় বলেন, 'শিডিউল মেনেই কাজ হচ্ছে। জায়গার অভাবে র‍্যাম্প উঁচু করতে হয়েছে। জায়গা পেলে র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দেওয়া হবে।' তাঁর সাফাই, 'বৃষ্টির জল পড়ে দেওয়ালের পলেস্তারা নষ্ট হয়েছে।' সেটা তুলে পুনরায় করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে জগৎপতি অভিযোগ করে বলেছেন, 'প্রথমদিকে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এলেও পরবর্তীতে নজরদারির অভাব ছিল। ঠিকাদার সংস্থাকে বারবার বলা সত্ত্বেও গুরুত্ব দেয়নি।' স্থানীয়দের দাবি, সঠিকভাবে কাজ হোক।

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দীপ্তি। বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিতেই এদিনের মতো বিক্ষোভে ইতি পড়ে। দীপ্তি বলেন, 'যেসমস্ত অভিযোগ উঠেছে, তা এজেন্সিকেই ঠিক করে দিতে হবে।'

অভিযোগ প্রমাণিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

## ১৯টি সোনার বিস্কুট সহ ধৃত তরুণ

# পাচারে নাম স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ধনতেরাসে বাড়তি মুনাফা ঘরে তুলতে 'অবৈধ' সোনা আমদানি করেছিলেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে পাচারের আগে ১৯টি বিদেশি সোনার বিস্কুট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। ধৃত বছর উনিশের গৌরবকুমার সাহা অসমের ধুবড়ির বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা মোট সোনার ওজন ১ কেজি ২১৫ গ্রাম। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৬৬ টাকা।

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির কয়েকজন সোনা ব্যবসায়ী পাচারের ঘটনায় যুক্ত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন রাজস্ব গোয়েন্দারা। সেই তালিকা তৈরি করে তাদের খোঁজ চলছে।

শিলিগুড়িকে করিডর করে কোটি কোটি টাকার বিদেশি সোনা পাচার করা হয়। এর আগে ইসলামপুরের এক ব্যবসায়ীর নাম জড়িয়েছিল এই কারবারে। এবার খোদ শিলিগুড়ির স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশের নাম উঠে আসায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্যরা। তবে, ব্যবসায়ীদের কেউ পাচারের সোনা কেনেন না বলে পালটা দাবি করছেন বঙ্গ স্বর্ণশিল্পীদের ক্ষুদিরামপল্লি এক নম্বর লোকাল কমিটির সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ বাড়ুই বলছেন, 'সমস্ত সোনা আমরা মহাজনদের মাধ্যমে কিনি। কেউই পাচারের সোনা কেনেন না। সবাইকে হলমার্ক সোনা বিক্রি করা হয়।'

গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের মাধ্যমে কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে সোনার বিস্কুটগুলি এদেশে পৌঁছেছিল। এরপর সোমবার সন্ধ্যায় বেসরকারি বাসে চেপে গৌরব শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গোপন খবরের ভিত্তিতে গোয়েন্দারা ময়নাগুড়িতে ওই তরুণকে ধরে ফেলেন। তল্লাশি করতেই তার প্যান্টের দুই পকেট থেকে উদ্ধার হয় ১৯টি সোনার বিস্কুট। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

### কীভাবে এল

- ক্যারিয়ারের মাধ্যমে কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে এপারে ঢুকেছিল সোনাগুলি
- ধুবড়ির বাসিন্দা গৌরবকুমার সাহা সোনাগুলি নিয়ে বেসরকারি বাসে চাপে
- গোপন খবরের ভিত্তিতে ময়নাগুড়িতে তাকে আটক করে রাজস্ব গোয়েন্দারা
- গৌরবের প্যান্টের পকেট থেকে উদ্ধার হয় ১৯টি সোনার বিস্কুট
- ওই সোনার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৬৬ টাকা

কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিকের বক্তব্য, 'সোনা কাকে সরবরাহ করা হবে সেই বিষয়ে ধৃত দুই শহরের বেশ কয়েকজনের নাম বলেছে। তা তদন্ত করে দেখা হবে। অভিযুক্ত সোনার কোন বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। সোনার গায়ে ইউএই লেখা ছিল।'

অভিযোগ, বাড়তি লাভ রাখার জন্য সোনা ব্যবসায়ীদের একাংশ ঝুঁকি নিয়েই বিদেশি সোনার বিস্কুট লেনদেন করেন, যা মেনে নিয়েছেন সোনা ব্যবসায়ীরাই। হিলকার্ট রোডের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিজয় গুপ্তার কথায়, 'ব্যাংক থেকে সোনা কিনতে ব্যবসায়ীদের বেশি টাকা লাগে। সেক্ষেত্রে বাড়তি লাভ রাখতে অনেকটা কম দামে পাচারের সোনা কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, পাচারের সোনা গলিয়ে অলংকার তৈরি করার পর তাতে হলমার্ক দিয়ে দিলে, সেটা যে বিদেশি তা বোঝার জায়গা থাকে না।' বিজয়ের সংযোজন, 'পাচারের সোনা কেনার ঘটনা বহু বছর ধরে চলে আসছে। পাচারের সময় কোটি কোটি টাকার সোনার বিস্কুট গোয়েন্দারা বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু তারপরও পাচারের সোনার লেনদেনে ব্যবসায়ীদের একাংশ এত বেশি লাভ তুলে নেয়, যে ধরা পরা সোনার ক্ষতিও পুষিয়ে যায়।'

বিজেপি মহিলা মোর্চার তরফে শিলিগুড়ি থানায় বিক্ষোভ। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

# নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** নারী নির্যাতনের অভিযোগে পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ না করলে প্রতিটা থানায় লাগাতার বিক্ষোভ দেখানো হবে, হুমকি দিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনি পাত্র। আরজি কর ইস্যুতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থানায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে মহিলা মোর্চা। ওই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ফাল্গুনি বলেন, 'শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে নারী নির্যাতন চলছে। অথচ পুলিশ আইনের শাসন কার্যকর করছে না। বরং তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে ঘটনাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারই প্রতিবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। তাই পুলিশ নিজেদের সংশোধন না করলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিটি থানায় ধর্না কর্মসূচি পালিত হবে এবং তা চলবে লাগাতার।'

এদিন হাসমি চক থেকে মিছিল করে থানার সামনে পৌঁছান বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা। আগাম সতর্কতা হিসেবে থানার সামনে বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। যদিও কোনওরকম ঝামেলা চোখে পড়েনি। মহিলা মোর্চার তরফে এদিন একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনি ক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা প্রমুখ।

# বিএসএফ ও গ্রামবাসী বৈঠক

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** চোপড়ার অম্বিকানগর সীমান্ত চৌকিতে গ্রামবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিএসএফ-এর ১৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক প্রমুখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তে করতোয়া নদীর ভাঙনরোধ ও বর্মন বস্তি এলাকায় একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। ফজলুল বলেন, 'সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের একাংশকে কৃষিকাজের জন্য কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যেতে বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়তে হয়। সেইসব বিষয় নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।'

## ক্ষোভ লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে

# আবাস যোজনায় ১৬ জনের নাম

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ১৬ জনের। এ নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের তরফে জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, আবাস যোজনায় ঘরের জন্য ২০২২-'২৩ বর্ষে সমীক্ষা হয়েছিল। সমীক্ষার পর তৈরি করা হয়েছে চূড়ান্ত তালিকা। সেখানে ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ হাজার ৩০০ জনের নাম রয়েছে। আবাসের তালিকায় মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৯৪, দাসপাড়ার ৩৬০০, চোপড়ায় ২২০০ জনের নাম রয়েছে। অথচ লক্ষ্মীপুরের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা মাত্র ১৬। এই বিস্তর ফারাক নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বাসিন্দারাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলমের আক্ষেপ, 'চূড়ান্ত তালিকা ধরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে ফের আবাসের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দারা বঞ্চিত থেকে গেলেন।'

কেন এমন হল? লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২-'২৩ সালে যখন সমীক্ষা শুরু হয়, তখন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থা চলছিল। যে কারণে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। বহু উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মুস্তাফা কামালের বক্তব্য, 'আবাসের তালিকায় প্রাথমিকভাবে ২৫ জনের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ঝাড়াই বাছাই হয়েছে।'

> আবাসের তালিকায় প্রাথমিকভাবে ২৫ জনের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ঝাড়াই বাছাই হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথভিত্তিক সমীক্ষা শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখন অচলাবস্থার কারণে সেই কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
>
> **-মুস্তাফা কামাল**
> *সদস্য, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি*

তাঁর সংযোজন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথভিত্তিক সমীক্ষা শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখন অচলাবস্থার কারণে সেই কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। ইতিমধ্যে বিষয়টি বিডিও, জেলা শাসককে জানানো হয়েছে।' চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'লক্ষ্মীপুরের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

# গেট খোলা রাখার দাবি

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে কাওয়াখালি বাজারে যাতায়াতের রাস্তাটি বন্ধ করতে চায় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাদ সাধলেন বাসিন্দারা। এই গেট খোলা রাখার দাবিতে মঙ্গলবার তাঁরা গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকে স্পষ্ট জানানো হয়, নিরাপত্তার স্বার্থে স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মেনে এই গেট বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বৈঠকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দ সরকার বলেন, 'কাওয়াখালি এলাকার মানুষ অনেকাংশেই মেডিকেল নির্ভর। মেডিকেলে আসা প্রচুর রোগী ও তাঁদের পরিজন কাওয়াখালি বাজারে কেনাকাটা করেন। এই গেট বন্ধ করে দিলে এখানকার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ- সকলেই সমস্যায় পড়বেন। তাই অন্তত মোটরবাইক, সাইকেল যাতায়াতের জন্য গেট খোলা রাখা হোক।' দীর্ঘ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত হেঁটে যাতায়াতের জন্য গেট খোলা রাখা হবে। তবে, কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এজন্য গেটের মাঝে একটি লোহার পিলার বসিয়ে দেওয়া হবে। বৈঠকে উপস্থিত হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাটাই লক্ষ্য।

# ছিনতাইয়ের চেষ্টা

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** গলার হার ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ শিলিগুড়ির ভারতনগরে। মঙ্গলবার সকাল সওয়া দশটা নাগাদ দোকান থেকে কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা দীপালি বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর ষাটের দীপালি বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে তাঁর পরনের কাপড় টেনে ধরে কেউ। ছিনতাইয়ের চেষ্টার সন্দেহ হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে গলার হার আর কাপড় আঁকড়ে ধরেন। দীপালির দাবি, তারপর দেখেন দুজন বাইকে চেপে সজোরে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

# চার গোরু সহ ধৃত ২

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ অক্টোবর :** মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে চারটি গোরু উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় গোরু পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নামই মহম্মদ মিঠু এবং মজিবুল রহমান। দুজনেই চটহাটের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রের খবর, চালকের কাছে লাইভস্টক পরিবহণের কোনও বৈধ নথি ছিল না। গোরুবোঝাই গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এদিন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি ধূপগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

# শাস্তি চেয়ে মিছিল

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** কিশোরী ধর্ষণে অভিযুক্ত পিসেমশাইয়ের শাস্তির দাবিতে মিছিল করলেন গ্রামবাসী। মঙ্গলবার বিকেলে চোপড়া থানার দাসপাড়া এলাকায় মিছিলটি হয়েছে। পরে একটি পথসভাও করা হয়। মিছিলে স্থানীয়দের পাশাপাশি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য নেত্রী সুপ্রীতি ঘোষ মজুমদার, সিপিএমের চোপড়া-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার সহ অন্য বাম নেতারা ছিলেন।

সুপ্রীতি বলেন, 'রাজ্যজুড়ে মহিলাদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে। শিশুকন্যা-কিশোরীরাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এর মূল কারণ, দুষ্কৃতীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এতে তাদের সাহস বাড়ছে। চোপড়ার ঘটনায় যদি দোষী যথাযথ শাস্তি না পায়, তাহলে অপরাধীদের সাহস আরও বেড়ে যাবে।'

# জখম বৃদ্ধ

**বাগডোগরা, ২২ অক্টোবর :** চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন বৃদ্ধ। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ বাগডোগরার কাছে তাইপু চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। জখমের নাম দীপু লোহার (৬৪)। বাড়ি হাটখোলায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাগানে কাজ করছিলেন দীপু। সেই সময় তাঁর ওপর আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি চিতাবাঘ। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।'

# মদের ঠেকে আটক ৮

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** চোপড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় মদের ঠেকে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮ জনকে আটক করেছে পুলিশ। লাগাতার এধরনের অভিযান চালানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। অভিযোগ, চোপড়ার বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে মদের অবৈধ কারবার চলছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ জমছে। দাবি উঠেছে পদক্ষেপের।

# সংস্কারের পরই উঠছে পিচ, কাজে অসন্তোষ

মিঠুন ভট্টাচার্য

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** একদিকে চলছে সংস্কার। অপরদিকে দিনকয়েক আগেই দেওয়া পিচের প্রলেপ উঠতে শুরু করেছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া, ডেমডেমা বস্তির বাসিন্দারা। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা মেরামত হচ্ছে। বেঙ্গল সাফারি লাগোয়া এলাকা থেকে বেতগাড়া, ডেমডেমা, তরিবাড়ি মোড় হয়ে শালুগাড়া বাজারের কাছে এসে সেবক রোডে মিলিত হয়েছে রাস্তাটি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনকয়েক আগে সংস্কার শুরু হলেও ইতিমধ্যে বহু জায়গায় পিচ উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তার বেহাল অবস্থা চোখে পড়ল। বাইক বা অন্য দু'চাকার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলেই চাকার গভীর দাগ পড়ছে। স্থানীয় সুনীল মুন্ডা তো দাবি করে বসলেন, 'জোরে আঁচড় কাটলে বুঝতে পারবেন রাস্তার কী হাল।'

রাস্তার কাজের মান যাচাই করছেন বাসিন্দারা। বেতগাড়ায় মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

এই ইস্যুতে প্রতিবাদী এলাকার রোশন টুডু, বিজয় মাঝি, গড়িয়া মাঝিরা। তাঁদের অভিযোগ, অতি নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। রাস্তাটি খুব বেশিদিন টেকসই হবে না। বিজয় বরোয়ার নামের একজনের মন্তব্য, 'সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। কিছু জায়গায় রাস্তার পাশে নিকাশিনালা তৈরি করা হয়েছে, কিছু জায়গায় হয়নি। বৃষ্টি হলে ঘরবাড়িতে জল ঢোকে। আমার বাড়ি এবং আশপাশে সমস্যা বেশি।'

এদিকে, শিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে বলে দাবি ঠিকাদারি সংস্থার। সংস্থার কর্ণধার অসিত সরকারের যুক্তি, 'আমরা রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে রোড ব্লক করতে পারছি না। পিচ ঢালাই চলাকালীন রাস্তায় যানবাহন চলছে। স্কুল বাস, ট্র্যাক্টর চলতে থাকলে রাস্তার ক্ষতি তো হবেই।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম সাইবুর বলছিলেন, 'কয়েক বছর আগে রাস্তাটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে সংস্কার করা হয়েছিল। দপ্তরের কাজের শিডিউলের সঙ্গে জেলা পরিষদের কাজের শিডিউলের পার্থক্য রয়েছে। এর আগে পিচ ঢালাইয়ের ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। এবারে তা নেই। তাছাড়া সংস্কারের পর ওই রাস্তা পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না ঠিক হওয়ার জন্য।' এই কারণে গ্রামবাসী ভুল বুঝে থাকতে পারেন বলে মত অভিরামের।

এপ্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি সম্পর্কে গ্রামবাসী তাঁকে জানিয়েছে। তিনি বাস্তুকারকে পরিস্থিতি দেখতে বলেছেন।

বুধবার, ৬ কার্তিক ১৪৩১, ২৩ অক্টোবর ২০২৪

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৩ সংখ্যা

## দিগভ্রান্তির পরিণতি

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জুনিয়ার ডাক্তাররা সন্তুষ্ট নন। হওয়ার কথাও নয়। অথচ নবান্নের বৈঠককে নিষ্ফল বললেন না ওঁরা। বয়কটও করলেন না। তবে অনশনে ইতি টানলেন। সাফাই দিলেন, কারও ভয়ে কিংবা চাপে বা প্রশাসনের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নয়। এমন পদক্ষেপের কারণ আরজি কর মেডিকেলের নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা ও নাগরিক সমাজের আর্জি।

হতভাগ্য দম্পতির বক্তব্য সবাই শুনেছেন। কিন্তু নাগরিকদের কে বা কারা এমন আর্জি জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়নি। ফলে মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, আন্দোলনকারীদের কাছে 'এসকেপ রুট' হয়ে উঠল নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের আবেদন। কেননা, আগের দিনও জুনিয়ার ডাক্তারদের ঘোষিত শপথ ছিল, ১০ দফা দাবির প্রত্যেকটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে। চিকিৎসক ধর্মঘটের পথে পা বাড়ানোর অঙ্গীকারও ঘোষিত ছিল।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত দূরের কথা, সব ব্যাপারে উভয় পক্ষের সহমতের বার্তা পর্যন্ত শোনা যায়নি। শুধু ঠিক হয়েছে, রাজ্য স্তরে ও মেডিকেল কলেজে টাস্ক ফোর্স হবে। স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি স্বার্থে আরও নানা কমিটি হবে। সেই কমিটিতে কারা থাকবেন, তা নিয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে নানা ব্যবস্থার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেমন বিশ্রামকক্ষ, শৌচাগার, সিসিটিভি, রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

জুনিয়ার ডাক্তাররা শুধু ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে ফিরে সদম্ভে বলতে পেরেছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আশ্বাস আদায় করেছেন তাঁরা। ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে ওই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও জুনিয়ার ডাক্তাররা বুক ঠুকে বলতে পারলেন না, এই নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিই অনশন তুলে নেওয়ার প্রধান কারণ। এতদিনের ১০ দফা দাবির প্রত্যেকটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশনে অনড়ের শপথের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল।

ওইসব দাবির অন্যতম ছিল স্বাস্থ্যসচিবের পদ থেকে নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ। সেই দাবি যে পূরণ হওয়ার নয়, তা অত্যন্ত সরবে উচ্চারণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে যে ফাইল তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা, তা খোলার সুযোগ পর্যন্ত দেননি। উলটে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দাবি বা আন্দোলনের চাপ যতই হোক, সরকারকে সব ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না।

বরং থ্রেট কালচারের অভিযোগে আরজি করের ৪৭ জন ছাত্রের সাসপেনশনে সরকারের সায় নেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। উলটে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চাপ দিয়ে চিকিৎসককে ইস্তফা দিতে বাধ্য করার অভিযোগ তুলেছেন। সেটাকেই বরং থ্রেট কালচারের উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ বলতে দেওয়া হলেও মুখ্যসচিবের মুখ দিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে বলিয়ে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে পরিস্থিতির মোকাবিলায় কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেননি বৈঠকে হাজির আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা।

বরং আন্দোলন তৈরি করলে শেষ করতেও হয় বলে মমতার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক তরুণী চিকিৎসককে বলতে শোনা গিয়েছে, আন্দোলনের অনুপ্রেরণা তাঁরা পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। অন্য কর্মসূচির কথা বলে মমতা বৈঠক শেষ করে দিলে কার্যত শূন্য হাতে নবান্ন ছাড়তে হয়েছিল জুনিয়ার ডাক্তারদের। তাঁর ১৪ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে এই প্রথম শক্ত চ্যালেঞ্জকে সুকৌশলে মোকাবিলা করলেন মমতা।

আন্দোলন শুরুর পর প্রথমে তার যৌক্তিকতার পক্ষে সোচ্চার হওয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্নায় সশরীরে পৌঁছে যাওয়া, অনশনের ১৬ দিন পর্যন্ত নির্বিকার থাকা সেই কৌশলের একেকটি পদক্ষেপ। নাগরিক সমাজের বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাই দাবি অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অনশন তুলতে কার্যত বাধ্য হলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

## অমৃতধারা

আত্মিক জগতে একাগ্রতা আরও বেশি প্রয়োজন। এমন কোনও আত্মিক বাধাই নেই যা তীক্ষ্মমুখী একাগ্রতার সামনে ধসেনা পড়বে। যেমন ধর, চৈত্যপুরুষকে আবিষ্কার, অন্তর্যামীর সঙ্গে সাযুজ্যলাভ ও ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ – এই সব করা যায় যদি তীব্র অবিচলিত একাগ্রতা থাকে- কিন্তু একাগ্রতা অবশ্যই শিখতে হবে। পরলোকে কিংবা ঊর্ধ্বতন লোকে এমন কিছু নেই যাকে মানুষ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে জয় করতে না পারে। এই শক্তি থাকলে তুমি হতে পারবে সর্বশ্রেষ্ঠা অ্যাথলেট সর্বোত্তম ছাত্র, হতে পারবে প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, হতে পারবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু।

- শ্রীমা

### আলোচিত

মুখ্যমন্ত্রী বলার পর আজ হাইকোর্টে যা হল, তাতে যারা থ্রেট কালচার চালায়, তারা আরও বলীয়ান হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করে দেখুন, নির্যাতিতদের পক্ষে থাকবেন নাকি যারা নির্যাতন করছে তাদের সমর্থন করবেন। এতে নির্যাতনকারীরা আরও মনোবল পাবে।

- জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট

### ভাইরাল

ফাঁকা বাড়িতে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এক তরুণ। হঠাৎ আগমন তরুণীর বাবা-মায়ের। প্রেমিককে টিনের বাক্সে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেন তরুণী। জিনিসপত্র ছড়ানো দেখে সন্দেহ হয় বাবা-মায়ের। বাক্সের তালা খুলতে বলেন। খুলতেই বেরিয়ে আসেন তরুণ। মজার মন্তব্য ভাইরাল।

### আজ

**২০১২**

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**২০২৩**

আজকের দিনে প্রয়াত হন তারকা ক্রিকেটার বিষেন সিং বেদী।

## সোজা-সাপটা

**যুদ্ধের হাত ধরে এল মজুতদারি, মুনাফাবাজি এবং মহা মন্বন্তর। উনিশশো বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন দেখেছি, সুভাষচন্দ্রের কথা শুনেছি। দেখেছি তেতাল্লিশের মন্বন্তর। পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষে কম করে তিরিশ লক্ষ মানুষ মাছির মতো মরে গেল।**

# মিলিটারিদের মনোরঞ্জন থেকেই মূল্যবোধের ক্ষয়

**প্রফুল্ল রায়**

সে বছর পুজোর পর বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়েছি সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। আমাকে দেখেই বললেন, কী ব্যাপার, তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

বললাম, একটা চাকরি দরকার।

তুমি চাকরি করবে?

হ্যাঁ, কিন্তু দরখাস্ত করতে পারব না।

আশুতোষদা নিজেই খসখস করে দরখাস্ত লিখে দিলেন। কীসব মানুষ ছিলেন! কত উদার। এমন অমায়িক হৃদয়বান সাহিত্যিক আমি কম দেখেছি।

আশুতোষদা আমাকে নিয়ে গেলেন সম্পাদক সুকুমলকান্তি ঘোষের কাছে। যুগান্তর কাগজে ঢুকলাম। কথা দিতে হল, আমি অন্তত পাঁচ বছর যুগান্তর ছেড়ে যাব না। যাব কী— দু'দশকের বেশি কাটিয়ে দিয়েছি উলটে। চাকরির পাশাপাশি লেখালেখি চলছিল। সেইসঙ্গে সিনেমার জন্য চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করলাম। কী করব! টাকা তো চাই।

আমার কাছে ভূমি, মানুষ, সময়— তিনটি বিষয়ই ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রত্যেকেই এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের লেখাও কালোত্তীর্ণ। 'গণদেবতা' উপন্যাসে গ্রাম-ভারতের ছবি— তা তো সময় পেরিয়ে ক্লাসিক। তারাশঙ্করের চরিত্ররা গ্রাম-ভারত থেকে কলকারখানায় কাজ করতে যায়। কৃষি থেকে শিল্প। তাঁর লেখায় কালান্তরের অনবদ্য সব চিত্র। একজন কর্মকার যে দা বানাত গ্রামে, সে চলে যাচ্ছে শহরে ব্যবসা করতে। পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিত্র। আসছে বিজনেস কমিউনিটি— 'জলসাঘর' তো সে সব কথাই বলে, তাই না?

লিখতে যখন এসেছি, তখন ভাবতে হবে তো আমার পিছনে কারা আছেন—সেই ঐতিহ্যটাও ধরে রাখতে হবে। অন্তত চেষ্টা চালাতেই হবে। সমবয়সিরাও আমার মতোই একটা উথালপাতাল সময়কে দেখেছেন। একটা ক্রান্তিকালের সাক্ষী আমরা সবাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কী হল? কলকাতার যাতে পতন না হয় তার চেষ্টা ছিল। না হলে দেশ অক্ষশক্তির দখলে চলে যেত। শহরজুড়ে সে সময় মিলিটারি ব্যারাক।

আমাদের পূর্ববাংলায় মিলিটারি ছাউনি তৈরি হল, হাজারে হাজারে। এদের মনোরঞ্জনের জন্য খোলা হল বেশ্যালয়, মদের দোকান— সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয় তখন থেকেই। যুদ্ধের হাত ধরে এল মজুতদারি, মুনাফাবাজি এবং মানুষের তৈরি মহা মন্বন্তর। একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মনে আছে, বহু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গেল বোমার ভয়ে, শহর তখন শুনসান। উনিশশো বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন দেখেছি— সুভাষচন্দ্রের কথা শুনেছি। দেখেছি তেতাল্লিশের মন্বন্তর। পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষে কম করে তিরিশ লক্ষ মানুষ মাছির মতো মরে গেল। যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেল ঠিকই কিন্তু তার আগে বোমায় বোমায়

ইংল্যান্ড বিপর্যস্ত। ব্রিটিশরা হাজার হাজার মাইল দূরে ভারতীয় কলোনিতে প্রভুত্ব কায়েম রাখবে, না নিজেদের বিধ্বস্ত দেশ নতুন করে গড়ে তুলবে? অর্থনীতি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, হাজার হাজার তরুণ সৈনিক মারা গেছে। তারা স্থির করল, ভারতীয় নেতাদের হাতে এদেশের ভার তুলে দিয়ে চিরকালের মতো চলে যাবে। ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাধল সংঘাত। সেই সংঘাত চরমে পৌঁছাল। মনে পড়ে, জিন্না ছেচল্লিশের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিলেন। ষোলোই অগাস্ট 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'—দাঙ্গা। তা ছড়াল নোয়াখালি, বিহার, লাহোর, দিল্লি এবং পাঞ্জাবে। দাঙ্গায় কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেল। কত তরুণী ধর্ষিত হল, খুন হল, নিখোঁজ হল তার সঠিক সংখ্যা কোনও দিনই জানা যাবে না। এক বছর বাদে দেশভাগ। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ সীমান্তের ওপার থেকে এপারে চলে এল। আমরা রিফিউজি স্পেশাল ট্রেনে চেপে সর্বস্ব ফেলে শিয়ালদায় এসে নামলাম। অগুনতি উদ্বাস্তু চলে গিয়েছিল আসামে। তাদের অনেকেই উৎখাত হয়ে দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল হয়ে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। সব মিলিয়ে এখানকার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ পড়ল। পশ্চিমবঙ্গ ছোট্ট একটি অঙ্গরাজ্য, এত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে কীভাবে? জমি কোথায়? সেজন্য এদের অনেককে তখন আন্দামান, দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হল।

যেখান যেখানে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছে, আমি সেখানেই গিয়েছি। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম'। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন 'আলো নেই।' সত্যি বলতে, দেশভাগের পর সমাজের সকল স্তরেই ওলটপালট ঘটে গেছে। কত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি উত্থানও ঘটেছে অনেকের। একদা কামলাখাটা ভূমিহীন, নিরক্ষর মানুষের ছেলে পরে পড়তে গেছে আমেরিকায় কি কানাডায়। ধ্বংসের ঠিক পাশেই নির্মাণ। সত্যি, এক জীবনে কত কি-ই না দেখলাম।

১৯৬৭। আমার জীবন একটা বড় মোড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা গল্প লিখে চলে গেলাম সাগরদার কাছে, 'রাজা যায় রাজা আসে'। দেশ পত্রিকায় প্রথম দিকের গল্প লেখার গল্প পরে কখনও করব। সাতষট্টির আগে কিছুদিন পুরোপুরি ক্রিয়েটিভ লেখা ঠিকঠাক হচ্ছিল না। এখানে যাচ্ছি, ওখানে যাচ্ছি। বর্তমান মুম্বইতে ছিলাম, ফিল্মে কাজ করেছি, লেখালেখি করেছি। আসলে ওই সময় খুব টাকার দরকার ছিল। যেখানেই যাই না কেন, নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ১৯৫৯। তখন রিফিউজি সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হল দণ্ডকারণ্যে। আন্দামানের পর দণ্ডকারণ্য।

দণ্ডকারণ্য তো সামান্য এলাকা নয়। বর্তমানের অন্ধ্র, ওডিশা এবং মধ্যপ্রদেশের বিশাল এলাকাজুড়ে এর বিস্তার। কিন্তু অন্ধ্র বাদ দিয়ে মধ্যপ্রদেশ এবং ওডিশায় কিছু অংশ নিয়ে দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট। কলকাতা থেকে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সেখানে চলে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল উদ্বাস্তুদের কথা তো লিখবই, কিন্তু মূল লেখাটা লিখব ওখানকার গোন্ড উপজাতিদের নিয়ে। কারণ, ভারতীয় নানা জনজাতি, তারা পাহাড়েই থাক বা জঙ্গলে কিংবা দ্বীপে— তাদের সম্পর্কে আমার প্রভূত আগ্রহ। প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ চাইলেন, উদ্বাস্তুদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন যেন পাঠাই। সন্তোষদার কথা আমার কাছে ছিল আদেশ, কিন্তু নিয়ম করে রিপোর্ট পাঠাতে পারিনি, তবে এখানে এসে বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছে। দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে বড় আকারে কিছু লেখা হয়নি, না উদ্বাস্তুদের নিয়ে, না গোন্ডদের নিয়ে। সেটা আমার জীবনে একটা আক্ষেপের কারণ। আমার ইচ্ছা ছিল পুনরায় দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার এবং উপন্যাস লেখার।

জীবনটাকে বড় করে ব্যাপকভাবে না দেখলে তেমন লেখা হয় কি? পথ চলতে চলতে গল্পের আইডিয়া ভাবা আমার একটা অভ্যাস। একা একা না হাঁটলে কোনও লেখা আমার মাথায় আসে না। একবার একটা লোককে দেখলাম—বছর পঞ্চাশেক আগে, ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রস্টিটিউটের মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাপ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। সেই ব্রাহ্মণ বাস করতেন একা মজা নদীর ধারে। যাঁরা পিতৃতর্পণ করতে আসতেন, তাঁদের কাজ গুছিয়ে দিতেন। ঘাটের ভাঙা সিঁড়ির ফাঁকে চন্দ্রবোড়ার বাসা। কাছাকাছি একটা শ্মশানও রয়েছে। যে পুরোহিত ওখানে পারলৌকিক কাজ করাতে আসতেন, তিনি ত্যাজ্যপুত্র ব্রাহ্মণটিকে স্নেহ করতেন। তিনি যাতে কিছু বেশি টাকা বা চাল, ফল ইত্যাদি পান তার ব্যবস্থা করতেন।

একদিন পুরোহিত পিতৃতর্পণের কাজ করছেন। ব্রাহ্মণ সেজন্য বেদি সাজিয়ে দিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করছেন। মনটা তাঁর খুবই খারাপ। কারণ, সেদিনই খবর পেয়েছেন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে ক'দিন আগে। এদিকে, বাবা ত্যাজ্যপুত্র করে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর বাড়ি ফিরে যাবার উপায় নেই। অধিকার নেই। পিতৃতর্পণের পর পুরোহিত যাঁদের নিয়ে তর্পণ করাতে এসেছিলেন তাঁরা আতপ চাল, কলা, ঘি দিয়ে মেখে সেই পিণ্ড নদীতে রেখে আসেন। পুরোহিত চলে যাবার পর সেই পিণ্ড তুলে নিজের বাবার উদ্দেশে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে নিবেদন করেন সেই ব্রাহ্মণ। পুরোহিতের মুখে শুনে শুনে মন্ত্র মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই মন্ত্রপাঠ করেই তিনি পিণ্ড দিয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে নিয়েই লিখেছিলাম 'জন্মদাতা' নামে একটি গল্প।

পথ চলতে চলতে কত গল্প যে কতভাবে মাথায় এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেবারে বিহারে, ফরবেসগঞ্জ যাচ্ছি। এক গ্রামের পথে ভিখিরির মতো একটি লোককে দেখলাম। এককাঁধে ঝোলা আর ছেঁড়া পোশাক, তাও খুব ময়লা। আমার সঙ্গে চলেছে। বললাম, কোথায় যাচ্ছ? সে তখন কয়েক মাইল দূরে একটা নিমন্ত্রণ বাড়ি যাচ্ছে। কারওর মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল। শ্রাদ্ধ, বিয়ে, উপনয়ন, কোথায় কী হচ্ছে, সব খবর রাখে সে। ভোজবাড়ির অতিথি আপ্যায়ন শেষ হলে যে উচ্ছিষ্ট ফেলে দেওয়া হয়, সে তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। শ্রাদ্ধবাড়িতেও সেই কারণে যাচ্ছে। যেতে যেতে সে নানা সুখাদ্যের গল্প বলে যাচ্ছে। অসহ্য রোদ, দূরে একটা শ্মশান। সেখানে শকুন। লোকটি কুড়ি বছর আগে কী হয়েছিল, তা কতটা সুস্বাদু ছিল, বলছিল। এরপর ওকে ফেলে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছি আমি। হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি, লোকটি মাটিতে পড়ে আছে। উঠতে পারছে না, এতটা দুর্বল। এই দৃশ্য আর ওই লোকটিকে মনে রেখেই লিখেছিলাম 'ভোজ' গল্পটি। দূরে শকুন, লোকটি নিজেই এবার তার খাদ্য হয়ে যাবে।

এভাবেই চরিত্ররা উঠে এসেছে আমার কাহিনীতে। পাঠকদের মন ছুঁয়েছে। বলা ভালো, পাঠকরা আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে নিজেদের কাছের মানুষ ভেবেছেন, আপন করে নিয়েছেন। এই আমার সুখ। এই আমার প্রাপ্তি।

## জনমত

### কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বাংলা জানা আবশ্যিক

১৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে বাংলার ধ্রুপদি ভাষার সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ প্রসঙ্গে বলি, বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাষার অনেক পরে বাংলা ধ্রুপিদ সম্মান পেল। যদিও এশিয়ার মধ্যে বাংলা ভাষাই সবার প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ইউনেসকোর বিচারে বাংলা ভাষা পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা এবং রাষ্ট্রসংঘেও বর্তমানে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যাইহোক, ধ্রুপদি সম্মানপ্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষা যাতে টিকে থাকে এবং নতুন প্রজন্ম যাতে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদেরও বাংলা ভাষা জানা আবশ্যিক করা প্রয়োজন। যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের করণিক পদের চাকরির পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া থাকে, যে রাজ্যে নিযুক্ত হবেন সেই রাজ্যের ভাষা জানতে হবে, ঠিক তেমনি রেল, পোস্ট অফিস এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশনের প্রতিটি গ্রুপ সি পরীক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মতো স্থানীয় ভাষা জানার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অবশ্যই বাংলা সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ার আগ্রহ থাকা অবশ্যই দরকার।

**আশিস ঘোষ**
**পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

### মাতৃভাষাকে অবহেলা ঢুকছে নয়া প্রজন্মের মনে

মাতৃভাষা আসলে মায়ের মতো। আর তাই মাকে সম্মান জানালে কার না ভালো লাগে। বাংলা ভাষা সম্প্রতি যে ধ্রুপদি স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে এই ভাষাটাকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা খুশি হবেন, এমনটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সকাল-বিকেল উঠতে বসতে বাংলা ভাষাকে হ্যাটা করতেন এবং করেন, তাঁরা কি এই খবরে খুব একটা খুশি হবেন?

অনেকে এখন দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি, হিন্দি ভাষা মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা বলে থাকেন। এই জগাখিচুড়ি ভাষার ব্যাপারে আপত্তি করলে, তাঁরা সগর্বে বলেন, 'বাংলাটা ভালো জানি না'। লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলা না জানার জন্য তাঁদের কোনও আফসোস নেই, বরং বাংলা না জানার জন্য এক ধরনের অহংবোধ আছে। মাতৃভাষা ছাড়া আরও ভাষা জানা খুব ভালো কাজ।

শুধু ইংরেজি কেন, যদি স্প্যানিশ, ফরাসি, চিনা ভাষা সহ পৃথিবীর নানা ভাষা শিখে ফেলা যায়, তাতে লোকসান নেই বরং আখেরে লাভ আছে। কিন্তু অন্য ভাষা শিখতে হলে নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে হবে কেন? অনেক অভিভাবককে সন্তানকে উপদেশ দিতে শুনি, অন্য বিষয়গুলো বেশি জোর দিয়ে পড়ো, বাংলা নিয়ে পরীক্ষার দু'দিন আগে বসলেই হবে, কারণ ওতে পাশ করলেই যথেষ্ট। ছোটবেলাতেই ভাষার প্রতি এই মনোভাব শিশুর মনে ঢুকিয়ে দিলে নতুন প্রজন্ম ভাষাটাকে ভালোবাসবে কীভাবে?

আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার ইডিশ ভাষার লেখক। নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ইডিশ ভাষা

মৃতপ্রায় একটি ভাষা। তবুও সেই ভাষায় লেখার প্রতি তাঁর ছিল অসীম ভালোবাসা। মায়ের ভাষা যত ক্ষুদ্র হোক, তবু তাকে অনেকে ভালোবাসে। বাংলা ভাষার ধ্রুপদি স্বীকৃতি আনন্দের খবর, কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রতিনিয়ত যাতে অবহেলার ধুলো গায়ে মাখতে না হয়, সেটাই কামনা করি।

**অরিন্দম ঘোষ**
**শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।**

### জনপ্রিয় কুমার শানুর গান

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সারা বছর প্রতীক্ষার পর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। পাঁচদিনের এই পুজোকে ঘিরে কত না আয়োজন, সমারোহ, প্যান্ডেলের চাকচিক্য! তবে এর সঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয় তা হল কুমার শানুর গান। 'তুমি এলে না', 'কত যে সাগর নদী'- এই গান কিন্তু আজও নতুন। আর প্যান্ডেলে যখন এইসব গান বাজে বা দূর থেকে যখন এইসব গান শোনা যায় তখন মনে হয় হ্যাঁ সত্যিই দুর্গাপুজো। এইসব গান না বাজলে পুজোটাই যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিল্পীর কণ্ঠস্বরই মধু ঝরানো। তাঁদের গলায় পুজোকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের গান শুনতেও বেশ ভালো লাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমার শানুর সেইসব গান যেন আজও সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছে। তাঁর গলার স্বরের সেই সুরেলা কম্পন আজও হৃদয়ে গেঁথে থাকে। তাই এককথায় এই কথাটা বলাই যায় যে, পুজো এবং পুজো প্যান্ডেল মানেই কুমার শানুর গান।

**পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী**
**হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

### নিউ ময়নাগুড়ি থেকে যোগীঘোপা রেলপথে নিয়মিত ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গ ও অসমের রেলপথবিহীন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিউ ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা রেলপ্রকল্পের কল্যাণে রেল মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই পথে মালবাহী ট্রেন নিয়মিত চলছে। এনএফ রেলের আওতায় নতুন এই রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। আলিপুরদুয়ার জংশন ও রঙ্গিয়া জংশন স্টেশন এই রেলপথের আওতাধীন। এই রেলপথ দিয়ে নিউ কোচবিহার থেকে গুয়াহাটিগামী একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। দৈনিক ভোরবেলা নিউ কোচবিহার থেকে গুয়াহাটিগামী একটি ট্রেন পেলে কোচবিহার ও ধুবিড় জেলার ব্যাপক অংশের রেলযাত্রী বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

অপর একটি দাবি, ধুবিড় থেকে কলকাতাগামী একটি সুপারফাস্ট ট্রেনের দাবিও কোনও অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘকাল উপেক্ষিত। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রেল আধিকারিক ও জেলার ভারপ্রাপ্ত সাংসদ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছ।

**সঞ্জয় চক্রবর্তী**
**তুফানগঞ্জ নিউটাউন।**

### কমেন্টস লিখুন বাংলা হরফে

১৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত ধ্রুপদি ভাষা বাংলা প্রসঙ্গে চারটি সুচিন্তিত চিঠি পড়লাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় অধিকাংশ মন্তব্যের ভাষা বাংলা হলেও লিপি লেখা হয় ইংরেজিতে। এটা মোটেও ঠিক নয়। প্রথমত পড়তে ও বুঝতে অসুবিধে হয়। খাপছাড়া হয়ে পড়ে। কিছু অভ্যাস করলেই বাংলা লিপি লেখা যায়। প্রথমে একটু ভুল হলেও পরে সব ঠিক হয়ে যায়। বাংলা লিপি বা বর্ণ ব্যবহার করলে মন্তব্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

**রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।**

### শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি :** ২। পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। পরীক্ষার খাতায় নকল করা ৬। সোনার মতো চকচকে ৮। ডাল বেটে তৈরি, ওষুধও হতে পারে ৯। ফলের নাম ১১। তর্ক বিতর্ক বা বাদানুবাদ ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা ১৪। সমুদ্র মন্থনে যে ফুলগাছ উঠে আসে।

**উপর-নীচ :** ১। গায়ে পড়া ব্যক্তি ২। মধু ও মৌচাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। আকাশ পথে চলে এই যান ৪। যা সহজে পাওয়া যায় ৬। ফেলো___মাখো তেল ৭। ফুল অথবা চুলের ছাঁট ৮। ব্রাহ্মণ বালক ৯। মৌমাছির হুল ১০। রাজা রাবণের ছেলে ১১। এ পাখি ঘরেও থাকে বনেও থাকে ১২। বেতনের বিনিময়ে কাজ ১৩। মার্গসংগীতে যত সুর আছে।

**সমাধান ■ ৩৯৬৭**

**পাশাপাশি :** ১। মোলায়েম ৩। তাগাদা ৫। নিরাশাব্যঞ্জক ৬। জালিম ৭। হায়না ৯। ঘাতপ্রতিঘাত ১২। রসদ ১৩। টিপকল।
**উপর-নীচ :** ১। মোলাহেজা ২। ময়রা ৩। তালব্য ৪। দারক ৫। নিম ৭। হাত ৮। নাজেহাল ৯। ঘাগর ১০। প্রমাদ ১১। যাপটি।

### বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

### পুলকারে আগুন

মঙ্গলবার বিকালে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে একটি পুলকারে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। তড়িঘড়ি শিশুদের নামিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন আগুন আয়ত্তে আনেন।

### বাবা ও মেয়ের মৃত্যু

মঙ্গলবার সকালে কলকাতার বিটি রোডের চিড়িয়া মোড়ে ট্যাক্সির ধাক্কায় এক ব্যক্তি ও তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তি মেয়েকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন।

### দেহ উদ্ধার

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে একটি চায়ের দোকানে এক প্রৌঢ়ের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

### স্মারকলিপি

কলকাতা পুরসভার চিকিৎসক তপোব্রত রায়কে পুলিশি হেনস্তার প্রতিবাদে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল আইএমএ'র পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

## ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য

# ৯ জেলার স্কুলে চারদিন ছুটি

নির্মল ঘোষ

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে যে কোনও সময়ে পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝামাঝি কোনও জায়গায় আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'। দুর্যোগ মোকাবিলায় বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলার স্কুলে ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে আইসিডিএস সেন্টারগুলিও ওইসময় বন্ধ থাকবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বুধবার থেকে ফেরি চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে সাইক্লোন সেন্টারগুলিকেও। ইতিমধ্যেই দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। কৃষি দপ্তরও মাঠের ফসল দ্রুত কেটে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, 'ডানা' নামে ওই ঘূর্ণিঝড়টি যখন আছড়ে পড়বে, তখন তার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে জানান, এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার। এছাড়া পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে। এইসব জেলার কিছু কিছু জায়গায় ঝড়ের গতিবেগ ১০০ কিলোমিটারের বেশি হতে পারে। প্রবল হাওয়া ও বৃষ্টির ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। সাতজন প্রধান সচিবকে সাত জেলার পরিদর্শক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বাসিন্দাদের সতর্ক করে প্রচার শুরু হয়েছে। নীচু এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় ও সাইক্লোনিক সেন্টারে সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের নয় জেলায় স্কুল ও আইসিডিএস সেন্টারগুলিতে ছুটির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ছুটি থাকবে। রবিবার এমনিতেই সবকিছু ছুটি। অর্থাৎ স্কুল খুলবে সোমবার থেকে।

রাজ্য কৃষি দপ্তর থেকেও কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, কৃষকদের বলা হয়েছে মাঠের আউশ ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলেই দ্রুত তা যেন তুলে নেওয়া হয়। দরকার হলে 'কম্বাইন হারভেস্ট' মেশিনের সাহায্যে যেন দ্রুত ধান কেটে নেওয়া হয়। এছাড়া পেঁপে, কলা সহ বিভিন্ন ফল, সবজি, লংকা, পটল, কুমড়ো প্রভৃতি ফসল মাঠ থেকে দ্রুত তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে প্রচুর পানের বরজ আছে। পান চাষে ক্ষতি রুখতে জলনিকাশি ব্যবস্থা সঠিক করার কথা বলা হয়েছে। পানের বরজের মাচাও ঠিক করতে বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের 'বাংলা শস্য বিমা যোজনা'-য় আবেদন করতে বলা হয়েছে। তাতে তাঁরা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কৃষি দপ্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

'ডানা' দেখতে দিঘা সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে উৎসাহী মানুষের ভিড় বাড়ছে। যদিও স্থানীয় জেলা প্রশাসন থেকে পর্যটকদের বারবার সতর্ক করা হচ্ছে।

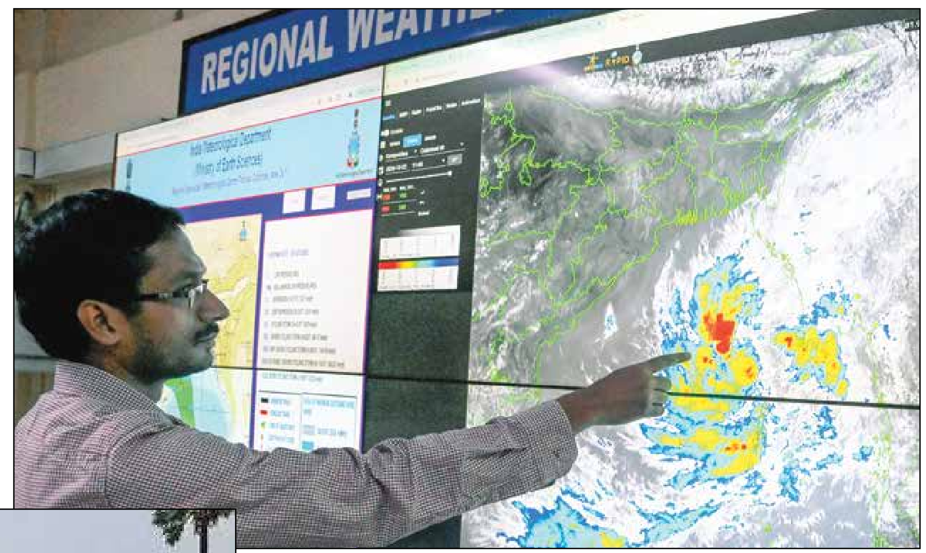


*কলকাতার আবহাওয়া দপ্তরে 'ডানা'র গতিপথ দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানী।*

**জারি সতর্কতা**

- উপকূলবর্তী এলাকায় বুধবার থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ
- পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী মজুত করা হয়েছে
- প্রস্তুত রাখা হয়েছে সাইক্লোন সেন্টারগুলিকেও
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম
- কৃষি দপ্তরও ফসল দ্রুত কেটে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে
- মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি

বহু ক্ষেত্রে হোটেলে ঘর ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না। পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশার পুরীর কাছাকাছি 'ডানা' আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পুরীর সমস্ত হোটেল থেকে পর্যটকদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীও সেই সমস্ত পর্যটককে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্যোগের সময় তিনি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন।

দুর্যোগের সময় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় পূর্ব রেলের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর দূরপাল্লা ও লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পুরীগামী ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাত্রীরা তাদের টিকিটের মূল্য ফেরত পাবেন। পাশাপাশি, লোকাল ট্রেনের ক্ষেত্রে রেল লাইনের পাশে গাছ কাটা হয়েছে, সরানো হয়েছে হোর্ডিং। পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

## বাংলাদেশের জলসীমা নিয়ে সতর্কতা মুখ্যমন্ত্রীর

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সময়ই এরাজ্যের মৎস্যজীবীরা জলসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের এলাকায় ঢুকে পড়েন। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৩৬ মৎস্যজীবীকে আটক করেছিল। সম্প্রতি আরও তিনটি ট্রলার বাংলাদেশে ঢুকে পড়ায় সেই ট্রলারের ৪৮ জন মৎস্যজীবীকেও আটক করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সতর্কতার সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু দেশ। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও ঝগড়া নেই। আমরা ওদের ভালোবাসি। একই ভাষায় কথা বলি। একই চালের ভাত খাই। একই পোশাক পরি। আশা করি বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও ভালো হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হলে অনেক কাজ হয়। যদিও বিষয়টি পররাষ্ট্রমন্ত্রকের, তাই আমি এর বেশি কিছু বলব না।' একই সঙ্গে ক্ষোভ মিশ্রিত গলায় বলেন, 'আমাদের উপকূলরক্ষীরা বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অথচ আমাদের মৎস্যজীবীদের ওরা আটক করে। মৎস্যজীবীরা অনেক সময় বড় ঝড় বা দুর্যোগ আসার জন্য দিগভ্রান্ত হয়ে চলে যান। তাই মৎস্যজীবীদের বলি, তাঁরা যেন সতর্কতার সঙ্গে মাছ ধরতে যান।'

# নির্যাতিতার বাবা-মা'র আর্জিতে শাহি সাক্ষাৎ

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** রাজ্য সফরে এসে কলকাতাতেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা, মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সব ঠিকঠাক থাকলে ২৭ অক্টোবর রাজ্যে আসার সম্ভাবনা অমিতের। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা'র আর্জিতে সাড়া দিয়ে সেই সময়েই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি। যদিও এই সাক্ষাতের সম্ভাবনার বিষয়ে রাজ্য বিজেপির তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। ২৩ ও ২৪ অক্টোবর সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু সম্ভবত ওই সময় রাজ্যে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সোমবারই প্রস্তাবিত সফর বাতিল করা হয়।

সূত্রের খবর, ২৬ অক্টোবর রাতে কলকাতায় ২ দিনের সফরে ফের আসার সম্ভাবনা অমিত শা'র। ২৭ অক্টোবর রাজ্যে বিজেপির দলীয় কমসূচিতে অংশ নিতে পারেন। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র ও দলের সদস্য তথা অভিযানের আহ্বায়ক শমীক ভট্টাচার্য একথা জানিয়েছেন। এদিন সকালে শা'র সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে মেইল করেছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখেছেন, 'আরজি করের ওই ঘটনার পর থেকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। অসহায় বোধ করছি। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, আপনার নির্দেশ ও সাহায্য আমাদের কাজে লাগবে।'

চিঠিতে নির্যাতিতার বাবা লিখেছেন, তিনি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন, অসহায় বোধ করছেন। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তাহলে কি তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তের প্রতি আস্থা হারিয়ে মানসিক চাপে পড়ছেন? তদন্তে সুবিচার পাওয়া নিয়ে সংশয় থেকেই কি তিনি অসহায় বোধ করছেন বলে কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেই তা জানাতে এই চিঠি লিখলেন? নাকি তিনি মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠক ও পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে তিনি আশা হারিয়ে বিজেপির শরণাপন্ন হতে চাইছেন? আপাতত, এই সব প্রশ্নের কোনও জবাব বিজেপি বা নির্যাতিতার বাবা দিতে চান না। চিঠির বিষয়ে স্বীকার করে শমীক বলেছেন, 'তিনি কী ভেবে চিঠি দিয়েছেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন। তবে আমরা সিবিআই তদন্তে আস্থা রাখি।'

# বাসের টিকিট বিক্রি নিয়ে চাপ

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** সরকারি পরিবহণে ভরতুকি কমাতে চাইছে রাজ্য সরকার। আগেও সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে বারবার বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার পরিবহণ দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিগমের কর্মীদের বেতনের ৯০ শতাংশ দায় বহন করবে রাজ্য সরকার। বাকি ১০ শতাংশ বাস চালিয়ে টিকিট বিক্রি করে কর্মীদের তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে কর্মীদের ওপর চাপ বৃদ্ধি হবে বলেই মনে করছে পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনগুলি। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম ও দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগম মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার কর্মী রয়েছেন। প্রতি মাসে তাঁদের বেতনের জন্য সরকারের ৯ থেকে ১০ কোটি টাকা খরচ হয়। নভেম্বর মাসের বেতন থেকেই তার ১০ শতাংশের কাটছাঁট করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'সরকারি পরিবহণ নিগমগুলির উদ্দেশ্য যাত্রী পরিষেবা দেওয়া। বাস চালিয়ে রোজগার করা নয়। বিধি অনুযায়ী বেতনের ৯০ শতাংশ রাজ্য সরকার ও ১০ শতাংশ টিকিট বিক্রি থেকে দেওয়ার কথা। কিন্তু করোনার সময় থেকে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার বেতনের ১০০ শতাংশই বহন করত। কিন্তু এবার থেকে আমরা পুরোনো নিয়মে ফিরে যাচ্ছি। অর্থাৎ ১০ শতাংশ টিকিট বিক্রি থেকে আয় করতে হবে।' যদিও রাজ্য সরকারের এই যুক্তি মানতে নারাজ সিটু। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, 'সরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলি যাত্রী পরিষেবার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। বাম আমলে কর্মীদের বেতনের ১০০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করত। কিন্তু বর্তমান সরকার মুনাফা করতেই ব্যস্ত। সেইজন্যই কর্মীদের কথা মাথায় না রেখে তারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কখনই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে দেওয়া যায় না। তাই সিটু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে।'

যদিও কর্মীদের বক্তব্য, টিকিট বিক্রির আয় থেকেই এখন বাসের

**লক্ষ্য ভর্তুকি হ্রাস**

জ্বালানির খরচ তুলতে হয়। গত চার বছরে তেলের দাম হু হু করে বেড়েছে। চার বছর আগে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ছিল ৬৫ টাকা। বর্তমানে তা ৯৫ টাকা। যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে বাসভাড়া বাড়ানো হয়নি। স্থায়ী কর্মীদের বদলে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করছে নিগম। এই পরিস্থিতিতে বেতনের ১০ শতাংশ নিশ্চিত করা কার্যত দিবাস্বপ্ন। কারণ, বাস চালিয়ে তেল ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তুলতে যথেষ্ট চাপ থাকে। এরপর অতিরিক্ত মুনাফা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

*আর কয়েকদিন পরেই আলোর উৎসব। তার আগে চলছে ঘর সাজানোর আলোর কেনাকাটা। মঙ্গলবার কলকাতায়। - পিটিআই*

## সিবিআই চাই

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ পটাশপুর কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবার। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তাঁর পরিবারের আবেদন, সিবিআই তদন্ত ও দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হোক। মঙ্গলবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে এই মামলার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ২৯ অক্টোবর মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

# হাইকোর্টে কুন্তল

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** সুপ্রিম কোর্টের নাকচের পর জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ। মঙ্গলবার পুজাবকাশকালীন বেঞ্চে তাঁর জামিনের মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ২৫ অক্টোবর মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। জামিন চেয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুন্তল। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাঁকে হাইকোর্টেই আবেদন জানাতে বলে। ৪ সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টকে এই মামলার নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি সুগত মজুমদারের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চ তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। ২৫ অক্টোবর বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমে নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানান কুন্তল। কিন্তু পরে এজলাস বদলের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ওএমআর কারচুপি ও চাকরিপ্রার্থীদের থেকে বেআইনিভাবে বিপুল টাকা তোলেন কুন্তল। সম্প্রতি প্রাথমিকের মামলায় জামিন পেয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য ও বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। এখন কুন্তলের মামলায় হাইকোর্ট কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।

# কর্মচারীদের ডিএ বাড়াতে পারে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** কেন্দ্রের পথে হেঁটে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আরও ২ থেকে ৩ শতাংশ বাড়াতে পারে রাজ্য সরকার। রাজ্যের কয়েক লক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এতে উপকৃত হবেন। ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘভাতার ফারাকের বিশেষ তারতম্য ঘটবে না। তবু রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের লাগাতার ক্ষোভ কিছুটা প্রশমনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে নবান্নের অর্থ দপ্তরে। মঙ্গলবার এমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ্মীপুজোর দিনই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নতুন করে আরও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এখন থেকে ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাবেন। এতে এরাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রের ফারাক দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। ছুটির আবহের মধ্যেই কেন্দ্রের এই ঘোষণায় এরাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের লাগাতার ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই আরও বেড়ে যায়। এমনিতেই বহুকাল ধরে কেন্দ্রের হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে এরাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা বিক্ষোভ ও আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। নতুন করে এই অবস্থায় পড়ে তাঁরা আবার প্রকাশ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে এদিন কর্মচারী সংগঠন সূত্রের খবর।

দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবার ২ থেকে ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বলে নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর। কালীপুজো, দেওয়ালি ও ছটপুজোর উপহার হিসেবে সরকার থেকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রস্তুতি নেওয়া হলেও রাজ্যে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন তাতে বাদ সেধেছে। উপনির্বাচন মিটলে সরকার তা ঘোষণা করতে পারে বলে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক এদিন নবান্নে জানান।

গত সোমবার পুজোর পর রাজ্যে সরকারি অফিস খোলার পর ক্ষোভ নিয়েই কর্মচারীরা কাজে যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যের সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মচারীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে তারা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন, কর্মচারীদের হকের পাওনা দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। পুজোর ছুটি বাড়িয়ে কর্মচারীদের ক্ষোভ কমানো যাবে না। তাঁরা ২৯ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে সব অফিস ও দপ্তরে ২ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করবেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ চৌধুরী বলেন, 'ক্ষোভ আমাদের আছেই। বিক্ষোভ চলছে এই নিয়ে।'

# আইএসএফের প্রার্থী

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** উপনির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিল নৌশাদ সিদ্দিকীর দল আইএসএফ। এই আসনে আইনজীবী পিয়ারুল ইসলামকে প্রার্থী করা হয়েছে। বামেদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে শেষমুহূর্তে এসে জোট ভেস্তে যাওয়ার পর অতিবাম সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে বামফ্রন্টের। লোকসভা নির্বাচনে আইএসএফ ও সিপিএমের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকলেও শেষপর্যন্ত উপনির্বাচনে দুই তরফ সমঝোতার পথে হেঁটেছে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর একেবারে শেষমুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বামেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ততক্ষণে প্রার্থীতালিকা প্রায় ঘোষণার পথে। সিপিএম রাজি থাকলেও শরিক ফরোয়ার্ড ব্লককে কোচবিহারের সিতাই আসনটির জন্য রাজি করানো যায়নি। একেবারে শেষমুহূর্তে এসে প্রদেশ সভাপতির আবেদনেও সমঝোতা হয়নি। আইএসএফের সঙ্গেও কথাবার্তার পর হাড়োয়া আসনটি তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

## প্রচারে তারকা

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** রাজ্যের ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনে জমা দিল তৃণমূল। তালিকায় প্রথম নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও দ্বিতীয় নাম দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

## বোমাতঙ্ক

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** ফের বিমানে বোমাতঙ্ক। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে পুনেগামী একটি বিমানে বোমাতঙ্কে তুমুল আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ফলে আকাসা এয়ারওয়েজের এই বিমানটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করাতে হয়। তবে বিমানে কিছু পাওয়া যায়নি।

# ৬ জেলায় স্থগিত আবাস যোজনার সার্ভে

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** রাজ্যে আসন্ন ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনে বাহিনী মোতায়েনের ব্লু প্রিন্ট চূড়ান্ত করে ফেলল কমিশন। বাহিনী বিন্যাস অনুযায়ী বাঁকুড়ার তালড্যাংরাতে সর্বোচ্চ ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। মাত্র ১০ কোম্পানি বাহিনী থাকছে নৈহাটিতে। এদিকে, যে ৬ বিধানসভায় উপনির্বাচন রয়েছে, সেইসব বিধানসভা সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে নির্বাচন না মেটা পর্যন্ত 'বাংলা আবাস যোজনা'র কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তবে আলিপুরদুয়ার জেলার অধীন মাদারিহাট বিধানসভা এলাকা ও উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা বাদে রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে এই কাজ চালু থাকবে।

১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ আসনে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা চলছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে ৫ কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ভোটের দিন ৬ কেন্দ্রের বাহিনী মোতায়েনের নকশা চূড়ান্ত হল। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের দিন মোট ৮৪ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে কোচবিহারের সিতাই ও মেদিনীপুরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৬ কোম্পানি। মাদারিহাটের জন্য ১৪ কোম্পানি, তালড্যাংরার জন্য ১৮ কোম্পানি, হাড়োয়ার জন্য ১৫ কোম্পানি ও নৈহাটিতে ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। সোমবারই ভোটের দিন প্রতি বুথে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের দাবি জানিয়েছিল বিজেপি। সেই দাবি

মেনেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন কলকাতায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে আইজি সিআরপিএফ বীরেন্দ্রকুমার শর্মা, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ শর্মা সহ ৫ কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইও আরিজ আফতাব। সেখানেই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

সোমবার ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া 'বাংলা আবাস যোজনা'র বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ নিয়ে কমিশনে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। অভিযোগ ছিল, উপনির্বাচন ঘোষণার পর এই সমীক্ষায় নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে। তাই অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে চেয়ে কমিশনের কাছে ছাড় চেয়েছিল রাজ্য। এদিন রাজ্যের আর্জি ও বিজেপির দাবি খতিয়ে দেখে কিছু জেলা ও আদর্শ আচরণবিধির অধীন এলাকাগুলিতে আপাতত এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিল কমিশন। এর ফলে ভোট না মেটা পর্যন্ত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত থাকবে। আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বিধানসভা এলাকার অংশ এবং উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও হাড়োয়া বিধানসভার অংশেও এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত থাকবে। তবে ওই দুটি জেলার বাকি এলাকা সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় প্রকল্পের কাজে কোনও বাধা নেই।

# প্রবল ধসে নিশ্চিহ্ন লাচেনের পথ

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ধসে স্বপ্নভঙ্গ।

শীতকালীন পর্যটনে উত্তর সিকিম থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠবে, এমন প্রত্যাশা যখন বাড়ছিল তখনই বিপদ ঘনাল পথে। ধসের জেরে তলিয়ে গেল চুংথাংয়ের মুনসিথাংয়ের রাস্তা। ফলে নতুন করে সিকিমের বাকি অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লাচেন। ধসের জেরে একাধিক বিদ্যুৎ এবং টেলি যোগাযোগের পোল উপড়ে পড়ায় তা নতুন বিপদ ডেকে এনেছে চুংথাং, লাচেনের বাসিন্দাদের সামনে। ধসের ব্যপ্তি এবং ক্ষতি এতটাই যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কতদিন লাগতে পারে, তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না মংগন জেলা প্রশাসন।

লাচেন-মংগনের বিধায়ক সামদুপ লেপচা বলছেন, 'ট্যুরিস্ট পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে যখন পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, তখনই এমন বিপর্যয় ঘটল। এই সময় রাস্তা পুনর্গঠনে আমরা জোর দিচ্ছি। লাচেনের বাসিন্দাদের যাতে বড় কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাংয়ের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলেও তিনি জানান।

মঙ্গলেই অমঙ্গল। গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল উত্তর সিকিম। এক বছর

> ট্যুরিস্ট পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে যখন পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, তখনই এমন বিপর্যয় ঘটল। এই সময় রাস্তা পুনর্গঠনে আমরা জোর দিচ্ছি। লাচেনের বাসিন্দাদের যাতে বড় কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।
>
> **সামদুপ লেপচা,** বিধায়ক লাচেন-মংগন

পেরিয়েও সেই ক্ষত শুকোয়নি। কিন্তু পর্যটনের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনিক তরফে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল। ২৫ অক্টোবর পর্যটক প্রবেশে উত্তর সিকিম থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে সমস্ত পরিকল্পনা-প্রস্তুতি চাপা পড়ে যায় ধসের মাটি-পাথরে। এদিন প্রাথমিক পর্বে স্বাভাবিক ধসের মতো মাটি-পাথর গড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু ১০-১৫ মিনিট পর থেকেই তা ব্যাপক আকার নেয়। এই পর্যায়েই চুংথাং এবং লাচেনের সংযোগকারী মুনসিথাংয়ের রাস্তাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সিকিম থেকে নতুন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে উত্তর সিকিমের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র লাচেন। ফলে সিকিম পাহাড়ের পর্যটন যে নতুন করে ধাক্কা খেল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পর্যটনের মতো ধাক্কা লেগেছে স্থানীয় জনজীবনেও। এর মূলেই

মুনসিথাংয়ে ধস। মঙ্গলবার।

রয়েছে বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের পোল উপড়ে পড়া। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় নতুন করে বিপর্যয়ের মুখে পড়লেও লাচেন এবং মুনসিথাংয়ের বাসিন্দারা সাহায্যের জন্য অন্যত্র থাকা আত্মীয় এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে পারছেন না।

চুংথাং-মংগন হয়ে গ্যাংটকের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় কীভাবে তাঁরা খাদ্যসামগ্রী বা আনাজ সংগ্রহ করবেন, তা বুঝতে পারছেন না। পাহাড় কেটে নতুন করে রাস্তা তৈরি ছাড়া যে যোগাযোগের অন্য কোনও পথ নেই, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন মংগন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। পাশাপাশি, রাস্তা তৈরি না হলে যে বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের পোল স্থাপন অসম্ভব, তাও স্পষ্ট।

ব্যাপকতায় ধসটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। বর্তমানে প্রবল বর্ষণ তো দূরের কথা, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হচ্ছে না এলাকায়। বরং উত্তর সিকিমের থাংগুতে ইতিমধ্যে তুষারপাত ঘটে গিয়েছে। এরপরেও কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, ধস, রাস্তা তৈরি, লাচেনের বাসিন্দাদের ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার মতো বিষয়গুলি নিয়ে এদিন জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং। ধসের কারণ খতিয়ে দেখতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য নেওয়া হবে।

## স্বাস্থ্যসাথী

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু কয়েক মাস ধরে সরকারিভাবে স্বাস্থ্যসাথী খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন সংস্থা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দামি ওষুধ, ইমপ্ল্যান্ট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, কিছু ইমপ্ল্যান্ট এখনও আসছে। সেগুলিও নভেম্বর মাস থেকে আর না দেওয়ার কথা জানিয়েছে বেসরকারি সংস্থা।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে সুপারের বক্তব্য, 'রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত ওষুধ, ইনসুলিন বর্তমানে ফার্মাসিতে রয়েছে। কিছু ওষুধ ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।'

মঙ্গলবার ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে শালুগাড়ার বাসিন্দা তন্ময় বড়ুয়া বললেন, 'ডাক্তার দেখানোর পর ফার্মাসিতে ওষুধের জন্য লাইন দিয়েছিলাম। সেখান থেকে বলা হল ওষুধের স্টক শেষ। বাইরে থেকে কিনে নিন। এর পরে সেখানকার একজন কর্মী ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে খোঁজ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাই এখানে দাঁড়িয়েছি।'

একই লাইনে দাঁড়িয়ে মাটিগাড়ার সন্ধ্যা মণ্ডল বললেন, 'আমি বরাবর এখান থেকেই ওষুধ কিনি। কেননা আমার প্রয়োজনীয় ওষুধ ফার্মাসি থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায় না।'

অর্থাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করলেও ফার্মাসিতে সমস্ত ওষুধের জোগান নেই, তা স্পষ্ট হচ্ছিল ন্যায্যমূল্যের দোকানে লাইন দেখে।

## টোপ ডাক্তারের

*প্রথম পাতার পর*

কর্মীদের একাংশ এই চক্রে যুক্ত না থাকলে এভাবে রোগীকে ফুঁসলিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় দালালদের পক্ষে।

দালালচক্রে যে ডাক্তারদের একাংশ রয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল মঙ্গলবার। এদিন শীতলকুচি থেকে যামিনী দাস তাঁর স্ত্রী সীতা নমদাসকে নিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের প্লাস্টিক সার্জনকে দেখাতে এসেছিলেন। ডাক্তার দেখানোর পর বাইরে করিডরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন যামিনী। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'ছ'মাস আগে স্ত্রীর বাঁ পায়ের উরুর কিছুটা অংশ পুড়ে গিয়েছিল। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে টানা চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়েছিল। তবে, পুরোপুরি সুস্থ করার জন্য এখন প্লাস্টিক সার্জারি করা প্রয়োজন। দিনহাটা হাসপাতালের চিকিৎসকরাই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে রেফার করেন। কিন্তু এখানেও নাকি তা হবে না।'

এদিন মেডিকেলে এসে স্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসককে দেখান যামিনী। তাঁর কথায়, 'ডাক্তার দেখার পরই বললেন, সরকারি হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি করতে হলে দেড়-দু'মাসও লেগে যেতে পারে। আপনার স্ত্রীর দ্রুত অপারেশন করতে হবে। নার্সিংহোমে করিয়ে নিন। ৫০ হাজার টাকার প্যাকেজে আমিই অপারেশন করে দেব।' এরপরই ওই পরিবারকে একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে শুক্রবার যোগাযোগ করতে বলা হয়।

সাইকেলে ফেরি করে মাছ বিক্রি করেন যামিনী। দিন আনি দিন খাইয়ের সংসার। 'অত টাকা খরচ করে অপারেশন করাব কীভাবে? কে দেবে আমাকে অত টাকা?' প্রশ্ন তুলছেন তিনি। সীতার কথায়, 'ভেবেছিলাম, সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় সমস্তটা হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার তো ৫০ হাজার টাকা চাইছেন। এখন কী করব বুঝতেই পারছি না।'

# পিবিইউতে উপাচার্য পদে জোর টক্কর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** একজন বর্তমান উপাচার্য, তিনজন প্রাক্তন উপাচার্য, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক- মঙ্গলবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সার্চ কমিটির কাছে ইন্টারভিউ দিলেন একের পর এক নামী অধ্যাপকরা। কলকাতার বাইপাস এলাকার একটি বিলাসবহুল হোটেলে ইন্টারভিউ হয়। সূত্রের খবর, সেখানে ডাক পেয়েছিলেন মোট ১৭ জন প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চানন বর্মা ছাড়াও এদিন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে ইন্টারভিউ হয়েছে।

সূত্রের খবর, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মহেন্দ্রনাথ রায় এবং হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য রূপকুমার বর্মন ইন্টারভিউ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক প্রণব ঘোষ, জীববিদ্যার অধ্যাপক অর্ণব সেনও প্রার্থী হিসাবে ইন্টারভিউতে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকও এদিন ইন্টারভিউ দিয়েছেন। নেতাজি সুভাষ এবং মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক এদিন ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তাঁদের একজন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য পদে রয়েছেন।

ইন্টারভিউতে উপস্থিত এক প্রার্থীর কথায়, 'সার্চ কমিটির চেয়ারম্যান ইউইউ ললিত ইন্টারভিউতে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারভিউ হয়েছে। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় আমরা সন্তুষ্ট।' আর এক প্রার্থীর বক্তব্য, 'প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছি। দশটির বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে আমাকে। আমি বহু ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করেছি। এবার নিজে প্রার্থী হিসাবে ইন্টারভিউ দেওয়ার ব্যাপারটা উপভোগ করেছি।'

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামাডোল এখনও মেটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ার মুখে। তার উপর স্থায়ী রেজিস্ট্রারকে সাসপেন্ড করার ফরমানে হাইকোর্টে মামলা ঝুলছে। কাগজে-কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে দুজন রেজিস্ট্রার। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকায় উপাচার্য নিযুক্ত রেজিস্ট্রাররাও কাজ করতে পারছেন না। পরপর দুজন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ করেছিলেন নিখিল।

দুজনই ইস্তফা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন থেকে পূর্ণ সময় কাজ করছেন না শিক্ষাকর্মীদের একটা বড় অংশ। এই পরিস্থিতিতে যিনিই উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হবেন তাঁকে পরিস্থিতি সামলাতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হবে। যদিও নতুন উপাচার্য এলে সমস্যা মিটবে বলেই মনে করছেন বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদ। তাঁর কথায়, 'শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থায়ী উপাচার্য প্রয়োজন। আমরা আশাবাদী নতুন উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিন যাঁরা ইন্টারভিউ দিয়েছেন তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। এক অধ্যাপকের বক্তব্য, 'ইন্টারভিউ শেষে কয়েকজন মিলে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম। আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম।

**প্রার্থী যাঁরা**

- পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে ইন্টারভিউ দিলেন ১৬ জন
- একজন বর্তমান উপাচার্য, তিনজন প্রাক্তন উপাচার্য ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক প্রার্থী
- ইন্টারভিউতে উপস্থিত সার্চ কমিটির চেয়ারম্যান ইউইউ ললিত
- পিবিইউতে উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধে কার্যত অচলাবস্থা চলছে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সামলাতে বেগ পাবেন নয়া উপাচার্য

এটা ঠিকই, আমাদের মধ্যে যিনিই উপাচার্য হবেন তাঁকে ভুগতে হবে।' আর এক অধ্যাপক অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসাবে নানা সমস্যা সামলাতে হয়। ইগোর লড়াইয়ে না গিয়ে দায়িত্ব পেলে সবার সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটাব।'

তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, স্থায়ী উপাচার্য এলে বহু সমস্যা এমনিই মিটে যাবে বলেই মত ওয়েবকুপার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সাবলু বর্মনের। তিনি বলেন, 'নতুন উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখছি। নতুন উপাচার্য এলেই সব প্রতিবন্ধকতা কেটে যাবে বলেই আমরা আশাবাদী।'

সূত্রের খবর, উত্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সবথেকে বেশি প্রার্থী ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যেই কাউকে উপাচার্য হিসাবে বাছা হতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, সার্চ কমিটির পাঠানো তালিকা থেকে উপাচার্য নিয়োগে পছন্দের মতামত রাজ্যপালকে জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতোই পদক্ষেপ হবে।

সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে কাজ হলেও উপাচার্য নিয়োগে রাজনৈতিক পছন্দ, অপছন্দ যে একেবারেই কাজ করবে না তেমনটা মানতে নারাজ শিক্ষাবিদদের অনেকেই। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সুর চড়িয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা কোচবিহারে রাজনৈতিক ইস্যু হয়েছে।

## জেলার খেলা

শিলিগুড়ি স্কুল খো খো দল।

### শিলিগুড়ির নেতৃত্বে শর্মিষ্ঠা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** রাজ্য স্কুল খো খো-য় শিলিগুড়ির অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের দলের নেতৃত্ব দেবে শর্মিষ্ঠা সিংহ। শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য মঙ্গলবার অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার সঙ্গে ১২ সদস্যের দলও জানিয়ে দিয়েছেন। দলে শর্মিষ্ঠা ছাড়াও রয়েছে বর্ণালি রায়, অনিন্দিতা বর্মন, প্রাচী সিংহ, কৃষ্ণা সিংহ, শোভা রায়, রিয়া সিংহ, উন্নতি রায়, রীতিকা লাকড়া, কৃত্তিকা লিম্বু, সংগীতা বর্মন ও খুশি রায়। কোচ করা হয়েছে নরোত্তম সাহাকে। ম্যানেজার সৌরভ সূত্রধর ও শিল্পী রায়। পূর্ব বর্ধমানের আসানসোলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্য স্কুল খো খো অনুষ্ঠিত হবে।

### জোড়া জয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ওড়িশার সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পূর্বাঞ্চল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে তৃতীয় রাউন্ডে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। সোমবার তারা দুর্গের হেমচাঁদ যাদব বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিলাইয়ের সিএসভিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জিতেছে। দুই ম্যাচেই সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ও ডাবলসে অরিত্রি-সায়ন্তনী ভাওয়াল জয় এনে দিয়েছেন। এনবিইউয়ের কোচ রাহুল দে বলেছেন, 'গতবছর আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে ভিবিএস পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নিয়েছিলাম। এবারও আমাদের অর্ধে ভিবিএস রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব গতবারের হারের বদলা নেওয়ার।'

### বাতিল ট্রেন

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র আছড়ে পড়ার আশঙ্কা প্রভাব ফেলল ট্রেন চলাচলে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব উত্তরবঙ্গ বা উত্তর-পূর্ব ভারতে পড়ার সম্ভাবনা না থাকলেও, দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ছাড়বে না কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, শিলচর-সেকেন্দ্রাবাদ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার বাতিল করা হয়েছে এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেছেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

### শোভাযাত্রা

**কিশনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** কিশনগঞ্জ শহরে মঙ্গলবার হিন্দু স্বাভিমান যাত্রায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। স্থানীয় ভূতনাথ গোশালা শিব মন্দির চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্থানীয় গান্ধি চকে শেষ হয়।

## ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে জেপিসিতে ধুন্ধুমার

# ভাঙা বোতলে হাত কাটল কল্যাণের

নবনীতা মণ্ডল

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকে মঙ্গলবার তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজেপি সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রবল তর্ক-বিতর্ক চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে একটি কাচের বোতল টেবিলে মেরে ভেঙে ফেলেন। ভাঙা কাচের টুকরোয় তাঁর হাতও কেটে যায়।

চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৪টি সেলাই দিতে হয়েছে। পরে তৃণমূল সাংসদকে অসংসদীয় আচরণের জন্য ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসির পরবর্তী বৈঠক থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কল্যাণের আচরণের কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি। জেপিসির চেয়ারম্যান বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের দাবি, শুধু বোতল ভাঙা নন, বোতলও ছুড়েছেন কল্যাণ। এর জেরে তাঁর চোখে আঘাত লাগতে পারত।

বিজেপি সাংসদ বলেন, 'উনি যেভাবে বোতল ছুড়েছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার সামনে বোতলটি পড়ে গিয়েছিল। আমার দিকে যেভাবে বোতল ছোড়া হয়েছে তাতে চোখে আঘাত লাগতে পারত। এত রাগী মানুষ সাংসদ হতে পারেন না। যা করেছেন, সেটা অপরাধ।'

সূত্রের খবর, বৈঠকের সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে তিনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে তেড়ে যান। বৈঠক মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। আহত কল্যাণকে মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং আপের সঞ্জয় সিং

> দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি এই ধরনের অসংসদীয় আচরণ করতে কোনও সাংসদকে দেখিনি। আজ কাচের বোতল ভেঙে ছোড়া হয়েছে, কাল বৈঠকে রিভলভার নিয়েও ঢুকতে পারেন।
>
> **-জগদম্বিকা পাল**
> যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান

সভাকক্ষের বাইরে নিয়ে যান।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীরা শুরু থেকে আপত্তি জানাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, এই বিল সংবিধান বিরোধী। এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবে। বিরোধীদের দাবি, বিলটি পাশ হলে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা কমে গিয়ে তা জেলা প্রশাসকের হাতে চলে যাবে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকর। বিরোধীদের প্রবল বাধায় ৮ অগাস্ট লোকসভায় বিলটি পেশ হলেও তা পাশ করানো সম্ভব হয়নি। সংশোধনের জন্য বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।

এদিনের বৈঠকে অশান্তির কারণে সংবিধানের ৩৭৪ নম্বর ধারার অধীনে সাসপেনশন প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হয়। যেখানে ৯ জন সাংসদ কল্যাণের সাসপেনশনের পক্ষে এবং ৭ জন বিপক্ষে ভোট দেন। প্রাথমিকভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যৌথ সংসদীয় কমিটির সব বৈঠক থেকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব উঠলেও পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শুধু একটি বৈঠক থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, বৈঠকের সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতি অশালীন মন্তব্য করেছেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করবেন।

যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল জানিয়েছেন, ২৮ তারিখের বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর কথায়, 'দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি এই ধরনের অসংসদীয় আচরণ করতে কোনও সাংসদকে দেখিনি। আজ কাচের বোতল ভেঙে ছোড়া হয়েছে, কাল বৈঠকে রিভলভার নিয়েও ঢুকতে পারেন।' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য, 'মিটিং-এর ভিতরের খবর বাইরে প্রকাশ করা উচিত হবে না' বলে মন্তব্য করেছেন।

## নালা বন্ধ

*প্রথম পাতার পর*

অনুপমের কথায়, 'যে নালার ওপর দোকান হয়েছে, সেই নালাটির আউটলেট মার্কেটের পেছন দিকে রয়েছে। বৃষ্টি হলে নালা দিয়ে জল ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নালার সঙ্গে মিশে বেরিয়ে যেত। কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্সিলার সেই আউটলেট বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই কারণে বৃষ্টির জল মার্কেট থেকে বের হয় না। উলটে ওয়ার্ডের জল মার্কেটে ঢুকে পড়ছে।' যদিও সচিবের তোলা অভিযোগ মানতে রাজি হননি দিলীপ বর্মন। তাঁর কথায়, 'আমার ওয়ার্ডের জল মার্কেটের ভেতর ঢোকে না। তাছাড়া, মার্কেটের জল আমরা ওয়ার্ডে ঢুকতে দেব না। মার্কেটে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। সেখানে মার্কেট কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিকাশি ব্যবস্থা ভালো করুক।

## প্রার্থী ঘোষণা

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** আসন্ন উপনির্বাচনে এরাজ্যে বামেদের সঙ্গে জোট হল না কংগ্রেসের। আগেই তো ৬টি আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দিয়েছিল বামেরা। মঙ্গলবার রাতে সব আসনেই প্রার্থীর নাম জানিয়ে দিল কংগ্রেসও।

সিতাইয়ে হরিহর রায় সিংহ, মাদারিহাটে বিকাশ চম্প্রমারি, নৈহাটিতে পরেশনাথ সরকার, হাড়োয়ায় হাবিব রেজা চৌধুরী, মেদিনীপুরে শ্যামলকুমার ঘোষ ও তালড্যাংরায় তুষারকান্তি সন্নিগ্রাহী হাতচিহ্নে ভোটে লড়বেন।

## সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের প্রভাব জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে

# ৩২৭ কোটি ক্ষতির রিপোর্ট পেশ

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তা-৫ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা। বিমা সংস্থাকে এই ক্ষতির খতিয়ান দিয়েছে ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন বা এনএইচপিসি। তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে প্রকল্পটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন বন্ধ থাকার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে, তা উল্লেখ করে মঙ্গলবার রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সংস্থার এক আধিকারিক বলছেন, 'গত বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই ৫১০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি বন্ধ। একেই প্রকল্পটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে উৎপাদন বন্ধ থাকায় প্রত্যেকদিন ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। সবমিলিয়ে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ ৩২৭.৬৭ কোটি টাকা।'

সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয় এবং তার জেরে একের পর এক জনপদের জলের স্রোতে মিশে যাওয়া শুধু নয়, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিকিমের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিরও। গত বছরের ৪ অক্টোবরের বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিস্তা-৫ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। ড্যামটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে কবে তার পুনর্গঠনের কাজ শেষ করে নতুন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার এনএইচপিসির তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের ক্ষতি এবং উৎপাদন বন্ধ থাকা (২০ অগাস্ট পর্যন্ত) মিলিয়ে ৩২৭.৬৭ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

এখনও বিপর্যয়ের ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে তিস্তা-৫ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা।

সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ জানিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বিমা কোম্পানিকে। এখন ওই বিমা সংস্থাটি নিজেদের দল পাঠিয়ে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং সেই মোতাবেক এনএইচপিসিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেবে। এনএইচপিসির এক আধিকারিক বলছেন, 'সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ক্ষতি সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে এবং তা বিমা সংস্থাকে জমা দেওয়া হয়েছে। ফলে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা বা দেরি হওয়ার কথা নয়।'

চারটির মধ্যে বর্তমানে একমাত্র ৬০ মেগাওয়াটের রঙ্গিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বাকি ক্ষতিগ্রস্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এনএইচপিসি সূত্রে খবর।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাকিগুলির রিপোর্ট তৈরি করে তা বিমা সংস্থার কাছে জমা দেওয়া হবে। এদিকে, ক্ষতি সামলাতে তিস্তা-৬ প্রকল্পের কাজও দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৬-এর মধ্যে তিস্তা-৬ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন সংস্থার কর্তারা।

## সাসপেনশনে

*প্রথম পাতার পর*

থাকবেন নাকি যারা নির্যাতন চালায়, তাদের সমর্থন করবেন।'

রেসিডেন্ট ডাক্তারদের আশঙ্কা, আদালতের এই নির্দেশকে হাতিয়ার করে অন্যান্য মেডিকেল কলেজেও হুমকি-সংস্কৃতির অভিযোগে সাসপেন্ড পড়ুয়ারা সুযোগ নেবেন। আদালতে অভিযুক্ত চিকিৎসকদের আইনজীবী দ্বৈপায়ন বসু মল্লিক যুক্তি দেন, কোনও কারণ না দেখিয়ে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনকি, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, সেটাও জানানো হয়নি।

যদিও রেসিডেন্ট ডাক্তারদের আইনজীবীর বক্তব্য, সাসপেন্ড পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। আরজি কর মেডিকেল কলেজের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত জানান, 'কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়নি, সুপারিশ করেছিল। রেজোলিউশন রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়। এই বিষয়ে রাজ্য সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা কাউকে বহিষ্কার করিনি।' আরজি করের রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিকেত মাহাতোর আইনজীবী কল্লোল বসু বলেন, '৫০০ জন রেসিডেন্ট চিকিৎসক হুমকি-সংস্কৃতির অভিযোগ করেছিলেন। অথচ এই মামলায় আমাদের যুক্ত করা হল না।' রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন আইনত স্বীকৃত নয় জানিয়ে মামলায় যুক্ত করার বিরোধিতা করেন। বিচারপতি কৌশিক চন্দ অবশ্য মামলায় যুক্ত হতে চাইলে আবেদন করতে বলেন।

## ধর্ষণের পর পুড়িয়ে

*প্রথম পাতার পর*

মা বললেন, 'আমার স্বামীর এক চেনা পরিচিত আমাদের সংসারে সাহায্য করছিল। আমার মেয়ে ওই ব্যক্তিকে কাকু বলত। গত মঙ্গলবার ওই কাকুর সঙ্গে খাবার খেতে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে আর মেয়েকে পাচ্ছিলাম না। ওই কাকুকেও পাইনি। নিজেরা খোঁজ করেও পাইনি। পরবর্তীতে পুলিশের দ্বারস্থ হই। এদিন মেয়ের দেহ পেলাম। আমি ওই লোকটার ফাঁসি চাই। আরও যারা ওর সঙ্গে ছিল, সবার ফাঁসি চাই।'

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, যে রাত থেকে মেয়েটি নিখোঁজ, সেই রাতেই তাকে খুন করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান। তবে ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট পেলেই এব্যাপারে আরও স্পষ্ট জানা যাবে।

এলাকাবাসী আবার পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, অভিযুক্তকে ধরতে এতদিন সময় লাগল কেন? এসপি বলেন, 'আমরা অপরাধীর পরিচয় জানতে পেরে ওর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু লোকটির স্ত্রী একবছর আগে মারা যায়। ছিল শুধু একটা ছেলে। ছেলেটি জানায়, বাবা হঠাৎই আসে আর কোথায় চলে যায় সে কিছুই জানে না।' এরপর পুলিশ চেষ্টা করতে থাকে, মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার। কিন্তু সেই ব্যক্তি মোবাইল ফোন ব্যবহার করত না। ফলে সে কোথায় আছে, তার খোঁজ পাচ্ছিল না পুলিশ। এরপর পুলিশ সূত্র মারফত জানতে পারে, সেই ব্যক্তি কোনও ইটভাটায় কাজ করে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রতিটি ইটভাটায় খোঁজ শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। তারপর জানতে পারেন, সে নেপালে চলে গিয়েছে। নেপালে অভিযান করতে গেলে যা যা আইনি প্রক্রিয়া করতে হবে, সেসব সেরে পুলিশের একটি দল নেপালে যায়। সেখানেই একটি ইটভাটায় পাওয়া যায় অভিযুক্তকে। তাকে জেরা করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন সুপার।

## ২৪ ঘণ্টায় টাস্ক ফোর্স

*প্রথম পাতার পর*

রোগীদের কেন্দ্রীয় রেফারেল সিস্টেম ও রিয়েল টাইমে ফাঁকা শয্যার পরিসংখ্যান দেওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনও ফোর্সের কাজ। মেডিকেল কলেজগুলিতে সিকিউরিটি অডিট কমিটি ও অভ্যন্তরীণ কমপ্লেন কমিটির ওপরও নজরদারি থাকবে তাদের।

নবান্নে সোমবারের বৈঠকে আরজি করে দুর্নীতির নানা প্রমাণ দিয়ে যে ১৩০ পাতার নথি জুনিয়ার ডাক্তাররা মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন, তার খুঁটিনাটি মঙ্গলবার সামনে এসেছে। তাতে জানা গিয়েছে, করোনাকালে পৌনে ২ লক্ষ টাকার যন্ত্র ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় কেনা হয়েছে। হাসপাতালের জন্য দেওয়ালের পর্দা থেকে সাবান, ফ্লোর ক্লিনার, চিরুনি, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ সহ বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতির প্রমাণও দেওয়া হয়েছে ওই নথিতে।

### ছোট তারা ★

অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া দেবাঙ্গী দত্ত নাচে পারদর্শী। খুদের প্রতিভায় গর্বিত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

# ডেলিভারি বয়দের কর্মবিরতিতে দুর্ভোগ

শুভজিৎ চৌধুরী

**ইসলামপুর, ২২ অক্টোবর :** পাঁচ দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ইসলামপুরের একটি রান্নার গ্যাসের দোকানের ডেলিভারি বয়রা। মঙ্গলবার ইসলামপুর নিউটাউন রোডের সংশোধনাগার সংলগ্ন গ্যাসের দোকানের সামনে ধর্নায় বসেন তাঁরা। অভিযোগ, এই কর্মবিরতির জেরে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে গ্রাহকদের। গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে কমিশন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেছেন ১২ জন ডেলিভারি বয়।

ইসলামপুরের অন্যতম পুরোনো দোকান এটা। শহর এবং গ্রাম মিলিয়ে গ্রাহক সংখ্যা কয়েক হাজার। বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রথমে গ্যাসের দোকানে টাকা জমা দিতে আসছেন। তারপর কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে গুদাম থেকে সিলিন্ডার নিয়ে ফিরছেন বাড়িতে। অথচ, গ্যাস বুকিংয়ের পর বিনাপয়সায় বাড়িতে সিলিন্ডার ডেলিভারি হওয়ার কথা। হয়রানি থেকে বাঁচতে তাই ডেলিভারি বয়দের সমস্যা সমাধানে রান্নার গ্যাসের দোকানমালিকের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবিতে সুর মেলাচ্ছেন গ্রাহকদের একাংশ। শহরের সুকান্তপল্লির বাসিন্দা মনীষা বিশ্বাস এদিন সিলিন্ডার নিতে দোকানে এসেছিলেন। বললেন, 'বাড়িতে ডেলিভারি হচ্ছে না। তাই গুদাম থেকে সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়। এতে যেমন আমরা হয়রানির শিকার হচ্ছি, তেমন বাড়তি টাকাও খরচ হয়। এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে ডেলিভারি বয়দের দাবি পূরণ করা উচিত।'

ডেলিভারি বয়দের অভিযোগ, সিলিন্ডার প্রতি প্রাপ্য কমিশন না দিয়ে মাত্র ১০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে মালিককে একাধিকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁরা মহকুমা প্রশাসন, পুরসভা এবং থানায় লিখিতভাবে জানান। শেষপর্যন্ত এদিন সকালে তাঁরা ওই দোকানের সামনে ধর্নায় বসেন। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত সমস্যা না মিটছে, ততদিন কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

ধর্নায় বসা পিঙ্কু মণ্ডলের কথায়, 'সিলিন্ডার পিছু আমাদের কমিশন বাড়িয়ে ২৯ টাকা ৩৬ পয়সা করা, পিএফের সুবিধা চালু, প্রতি বছর পুজোর সময় কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা বোনাস, গ্যাস পৌঁছাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া এবং রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মালিককে। যতদিন না আমাদের দাবিগুলো মেনে নিচ্ছেন মালিক, ততদিন আমরা কাজে ফিরব না।'

শান্তিনগরের বাসিন্দা নারায়ণ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায়, 'কাজ ছেড়ে সিলিন্ডার নিতে দোকানে আসতে হয়। আমাদের সবদিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে। ডেলিভারি বয়দের কয়েকদিনের কর্মবিরতিতে এই অবস্থা। এমন চলতে থাকলে আগামীদিনে এর থেকেও বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছি।'

এব্যাপারে ওই গ্যাসের দোকানের ম্যানেজার চন্দন সিংহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। এদিকে, মালিক সন্তোষ বোসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

*গ্যাসের দোকানের সামনে ধর্নায় ডেলিভারি বয়রা। মঙ্গলবার ইসলামপুরে।*

**জটে রান্নার গ্যাস**

- শহর ও গ্রাম মিলিয়ে গ্রাহক সংখ্যা কয়েক হাজার দোকানটির
- বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রথমে গ্যাসের দোকানে টাকা জমা দিতে আসছেন
- তারপর কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে গুদাম থেকে সিলিন্ডার নিয়ে ফিরছেন বাড়িতে
- হয়রানি থেকে বাঁচতে ডেলিভারি বয়দের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ দাবি গ্রাহকদের একাংশের

# পুড়ল খাট-ফ্রিজ, ঘরে পেট্রোল

মিঠুন ভট্টাচার্য

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ঘরে বেআইনিভাবে মজুত করা ছিল পেট্রোল। অভিযোগ, তাতেই ঘটল বিপত্তি। মঙ্গলবার রাত নয়টা নাগাদ শিলিগুড়ির মধ্য শান্তিনগরের একটি বাড়িতে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এই ঘটনায় মায়া বর্মন এবং প্রিয়াংকা বর্মন নামে দুজন আহত হন। সম্পর্কে তাঁরা মা ও মেয়ে। দুজনকেই চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। কয়েকশো মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে দমকলের এক আধিকারিক বলেন, 'জরুরি তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, সেটা তদন্তের আগে বলা সম্ভব নয়।'

ঘটনাস্থল পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড। স্থানীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার বক্তব্য, 'শুনেছি ঘরে পেট্রোল রাখা ছিল। সেটা একেবারে অবৈধ কাজ। তবে, এই মুহূর্তে চাইছি, আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আসুক।' বেআইনিভাবে পেট্রোল মজুত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রঞ্জন। তাঁর কথায়, 'আমার ওয়ার্ডে এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে। মজুত করে রাখা হচ্ছে। পুলিশকে বলব, এসবের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে।' পুলিশ এদিনের ঘটনার তদন্ত করছে বলে খবর।

মধ্য শান্তিনগরে বিদ্যাসাগর মল্লিকের বাড়ির নীচতলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকেন টিঙ্কু বর্মন। জানা গিয়েছে, শান্তিনগরে এক জায়গায় ফুলের দোকান চালান টিঙ্কু আর মায়া। আগুনে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়েছে ফ্রিজ, খাট, টেবিল। আগুন নেভার পর ঘরে অবশিষ্ট কিছু রয়েছে কি না, তা খুঁজতে দেখা যায় টিঙ্কুকে। পরে প্রশ্ন করা হলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।'

ভিড়ে থাকা এলাকাবাসীর একাংশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, টিঙ্কুর ঘরে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুত করা ছিল। এদিন পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁদের ঘরে এসেছিলেন। অনেকের সন্দেহ, বিড়ি জ্বালাতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

পাশেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কার্যালয়। শিখা বলছেন, 'আগুন লাগার খবর পেয়ে এখানে চলে আসি। স্থানীয় কয়েকজন তরুণ তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়েছিল। তাতে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।'

*পুড়ে ছাই আসবাবপত্র। মঙ্গলবার শান্তিনগরে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

*দীপাবলির জন্য বিধান মার্কেটে বিকোচ্ছে হরেকরকমের বাতি। অবাক চোখে দেখছে খুদে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

## থিম রাজবাড়ি

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি রাজবাড়িতে কালীর আরাধনা। দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে প্রস্তুত এলিট স্পোর্টিং ক্লাব। রাজবাড়ির আদলে তৈরি মণ্ডপের ভেতরে ঢুকে চোখে পড়বে হোগলা পাতার বিভিন্ন কারুকার্য। শহরের বড় কালীপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের এলিট স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজন। শহরের বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসেন মণ্ডপ আর প্রতিমা দর্শনের জন্য। ৪৮তম বর্ষে তাদের থিম, 'প্রাণ প্রকৃতির টানে'।

হোগলা পাতা দিয়ে নিখুঁত কারুকার্য হচ্ছে নবদ্বীপের থিমমেকার শংকর মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে। ডাকের সাজে দেবীপ্রতিমা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মৃৎশিল্পী অধীর পাল গড়ছেন সেই প্রতিমা। সঙ্গে থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। ৩০ অক্টোবর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এই পুজোর উদ্বোধন করবেন।

তার ফাঁকে সম্পাদক সুজয় সাহা জানালেন, এবারের বাজেট ২২ লক্ষ টাকা। অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য কড়া নজরদারি থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্য বাপি দেব।

## সেরার শিরোপা

*ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মার হাতে পুরস্কার।*

নিউজ ব্যুরো

**২২ অক্টোবর :** ফের সাফল্যের শিখরে দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি। এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া স্কুল র‍্যাংকিংস ২০২৪-২০২৫'এ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেরা কো-এড স্কুল ডে-কাম-বোর্ডিং স্কুলের তকমা পেল এই প্রতিষ্ঠান। রাজ্যস্তরের স্বীকৃতির পাশাপাশি ডে-কাম-বোর্ডিং স্কুল ক্যাটিগোরিতে বিদ্যালয়টি সারাদেশে দশম স্থানে রয়েছে। গুরুগ্রামের লীলা অ্যাম্বিয়েন্সে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। ১৭ অক্টোবর সেখানে ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মার হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ডিপিএস শিলিগুড়ি এক সুপরিচিত নাম। ডে-স্কলারদের পাশাপাশি আবাসিকদের জন্য শেখার বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি অন্যতম সেরা সিবিএসই স্কুল হিসেবে পরিচিতি এই প্রতিষ্ঠান সঠিক পদ্ধতিতে পঠনপাঠনের প্রতি খেয়াল রাখার সঙ্গে সঙ্গে একজন পড়ুয়ার সামগ্রিক উন্নতিতে জোর দেয়।

কেক, নাড়ু নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানালেন রুশ মহিলারা। (ডানদিকে) পুতিনকে বুকে টেনে নিলেন নমো। মঙ্গলবার কাজানে।

# বৈঠকেই সমাধান, পুতিনকে মোদি

## ব্রিকস সম্মেলনে মুখোমুখি বৈঠক

**কাজান, ২২ অক্টোবর :** যুদ্ধ কোনও সমাধান নয়। পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-বিরোধ মেটাতে হবে। রাশিয়ার কাজানে ১৬তম ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে মঙ্গলবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এই পরামর্শই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবারই রাশিয়ায় পৌঁছোন মোদি। সম্মেলনের মধ্যেই পুতিনের সঙ্গে তাঁর আলাদা করে একপ্রস্থ কথা হয়। ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দিয়ে মোদি জানান, ভারত সবসময় সংলাপের মাধ্যমে সংঘাতের সমাধান চায় এবং একই সঙ্গে চায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিবদমান দুটি দেশকেই সহায়তা করতে।

মঙ্গলবারের বৈঠকে মোদি পুতিনকে বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, শান্তিপূর্ণ পথেই যে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারে। শান্তি ও স্থায়িত্ব ফেরাতে সমস্ত প্রয়াসকে আমরা পরিপূর্ণ সমর্থন জানাই।' আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আর কামানের গর্জনের মধ্যেই ফের লড়াই থামাতে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পক্ষেই জোরালো সওয়াল ছিল প্রধানমন্ত্রীর।

মোদিকে পুতিন বলেন, 'ব্রিকসে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতাকে আমরা বাড়তি গুরুত্ব দিই। জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ায় আমাদের দায়িত্বও অনেক বেশি। আমরা আমাদের আইনসভাগুলির মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের বিদেশমন্ত্রীরা নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখছেন পরস্পরের সঙ্গে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কও আগের চেয়ে অনেকটা বেড়েছে।' এদিকে

> আমরা বিশ্বাস করি, শান্তিপূর্ণ পথেই যে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারে। শান্তি ও স্থায়িত্ব ফেরাতে সমস্ত প্রয়াসকে আমরা পরিপূর্ণ সমর্থন জানাই।'
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আমেরিকার পক্ষে অস্বস্তিকর বলেই মনে করা হচ্ছে।

এর আগে রুশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেছিলেন, 'প্রাকস্বাধীনতা যুগে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মস্কো কখনও এমন কিছু করেনি যা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। গোটা বিশ্বে ভারতের প্রেক্ষিতে খুব বেশি দেশ নেই যাদের সম্পর্কে এ কথা বলা যায়।'

দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার রাশিয়ায় পৌঁছোন মোদি। কাজানে কৃষ্ণ ভজন পরিবেশন করে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। এক ভিডিওতে দেখা যায়, গভীর মনোযোগ নিয়ে মোদি রুশ শিল্পীদের পরিবেশিত ভজন গান শুনছেন এবং মাঝেমাঝে মাথাও নাড়ছেন। এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা বড় মঞ্চ এই সম্মেলন। পারস্পরিক কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য এই মঞ্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, এ ছাড়াও পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি— এমন একটি আবহে এই সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন কূটনীতিকেরা।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্রিকস। এবারের সম্মেলন হচ্ছে রাশিয়ার কাজানে।

চলতি সম্মেলনের শেষে পাঁচটি নতুন দেশকে ব্রিকসে অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'কাজান ঘোষণা' প্রকাশিত হতে পারে।

## বোমা মেরে ওড়ানোর উড়ো ফোন আধা সেনার স্কুলে

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** সপ্তাহজুড়ে অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শতাধিক বিমানকে নাগাড়ে হুমকি দেওয়া চলছিল। এবার আধাসেনার একাধিক স্কুলও চলে এল হুমকিবাজদের নিশানায়।

রবিবার দিল্লির রোহিণীর সিআরপিএফ স্কুলের সমানে বিস্ফোরণ হয়। সেই ঘটনার তদন্তের মধ্যেই আবারও দিল্লি এবং হায়দরাবাদ সহ দেশের বেশ কয়েকটি সিআরপিএফ স্কুলে বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিবার্তা এসেছে। সোমবার রাতে অন্তত তিনটি সেনাস্কুলে ই-মেল মারফত হুমকিবার্তা পাঠানো হয়।

দিল্লির দু'টি এবং হায়দরাবাদের একটি সিআরপিএফ স্কুলকে সোমবার রাতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেই বার্তা পাওয়ার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই স্কুলগুলির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তামিলনাড়ুর একটি সিআরপিএফ স্কুলেও বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশের পাশাপাশি সিআরপিএফও সতর্ক করেছে সমস্ত সেনাস্কুলকে।

সোমবার হুমকিবার্তায় বলা হয়, মঙ্গলবার সকাল ১১টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে বিস্ফোরণ হবে। সেই বার্তা পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করলেও পরে জানা যায়, সবক'টি হুমকিই ছিল ভুয়ো।

শুধু সিআরপিএফ স্কুল নয়, গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থায় বোমার হুমকি দেওয়া চলছে। মঙ্গলবারও বেশ কয়েকটি বিমানে হুমকি দেওয়া হয়।

বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে অন্তত ৩১টি বিমান বোমাহুমকির মুখে পড়ে। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে পুনেগামী বিমানে বোমাতঙ্কে তুমুল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আকাসা এয়ারের এই বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয় কলকাতা বিমানবন্দরে। এছাড়া হুমকির শিকার হওয়া বিমানগুলির মধ্যে ছিল ১০টি ইন্ডিগোর, ১০টি ভিস্তারার এবং ১০টি এয়ার ইন্ডিয়ার। একাধিক ভুয়ো কলের মাধ্যমে এপর্যন্ত মোট ১২০টির বেশি হুমকিবার্তা এসেছে। সর্বশেষ হুমকির লক্ষ্য ছিল জেড্ডা, ইস্তানবুল এবং রিয়াধ সহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উড়ানের একাধিক বিমান।

# বিচারক সেজে ভুয়ো কোর্টে ৫ বছর কাজ

**আহমেদাবাদ, ২২ অক্টোবর :** গুজরাটের গান্ধিনগরে ভুয়ো আদালত খুলে বিচারক সেজে পাঁচ বছর কাজ চালিয়েছেন মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চান, এমন অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। অবশেষে তার পর্দা ফাঁস হল।

পুলিশ সরকারি জমি সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তে নেমে ওই ভুয়ো আদালতের সন্ধান পায়। বিচারক সেজে থাকা মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, স্যামুয়েল সেই সব ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলতেন যাঁদের জমি সংক্রান্ত বিরোধের মামলা সিটি সিভিল কোর্টে বিচারাধীন। সেই সমস্ত মামলা সমাধানের জন্য ফি হিসেবে গ্রাহক তথা মক্কেলদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নিয়ে নিজের সাজানো আদালতে শুনানি চালাতেন।

সরকারি জমি সংক্রান্ত মামলাটি হয়েছিল ২০১৯ সালে। আহমেদাবাদের পালদি এলাকায়

জেলাশাসকের অধীনে থাকা একটি জমির রাজস্ব রেকর্ডে নিজের নাম যুক্ত করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন স্যামুয়েলের মক্কেল। ভুয়ো আদালতের ভুয়ো বিচারক মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চান আবেদনকারীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর আগে তাঁর নির্দেশের সূত্র ধরে তদন্তে নেমে পুলিশ ওই আদালতের খোঁজ পায়।

আহমেদাবাদ সিটি পুলিশ জানিয়েছে, মরিস স্যামুয়েল ক্রিশ্চানকে গ্রেপ্তারের মূলে রয়েছে প্রতারণার অভিযোগ। সালিসি ট্রাইবিউনালের বিচারক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। টাকা নিয়ে মক্কেলদের অনুকূলে রায় দিতেন। এই মামলায় স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে করঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আহমেদাবাদ সিটি সিভিল কোর্টের রেজিস্ট্রার হার্দিক দেশাই।

## বাজারে ফের ধস, উধাও ৯ লক্ষ কোটি টাকা

**মুম্বই, ২২ অক্টোবর :** সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে বড় পতনের সাক্ষী থাকল শেয়ার বাজার। এই পতনের জেরে একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা। মঙ্গলবার দিনের শুরুতে শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামতে শুরু করে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৯৩০.৫৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮০,২২০.৭২ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩০৯ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৪৭২.১০ পয়েন্টে। যা গত দুই মাসের মধ্যে দুই সূচকেরই সর্বনিম্ন অবস্থান। এই পতনের নেপথ্যে বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, প্রথমসারির বেশ কয়েকটি সংস্থার দ্বিতীয় কোয়ার্টারের হতাশাজনক ফল, মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িক ইত্যাদি কারণ রয়েছে। আজ যেসব সংস্থার শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আদানি এন্টারপ্রাইজ, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, কোল ইন্ডিয়া, টাটা স্টিল, এসবিআই, বিপিসিএল, টাটা মোটরস, হিন্দালকো ইত্যাদি।

নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট লিন মার্টিনের সঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জে। ছবি- জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

## যোগী সরকারকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বাহরাইচে 'দাঙ্গায় অভিযুক্ত'দের বাড়িতে বুলডোজার চালানোর ফল ভয়াবহ হবে। মঙ্গলবার এমনই ইঙ্গিত দিয়ে যোগী সরকারকে সতর্ক করল দেশের শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চের কথায়, 'আমাদের নির্দেশ আপনারা জানেন। তারপরও যদি আদালতের নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিতে চান, তাহলে তা করতে পারেন। এর ফল আপনাদের ভুগতে হবে।'

শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যে জানিয়েছে, শুধুমাত্র বেআইনি নির্মাণ ভাঙতেই বুলডোজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে উত্তরপ্রদেশে এই নীতি কিছুটা আলাদা। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরোধী কিংবা ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তির বাড়ি ইচ্ছামতো ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ সেখানে রয়েছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে সাম্প্রদায়িক হিংসার পর বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাড়িতে বুলডোজার অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল যোগী সরকার। সেই নোটিশ প্রকাশ্যে আসার পর সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেন তিন মামলাকারী। যেখানে বলা হয়, বাড়ি ভাঙার জন্য মাত্র তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাহরাইচের হিংসায় যাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদেরই পাঠানো হয়েছে এই বাড়ি ভাঙার নোটিশ। মামলা শোনার পর আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, 'বুধবার পর্যন্ত সরকার বুলডোজার অভিযান চালাতে পারবে না।'

## ভারতের সঙ্গে সমঝোতার বার্তা চিনের

**বেজিং,২২ অক্টোবর :** গালওয়ান সংঘর্ষ পরবর্তী সময়ে পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সামরিক উত্তেজনায় রাশ টানতে ভারতের সঙ্গে সমঝোতায় রাজি হয়েছে চিন। মঙ্গলবার সেই দেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়াং সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সীমান্ত ইস্যুতে বহু দিন ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এবার দু-পক্ষ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সহমত হয়েছে। সেটি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।'

সোমবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় গালওয়ান সংঘাত পূর্ব স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চিনের সঙ্গে চুক্তির কথা জানানো হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশই যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে বাড়তি বাহিনী সরিয়ে নেবে, বিদেশমন্ত্রকের তরফে সেই ইঙ্গিতও করা হয়।

## শা-কে ধন্যবাদ তসলিমার

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** ভারতে আরও বেশি দিন থাকার অনুমতি চেয়ে একাধিকবার কাতর আর্জি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সোমবারও অমিত শা-কে এক্স হ্যান্ডেলে সেই অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'অমিত শা-জি, আমি ভারতে থাকি কারণ এই মহান দেশকে আমি ভালবাসি। এটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু গত ২২ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আমার বসবাসের অনুমতিপত্রের মেয়াদ বাড়ায়নি। আমি খুব চিন্তিত। আমাকে থাকতে দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

এরপর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে শা-কে ধন্যবাদ জানান তসলিমা। লেখেন, 'অমিত শা, এক পৃথিবী ধন্যবাদ আপনাকে।' তাহলে কী ভারতে থাকার মেয়াদ বাড়ল? তবে শা-কে ধন্যবাদ জানালেও তাঁর ভারতে থাকার অনুমতিপত্রের মেয়াদ সরকারিভাবে বাড়ানো হয়েছে কি না তা খোলসা করেননি তসলিমা।

## বাংকারে হিজবুল্লার বিপুল ধনের হদিস

**জেরুজালেম, ২২ অক্টোবর :** লেবাননের রাজধানী বেইরুটে একটি হাসপাতালের গোপন বাংকারে বিপুল ধনরাশির খোঁজ পেল ইজরায়েল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকার ওই অর্থভাণ্ডারের গ্রাফিক্স ও ভিডিও প্রকাশ করে দাবি জানিয়েছে, নগদ অর্থ ও সোনা সহ বাংকারে যে সম্পদ রয়েছে তার মূল্য ৫০ কোটি ডলার। ইজরায়েলের দাবি, লুকিয়ে রাখা সম্পদ হিজবুল্লার নিহত প্রধান হাসান নাসরাল্লার।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী(আইডিএফ)-র মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি দাবি করেছেন, হিজবুল্লার আর্থিক নেটওয়ার্কে আঘাত হানতে সোমবার তাদের একটি বাংকারে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। তাতে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা রয়েছে। তিনি এও বলেছেন, বাংকারে লুকোনো সম্পদ ইজরায়েলের লক্ষ্যবস্তু নয়। তাঁর আবেদন, লেবানন সরকার যেন ওই অর্থ সন্ত্রাসে ব্যবহারে অনুমতি না দেয়।

হামাস ও হিজবুল্লার বিরুদ্ধে রিয়ার অ্যাডমিরালের অভিযোগ, ওই দুই জঙ্গি সংগঠন অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে ও যোদ্ধাদের আড়াল করতে বিভিন্ন স্কুল, হাসপাতাল ব্যবহার করেছে। খাস লেবাননের মানুষ ও ইরান সরকার হামাস এবং হিজবুল্লাকে আর্থিক মদত দেয়। নগদ অর্থ সিরিয়ার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির হাতে আসে। সোনা ইরানের মাধ্যমে পাচার হয়ে লেবাননে আসে। হিজবুল্লার একাধিক কারখানা রয়েছে লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও তুরস্কে। হিজবুল্লা ওই সমস্ত কারখানার আয় সন্ত্রাসের কাজে লাগায়।

## শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, ২০ বছরের সাজা

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার কাজে নিযুক্ত এক গাড়িচালক একাধিকবার ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ। এই মামলায় পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে যুবক।

দিল্লির অতিরিক্ত দায়রা আদালত যুবককে ২০ বছরের সাজা দিল। বিচারক বলবিন্দর সিংহ জানিয়েছেন, যুবক সামাজিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা করেনি। সে ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী। তার প্রতি সহানুভূতির কোনও জায়গা নেই। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৮ সালে।

এই ঘৃণ্য কাজের জন্য দোষীকে রেয়াত করল না আদালত। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালত মনে করছে, পরিজনেরা বিশ্বাস করে সন্তানের দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে পরিবারের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।

## সনাতন মন্তব্যে ক্ষমা চাইবেন না স্টালিনপুত্র

**চেন্নাই, ২২ অক্টোবর :** ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সনাতন ধর্মের তুলনা টেনে, ওই দুই রোগকে দেশ থেকে নির্মূল করার মতো সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে তা মুছে ফেলার কথা বলে হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়েছিলেন স্ট্যালিনপুত্র ও করুণানিধির নাতি উদয়নিধি। তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ায়। দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলা হয়। তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। তার প্রেক্ষিতে উদয়নিধি ফের জানিয়ে দিলেন, তিনি ক্ষমা চাইবেন না। তিনি বলেন, 'আমি কলাইনারের নাতি। সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত মন্তব্যে ক্ষমা চাইব না।'

সোমবার উদয়নিধি জানিয়েছেন, তিনি দ্রাবিড় আন্দোলনের পিতা থানান্তাই পেরিয়ার, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিএন আন্নাদুরাই, এম করুণানিধির মতো দ্রাবিড় নেতাদের মতকেই নতুন করে তুলে ধরেছেন। সনাতন প্রথা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরোধী বলে ফের মন্তব্য করেছেন স্ট্যালিনপুত্র।

## বহুতল ভেঙে বেঙ্গালুরুতে মৃত ৩

### উদ্ধার ২, ধসে আটকে ১২ জন

**বেঙ্গালুরু, ২২ অক্টোবর :** প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। তার মধ্যেই মঙ্গলবার একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে সেখানে মৃত্যু হল তিন শ্রমিকের। ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বহুতলের মালিক মুনি রেড্ডি পলাতক।

হেন্নুরের বাবুসাপাল্লা এলাকায় দুর্ঘটনার সময় অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন বহুতলে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় নির্মাণশ্রমিকরা চাপা পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তিনজনকে উদ্ধার করেন।

অন্তত ১২ জন শ্রমিকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর, ভবনটির জন্য শুধুমাত্র চারতলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি ছিল। তা সত্ত্বেও নির্মাণে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। নির্মীয়মাণ তবে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে দমকল ও উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

## বিষ্ণোইকে খুন করলে পুরস্কার

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** জেলবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইকে খুন করতে পারলে ১,১১,১১,১১১ টাকা পুরস্কার দেবে করণী সেনা। ক্ষত্রিয় করণী সেনার সর্বভারতীয় সভাপতি রাজ শেখাওয়াত মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেছেন।

মাদক পাচার মামলায় অভিযুক্ত এই গ্যাংস্টার এখন গুজরাটের সবরমতী জেলে বন্দি রয়েছেন। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে লরেন্সের। বাবা সিদ্দিকীর পুত্র এবং বিধায়ক জিশান এবং বলিউড তারকা সলমন খানও বিষ্ণোইয়ের হিটলিস্টে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ২০২২-এ খুন হন পঞ্জাবের জনপ্রিয় গায়ক সিধু মুসেওয়ালা। সেই হত্যাকাণ্ডেও নাম জড়িয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের। সলমন খানের বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনাতেও বিষ্ণোইয়ের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। এক ভিডিওবার্তায় ক্ষত্রিয় করণী সেনার সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, করণী সেনার প্রধান সুখদেব সিং গোগামাদির ঘাতক লরেন্স বিষ্ণোইকে খুন করলে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এই পদক্ষেপ করতে হবে।

# ডানার আতঙ্কে সতর্কতা ওড়িশায়

### বাজার আগুন ■ বন্ধ স্কুল ■ বাতিল ট্রেন

**ভুবনেশ্বর, ২২ অক্টোবর :** ঘূর্ণিঝড় ডানার ঝাপটা থেকে বাঁচতে সতর্কতা বাংলার পাশাপাশি ওড়িশাতেও। ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ১৪টি জেলায় স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। ২৩-২৬ অক্টোবরের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে ১৯৭টি ট্রেন।

ডানা আসার আগেই ওড়িশার বাজার আগুন। আলু, পেঁয়াজ তো বটেই, বাকি সবজিরও দাম বেড়েছে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। কটক, ভুবনেশ্বর সহ রাজ্যের বেশিরভাগ প্রান্তেই চড়চড়িয়ে দাম বাড়ছে সবজির। কটকের ছত্রা বাজারের এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, রবিবার পর্যন্ত বাজারে আলুর দাম ছিল কেজি প্রতি ৩০ টাকা। পেঁয়াজ ছিল কেজি প্রতি ৪০ টাকা। কিন্তু ডানা আসার খবর ছড়াতেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি বাজারে আলুর দাম এক ধাক্কায় ২০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। পেঁয়াজ ৪০ থেকে বেড়ে ৭০ টাকা ছুঁয়েছে। টমেটোর দামও ১০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। এছাড়া বিনস, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ সহ বেশ কয়েকটি সবজির দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়েছে।

ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ওপর

তৈরি হওয়া একটি নিম্নচাপ অঞ্চল ২৩ অক্টোবরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ডানায় পরিণত হতে পারে। আশঙ্কা, এটি ২৪ অক্টোবরের রাতে ওড়িশার পুরী ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপের মধ্যে কোথাও আঘাত করবে। ২৪ অক্টোবর পুরী, খুরদা, গঞ্জাম এবং জগৎসিংহপুর জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ওড়িশার পুলিশ মহাপরিদর্শক সুধাংশুশেখর সদাঙ্গি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, 'আমরা ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নজরে রাখছি। এটি বাংলাদেশ বা ওড়িশায় আঘাত হানবে কি না, তার ওপর নির্ভর করে আমরা পদক্ষেপ করব।'

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাজি জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্কুল ও গণশিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ১৪টি জেলায় স্কুল বন্ধ রাখার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্বল এলাকাগুলি থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে কাজ করছে এনডিআরএফ, ওডিআরএএফ এবং দমকল বাহিনী। বিশেষ করে কেন্দ্রপাড়া, বালেশ্বর এবং ভদ্রক জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সেখানেই উদ্ধারকারী বাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসনকে।

বিদ্যুৎ গ্রিড ও জরুরি টাওয়ারগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও নজরদারি রয়েছে। ত্রাণশিবিরগুলিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করা হয়েছে।

## খেলায় আজ

২০২২ : মেলবোর্নে টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৩ বলে ৮২ রানের ক্লাসিক ইনিংস উপহার দিলেন বিরাট কোহলি। যার সুবাদে ৩১ রানে ৪ উইকেট হারিয়েও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে জয় পেল ভারত।

## সেরা অফবিট খবর

### মাউরি গানে বিশ্বকাপ জয় উদযাপন

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ জয় করল নিউজিল্যান্ড মহিলা দল। মাউরি গানে তাঁরা বিশ্বজয় উদযাপন করেন। ফাইনালের মতো এক্ষেত্রেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া কের। তিনি গিটার বাজিয়ে গান ধরার পর পুরো দল পেছনে দাঁড়িয়ে গলা মেলায়।

## ভাইরাল

### হিরো হওয়ার চেষ্টা করছে

বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথম ইনিংসে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতকে কোণঠাসা করছিলেন রাচিন রবীন্দ্র। সেই সময় স্টাম্প মাইকে ধরা পড়ে বোলার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উদ্দেশে হিন্দিতে বলা রোহিত শর্মার কথা, 'এই বাঁ হাতি ব্যাটারকে আউট করতে চাই আমি, বেশি হিরো হওয়ার চেষ্টা করছে ও।'

## ইনস্টা সেরা

বর্ডার গাভাসকার ট্রফির প্রস্তুতির জন্য স্টিভেন স্মিথ শেফিল্ড শিল্ডে নেমেছিলেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে নেমে প্রথম ইনিংসে স্মিথ ৩ রানে আউট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ বল খেলে ০ রানে আউট হন তিনি। বিশেষ করে স্কট বোল্যান্ডের বল ছাড়তে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে স্মিথ যেভাবে এলবিডব্লিউ হয়েছেন তাতে অনেকের মনেই ব্রেন ফেড মুভমেন্টের স্মৃতি উসকে দিয়েছে।

## সংখ্যায় চমক

### ৬৬

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচে চেতেশ্বর পূজারা ২৩৪ রান করেন। যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ৬৬তম শতরান। এই ইনিংসটি খেলার পথে তিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২১ হাজার রানের মাইলস্টোনও পেরিয়ে যান।

## স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথম কোন ভারতীয় টেস্ট অভিষেকে শতরান করেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

## সঠিক উত্তর

১. অ্যামেলিয়া কের, ২. পূর্ব আফ্রিকা।

## সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, নীলরতন হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, সুখেন স্বর্ণকার, অসীম হালদার।

# সরফু-লোকেশকে নিয়ে দোলাচল

*প্রস্তুতি শুরুর আগে নকিংয়ে বিরাট কোহলি।*

**পুনে, ২২ অক্টোবর :** যন্ত্রণা এখনও রয়েছে। লজ্জার ৪৬-এর ধাক্কাও সহজে যাওয়ার নয়।

কিন্তু সময় থেমে নেই। বেঙ্গালুরুতে ৩৬ বছর পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের জ্বালা নিয়ে এখন সামনে তাকাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হয়ে গেল। সেই অনুশীলনে পুরো দলকে ফুরফুরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা।

হারের ধাক্কা সামলে ভারতীয় দল ছত্রপতি শিবাজির শহরে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে রয়েছে নানা সমীকরণ ও অঙ্ক। কালো মাটির মন্থর বাইশ গজে দলের কম্বিনেশন নিয়ে চলছে দোলাচল। শেষ ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি শুভমান গিল। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পেয়ে সরফরাজ খান শতরান করে পরিস্থিতি জটিল করে দিয়েছেন। শুভমান এখন ফিট। তিনি পুনে টেস্টে খেলবেন বলেই খবর। কিন্তু তিনি দলে ফিরলে সরফরাজ কি প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন?

## ফিট ঋষভ-গিল

প্রশ্নের জবাব আপাতত নেই কোথাও। বরং রয়েছে দোলাচল। লোকেশ রাহুল একেবারেই ছন্দে নেই। রাহুল কি পুনে টেস্টের প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়তে পারেন? এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আজ পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর ফিল্ডিং কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, সরফরাজ ও লোকেশের মধ্যে লড়াই চলছে প্রথম একাদশে টিকে থাকার। রায়ানের কথায়, 'রাখঢাক না রেখেই স্পষ্ট বলছি, সরফরাজ ও কেএলের মধ্যে লড়াই হবে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। বেঙ্গালুরুতে সরফরাজ দুর্দান্ত খেলেছে। ম্যাচের পর আমি লোকেশের সঙ্গেও কথা বলেছি। ও নিজেও রানে ফিরতে মরিয়া। হয়তো একটা ভালো ইনিংস ছবিটা বদলে দেবে। কিন্তু তার আগে লোকেশের সঙ্গে সরফরাজের লড়াই চলবে।'

শুভমানের পাশাপাশি ঋষভ পন্থও ফিট। বেঙ্গালুরু টেস্টে উইকেটকিপিংয়ের সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তিনি এখন চোটমুক্ত বলেই খবর। আজ পুনের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন ঋষভ। পাশাপাশি আগামীর লক্ষ্যে ধ্রুব জুরেলকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। দলের ফিল্ডিং কোচের কথায়, 'শুভমান প্রায় ফিট। নেটে ব্যাটিংও করেছে। ঋষভও ঠিকই রয়েছে। হাঁটুর চোটের জন্য বেঙ্গালুরু টেস্টের শেষ দিকে কিপিং না করলেও ও ব্যাটিং করেছিল। আমার মনে হয় না ঋষভকে নিয়ে সমস্যা হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' বেঙ্গালুরু টেস্টে হারের পরই ওয়াশিংটন সুন্দরকে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন কি খেলবেন পুনে টেস্টে? বিশেষ করে বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলে যখন বেশ কয়েকজন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েছেন? সরাসরি এমন প্রশ্নের জবাব দেননি ফিল্ডিং কোচ রায়ান টেন। আবার সম্ভাবনা খারিজও করে দেননি। তুলনায় রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে রায়ান অনেক বেশি আশাবাদী। বেঙ্গালুরু টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ১০৭ রান তাড়ার সময় অশ্বীনকে দিয়ে বেশি বোলিং করানো হয়নি। জল্পনা ছিল অশ্বীনের চোট রয়েছে। ভারতীয় অফস্পিনারের চোটের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন ফিল্ডিং কোচ। রায়ান বলেছেন, 'অশ্বীন একদম সুস্থ রয়েছে। ওকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।'

দলের কম্বিনেশন নিয়ে খোলসা করে রায়ান কিছু না বললেও বাড়তি স্পিনার নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার পুনে টেস্টে নামার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। রোহিত-গম্ভীর জুটি শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখার।

*পুনের পিচ দেখছেন রোহিত শর্মা, সঙ্গী গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।*

## ভারতের ভুল মানচিত্র কিউয়ি বোর্ডের

# দ্বিতীয় টেস্টেও মাঠের বাইরে কেন

*ক্যাচিং অনুশীলনে রাচিন রবীন্দ্র। পুনেতে মঙ্গলবার।*

**পুনে, ২২ অক্টোবর :** বেঙ্গালুরুতে দুরন্ত জয়।

৩৬ বছর পর ভারতের মাটিতে ভারত-বধের স্বাদ। সাত দশকের প্রচেষ্টায় তিন নম্বর টেস্ট জেতা। নয়া ইতিহাসে টগবগিয়ে ফুটছে সফররত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় টেস্টে ভারতে প্রথম সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামার হাতছানি। রাচিন রবীন্দ্র, উইলিয়াম ও'রৌর্কদের পারফরমেন্সও চাপ বাড়িয়েছে ভারতীয় শিবিরে।

অবশ্য কেন উইলিয়ামসনকে নিয়ে কোনও সুখবর নেই কিউয়ি ব্রিগেডে। চোটের জন্য প্রথম টেস্টে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটারকে পায়নি ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আসন্ন পুনে টেস্টেও উইলিয়ামসনকে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে না। কুঁচকির চোট কাটিয়ে উঠে ম্যাচ ফিট হতে আরও সময় লাগবে।

গত শ্রীলঙ্কা সফরের সময় চোট পান কেন উইলিয়ামসন। তারপর থেকেই মাঠের বাইরে। হেডকোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, 'কেনের ফিটনেস, রিহ্যাব প্রক্রিয়ার দিকে আমরা নজর রাখছি। সুস্থ হওয়ার পথে সঠিকভাবেই এগোচ্ছে। কিন্তু এখনও ১০০ শতাংশ ফিট নয়। দ্বিতীয় টেস্টে পাওয়া যাবে না। আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যে পুরোদস্তুর ফিট হয়ে যাবে এবং তৃতীয় টেস্টে কেন উইলিয়ামসনকে পাব আমরা।'

স্টিডের মতে, উইলিয়ামসন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে, সুস্থ হয়ে উঠতে যথাসম্ভব বেশি সময় দিতে। তাড়াহুড়ো নয়, ধীরে চলো নীতির পক্ষে। সবদিক খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হলেই উইলিয়ামসনের টেস্ট-প্রত্যাবর্তনে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে।

বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টে ছিল লাল মাটির পিচ। পুনেতে সেখানে কালো মাটির। তৃতীয় টেস্টে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফের লালরঙা বাইশ গজে খেলা। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ড্যারিল মিচেল বলেছেন, 'প্রতিটি দেশে পিচ, পরিবেশ আলাদা। শ্রীলঙ্কার গলে পুরোদস্তুর স্পিন উইকেট ছিল। এখানে একরকম। মুম্বইয়ে আলাদা পিচ। এই ফ্যাক্টরগুলি সরিয়ে সেরাটা দিতে হবে। আমরা পিচ বদলাতে পারব না। বরং পিচ অনুযায়ী নিজেদের বদলে নিতে হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।'

এদিকে, অক্রিকেটীয় কারণে ভারতীয় সমর্থকদের অসন্তোষের মুখে পড়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সামাজিক মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ভারতের ভুল মানচিত্র পোস্ট করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ সঠিকভাবে দেখানো হয়নি যে মানচিত্রে। কিউয়ি সমর্থকদের পুনে যাওয়ার ট্রাভেল পরিকল্পনা জানাতে গিয়েই বিতর্কের মুখে কিউয়ি বোর্ড। ভারতীয়দের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে অবশ্য দ্রুত সেই মানচিত্র মুছে দেয় উইলিয়ামসনদের দেশের বোর্ড।

# অবসর ভাঙতে রাজি ওয়ার্নার

**সিডনি, ২২ অক্টোবর :** টেস্টকে বিদায় জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই।

যদিও সেই শূন্যস্থান এখনও পূরণ হয়নি। নভেম্বরে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে ওপেনিং জুটি নিয়ে ধোঁয়াশা জারি। এহেন পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব ডেভিড ওয়ার্নারের। জানিয়ে দিলেন, দলের প্রয়োজনে টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত। রাজি অবসর ভেঙে নভেম্বরের দ্বৈরথে জসপ্রীত বুমরাহর নতুন বল সামলাতে।

টিম ম্যানেজমেন্টের ফোনের অপেক্ষায় আছেন এখন। ডাক পেলে প্রস্তুতি নিতে শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচেও নেমে পড়বেন। ডেভিড ওয়ার্নার জানান, তিনি সবসময় প্রস্তুত। শুধু একটা ফোনের অপেক্ষায়। 'সত্যি কথা বলতে, যদি এই সিরিজে আমাকে দরকার পড়ে, তাহলে

## 'আমি প্রস্তুত দায়িত্ব নিতে'

*মেয়ের সঙ্গে সময় কাটানোর ফাঁকে জাতীয় দলকে সাহায্যের কথা জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার।*

আমি সবসময় তৈরি। খুশি মনেই পরবর্তী শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচ খেলব প্রস্তুতির জন্য। নির্দিষ্ট কারণে টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টেনেছি। তবে দলের প্রয়োজনে তা বিবেচনা করতে আমার কোনওরকম দ্বিধা নেই,' বার্তা ওয়ার্নারের।

গত জানুয়ারিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিডনি টেস্টে বিদায়ি ম্যাচ খেলেন ওয়ার্নার। পরবর্তী সময়ে স্টিভেন স্মিথ চারটি টেস্টে ওপেন করেছেন। যদিও সাফল্য পাননি। ভারতের বিরুদ্ধে ফের চার নম্বরে ফিরছেন। নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেও দিয়েছেন মিডল অর্ডারে খেলবেন স্মিথ। ফলে ওপেনিংয়ে একটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে।

প্রশ্ন, উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার কে হবেন? বছর উনিশের তরুণ তুর্কি নিউ সাউথ ওয়েলসের স্যাম কোনস্টাস দৌড়ে আছেন। ভাবা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ার অভিজ্ঞ ওপেনার মার্কাস হ্যারিসের কথাও। কোনস্টাসকে নিয়ে অবশ্য ধীরে চলো নীতির পক্ষে ওয়ার্নার। আগামীদিনে ওপেনিংয়ের ভালো বিকল্প হওয়ার রসদ রয়েছে বছর উনিশের তারকার মধ্যে। তবে আরও সময় দেওয়া দরকার। পাশাপাশি বিকল্প প্রস্তাব--মার্নাস লাবুশেনকে দিয়ে ওপেন করিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটার নাথান ম্যাকসুইনিকে তিন নম্বরে খেলাক কামিন্সরা।

# হিসেব উলটে দিতে চান কামিন্স

## মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, বিরাটকে 'বাউন্সার' লাবুশেনের

**মেলবোর্ন, ২২ অক্টোবর :** বাউন্সারের জন্য তৈরি থাকো।

খেলবে না কি ডাক করবে? বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের উত্তাপ বাড়িয়ে বিরাট কোহলিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মার্নাস লাবুশেন। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সের সঙ্গে জোশ হ্যাজেলউড- অজি পেস ব্রিগেডের তিন স্তম্ভ। আছেন পেস অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। ক্যামেরন গ্রিনের অনুপস্থিতিতে কয়েক ওভার হাত ঘোরাতে প্রস্তুত লাবুশেনও!

লাল বলের ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত মার্নাস। কিন্তু জুটি ভাঙার ক্ষেত্রেও তাঁর মিডিয়াম পেস কখনও সখনও কার্যকর। ৫০টি টেস্টে ১৩টি উইকেটও রয়েছে। চলতি শেফিল্ড শিল্ডে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির কথা মাথায় রেখে বলও করছেন। বলেছেন, 'সুযোগ পেলে বোলিংয়ের জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত। উপভোগ করব ১৩৫ কিলোমিটার গতিতে বাউন্সার দিতে। এখনও পর্যন্ত আমার সর্বোচ্চ গতি ১৩২ কিলোমিটার। ১৩৫ ছুঁতে আর ৩ কিলোমিটার গতি বাড়ানো দরকার।'

> কিছুটা বিশ্রাম এবং তারপর পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। গত কয়েকটা ভারত সিরিজে ভাগ্যের সাহায্য সেভাবে পাইনি আমরা। কিন্তু বরাবরই ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।
>
> **প্যাট কামিন্স**

১৩৫ কিলোমিটার গতির বাউন্সার দিয়েই বিরাটকে ঘায়েল করার ভাবনা। তবে বাইশ গজের বদলে যুদ্ধটা মৌখিক, মাঠের বাইরে। বিরাটের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে বলেছেন, 'বিরাটকে বাউন্সার দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার নম্বর থ্রি (লাবুশেন নিজে), আপনি কি তা দেখতে চান? আমার ধারণা ক্রিকেটপ্রেমীরা দেখতে আগ্রহী।'

হুংকার ছেড়েছেন প্যাট কামিন্সও। বলেছেন, 'কিছুটা বিশ্রাম এবং তারপর পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। গত কয়েকটা ভারত সিরিজে ভাগ্যের সাহায্য সেভাবে পাইনি আমরা। কিন্তু বরাবরই ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

কামিন্সের দাবি, গত দুই হোম সিরিজ আপাতত অতীত। মাঝে বেশ কয়েক বছর পার। আর হোম সিরিজে বাড়তি প্রত্যাশা থাকে। আশাবাদী, এবার প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম হবেন। দাবি করলেন, গত দুইবার উত্তেজক টক্করের পর হার মেনেছেন তাঁরা। এবার হিসেব উলটে দিতে বদ্ধপরিকর। গাব্বার নির্ণায়ক টেস্টের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'গত সিরিজে উত্তেজক ক্রিকেট হয়েছে। গাব্বা টেস্টে একদম অন্তিম সেশন পর্যন্ত লড়াইয়ের পর ম্যাচ বেরিয়ে যায়। সেই দলের অনেকেই এবার নামবে। এবার সেই ভুলগুলি শুধরে নেব আমরা।'

আত্মবিশ্বাসের মাঝে ভারতের ইয়ং ব্রিগেড নিয়ে সমীহের সুর। বলেছেন, 'গতবার অস্ট্রেলিয়ায় দুর্দান্ত খেলেছিল ঋষভ। মিডল অর্ডারে বরাবরই এক্স ফ্যাক্টর। শুভমান গিলের বিরুদ্ধে অল্পবিস্তর খেলার অভিজ্ঞতা আছে। আইপিএল বাদ দিলে যশস্বী জয়সওয়ালকে সেভাবে দেখিনি। দুইজনেই তরুণ। বিভিন্ন ফরম্যাটে সাফল্যও পাচ্ছে। ওদের দিকে নজর রাখা হবে।'

*ফিটনেসের অভাবে মুম্বই দল থেকেও বাদ পড়লেন পৃথ্বী শ।*

# বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল : পৃথ্বী

**মুম্বই, ২২ অক্টোবর :** বাড়তি ওজন। শৃঙ্খলার অভাব।

জোড়া অভিযোগে এবার মুম্বই রনজি দল থেকেই ছাঁটাই হলেন পৃথ্বী শ। ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করতে হবে। তাই সাময়িক দলের বাইরে রাখা হয়েছে তারকা ওপেনারকে। ছাঁটাই হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় সেই কথাই শোনালেন পৃথ্বী। সংক্ষিপ্ত পোস্টে জানিয়েছেন, বিশ্রামটা প্রয়োজন ছিল।

## ত্রিপুরা ম্যাচে নেই সূর্যও

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৬ অক্টোবর শুরু রনজি ট্রফি ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে মুম্বই। পৃথ্বী ছাড়াও যে দলে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি সূর্যকুমার যাদবের। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মূল বিতর্ক পৃথ্বীকে নিয়েই। চলতি রনজি ট্রফির দুই ম্যাচে রান পাননি (৭, ১২, ১, ৩৯)। অথচ একদা শচীন তেন্ডুলকারের যোগ্য উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছিল। মাস্টার ব্লাস্টারের মতো রনজি, দলীপ ট্রফির অভিষেকে শতরান। কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরি করেন।

কিন্তু শৃঙ্খলাজনিত কারণ, চোট আঘাতে ছবিটা উলটে গিয়েছে। ফিটনেসের বিশাল ঘাটতি রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। শরীরের বাড়তি ওজন কমাতে হবে, পরিষ্কার বার্তা। তবে অন্দরমহলের খবর, বছর চব্বিশের ওপেনার পৃথ্বীর আচরণেও ক্ষুব্ধ ক্রিকেট সংস্থা, টিম ম্যানেজমেন্ট। কড়া পদক্ষেপের পিছনে যা অন্যতম কারণও।

## তিন প্রজন্ম...

*পুত্র সন্তানের বাবা হলেন সরফরাজ খান। সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে বাবা নৌশাদ খানের সঙ্গে তিনি। এদিনই সরফরাজ ভারতীয় দলের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতির জন্য যোগ দিয়েছেন।*

# ভেরেইনির সেঞ্চুরিতে চাপ বাড়ল বাংলাদেশের

**মিরপুর, ২২ অক্টোবর :** দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের পর চাপে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ১০১/৩। এখনও বাংলাদেশের ১০১ রানের ঘাটতি মেটানো বাকি। যা পরিস্থিতি বুধবারই ম্যাচের ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। দিনের শুরুতে নতুন বলে কাগিসো রাবাদাকে সামলানোই বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। এদিনও ইনিংসের শুরুতে টাইগারদের ধাক্কা দেন রাবাদা (১০/২)। তিনি দ্বিতীয় ওভারেই শাদমান ইসলাম (১) ও মোমিনুল হকের (০) উইকেট তুলে স্কোর ৪/২ করে দেন। শুরুর সেই ধাক্কা সামলে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান মাহমুদুল হাসান জয় (৩৮) ও অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্ত (২৩)। শান্ত যদিও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। কেশব মহারাজের (৩৩/১) বলে লেগ বিফোর হয়ে ফেরেন তিনি। ক্রিজে রয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও মুশফিকুর রহিম (৩১)। মাহমুদুল দিনের শেষ বলে অল্পের জন্য বেঁচে যান। ডানে পিয়েটের বলে স্টেপ আউট করতে গিয়ে বোকা বনে যান তিনি। আফ্রিকার উইকেটকিপার কাইল ভেরেইনি স্টাম্প করলেও চতুর্থ আম্পায়ার দীর্ঘক্ষণ রিপ্লে দেখার পর নট আউটের সিদ্ধান্ত দেন।

*শতরানের পর কাইল ভেরেইনি। মীরপুরে।*

মঙ্গলবার আফ্রিকার নায়ক ভেরেইনি (১১৪)। তাঁর শতরানে ভর করে ১০৮/৬ হয়ে যাওয়া আফ্রিকা শেষপর্যন্ত ৩০৮ রানে অল আউট হয়। ভেরেইনিকে যোগ্য সংগত দেন উইয়ান মুল্ডার (৫৪) ও পিয়েটে (৩২)। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সপ্তম ও নবম উইকেটে যথাক্রমে ১১৯ ও ৬৬ রান জোড়েন ভেরেইনি। এই দুই পার্টনারশিপের সৌজন্যে আফ্রিকা ৩০০ রানের গণ্ডি পার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় উইকেট কিপার হিসেবে এশিয়াতে সেঞ্চুরি পেলেন ভেরেইনি।

# কল্যাণীর বদলে বাংলা বনাম কেরল যাদবপুরের মাঠে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** জল্পনার অবসান। বদলে গেল মাঠ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কালো তালিকাভুক্ত হতে চলা কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠের পরিবর্তে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা বাংলা বনাম কেরলের ম্যাচ হবে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে।

খেলার প্রথম দিনের সকালে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির কারণে চারদিন খেলা বন্ধ। নজিরবিহীন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডের জেরে শেষপর্যন্ত কল্যাণীর মাঠে বাংলা বনাম বিহার ম্যাচ ভেস্তে যায়। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। কাঠগড়ায় সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা। তাঁদের অকর্মণ্যতার কারণেই বিহার ম্যাচে সাত পয়েন্টের বদলে বাংলার ঘরে এসেছে এক পয়েন্ট। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছে বলে খবর। তিনি সিএবি-র বর্তমান শাসক গোষ্ঠী ও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার পরই কল্যাণীর বদলে কেরলের বিরুদ্ধে বাংলার ম্যাচ সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। যদিও

## মূল স্কোয়াডে গান্ধি-ঈশান

সিএবি কর্তারা পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। কল্যাণী কাণ্ডের পর বাংলা দলের অন্দরেও রয়েছে একরাশ অসন্তোষ। যার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমন হতাশার ছবির মধ্যেই শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচের আগে আজ বাংলা স্কোয়াডে কিছু রদবদলও হয়েছে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার ও অভিষেক পোড়েল ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিচ্ছেন। ফলে তাঁদের কাউকেই কেরল ম্যাচে পাওয়া যাবে না। পরিবর্ত হিসেবে আজ সাকির হাবিব গান্ধি ও ঈশান পোড়েলকে বাংলা স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে আজ। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'নতুন করে কিছুই বলার নেই। বিহার ম্যাচ এখন ইতিহাস। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই কেরল ম্যাচে নামব আমরা।' বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলেও মহম্মদ সামিকে কেরল ম্যাচে পাওয়া যাচ্ছে না। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে এখনও সামিকে ফিট শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। ফলে কেরল ম্যাচে বাংলার সম্ভাব্য বোলিং আক্রমণ নিয়ে রয়েছে আশঙ্কার মেঘ। সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'ডানার হামলার' আশঙ্কাও। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বৃষ্টি হলে আমাদের বাস্তবে অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই। প্রকৃতির সঙ্গে তো আর লড়াই করা যায় না।'

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা না গেলেও নিজেদের সুরক্ষিত করাও যে যায় না, সিএবি কর্তাদের অপদার্থতায় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

**শুভেচ্ছা**

জন্মদিন

☺ **আরাধ্যা সরকার :** আজ তোমার অষ্টম জন্মদিনে জানাই আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও স্নেহভরা আশীর্বাদ। **পাপা-প্রসেনজিৎ সরকার (পাপন), ম্যাম্মা-ঝুম্পা সরকার (ঝুম), ঠাম্মী-সবিতা সরকার, কাকাই-সৌরভ সরকার (জয়), পিমণি-মিলি সরকার।** আলিপুরদুয়ার।

## শচীনের রেকর্ড ভাঙবেন রুটই : কুক

**লন্ডন, ২২ অক্টোবর :** ইংল্যান্ডের সর্বাধিক টেস্ট রান সংগ্রাহক।

অ্যালিস্টার কুককে অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে শীর্ষস্থান ইতিমধ্যেই জো রুটের দখলে। দৌড় এখানেই থেমে থাকবে না। আরও বড় নজির অপেক্ষা করছে। টেস্ট ইতিহাসের সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের সিংহাসনও দখল করবে রুট। এমনই দাবি কুকের। বিশ্বাস, শচীন তেন্ডুলকারের (২০০টি টেস্টে ১৫৯২১) রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবেন রুট (১৪৭টি টেস্টে ১২,৭১৬)।

সবে তেত্রিশের রুট। কুকের বিশ্বাস, শচীনের সঙ্গে ৩২০৫ রানের ব্যবধান মুছে ফেলতে সক্ষম হবেন। শচীন-শিখরও অতিক্রম করবেন। কুক আরও জানান, জো রুটের ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রানের মালিক হওয়ার মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন তিনিও। টিভিতে দেখেছেন। দিনের খেলা শেষে ফোন করে অভিনন্দনও জানান প্রাক্তন সতীর্থকে। কুকের বিশ্বাস, শুধু ইংল্যান্ডের নয়, টেস্ট ইতিহাসের সর্বাধিক রানের মুকুটও অপেক্ষা করছে রুটের জন্য।

আইসিসি-র 'হল অফ ফেম'-এর অন্যতম কুকের মুখে ইংল্যান্ডের বাজবলও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুলতানে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রসঙ্গে কুকের দাবি, বেন স্টোকস ব্রিগেড যে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছে, তা বিরল। অতীতে অনেকেই এসেছেন, যাঁরা বিস্ফোরক ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন। দল হিসেবেও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দলগতভাবে ইংল্যান্ড যে খেলাটা খেলছে, তার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন।

# কমনওয়েলথে নেই হকি, কুস্তি, ক্রিকেট

## ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা কমল

**গ্লাসগো, ২২ অক্টোবর :** স্থান পরিবর্তন গত বছরই হয়েছিল। এবার আর্থিক কারণে ২০২৬ সালের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস কলেবরে ছোট হতে চলেছে। গেমস থেকে বাদ পড়েছে নয়টি খেলা। যার মধ্যে রয়েছে হকি, কুস্তি, শুটিং, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, স্কোয়াশ, ট্রায়াথলন, বিচ ভলিবল ও রাগবি। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমনওয়েলথ গেমস থেকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই কমল।

২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া শহরে। কিন্তু তারা জানিয়ে দেয় আর্থিক কারণে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারছে না। তাই ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের সুযোগ পায় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো। ১২ বছর পর সেই শহরে ফিরছে কমনওয়েলথ গেমস। তবে গ্লাসগোর তরফে জানানো হয়েছে, চারটি ভেনুতে মাত্র ১০টি খেলার আয়োজন করতে পারবে তারা। যেখানে বার্মিংহামে ২০২২ সালে ১৯টি ডিসিপ্লিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গত কমনওয়েলথ গেমসে ৬১টি পদক নিয়ে ভারত চার নম্বরে শেষ করেছিল। সবচেয়ে বেশি পদক এসেছিল কুস্তি থেকে। কিন্তু ২০২৬ সালের গেমসে কুস্তি নেই। ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকি, স্কোয়াশ, টেবল টেনিসও বাদ পড়েছে। এই ছয়টি খেলা মিলিয়ে বার্মিংহাম থেকে ভারতের ঘরে ৩০টি পদক এসেছিল। আরও একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান। বার্মিংহামে ভারতের ২১০ জন অ্যাথলিট অংশ নিয়েছিল। যার মধ্যে ৯৮ জন যে খেলাগুলিতে অংশ নিয়েছিল সেগুলি গ্লাসগোতে থাকছে না। যা নিশ্চিতভাবে ধাক্কা ভারতের জন্য।

কমনওয়েলথ গেমসে ফিল্ড হকি থেকে ভারতের ঘরে আজ পর্যন্ত ছয়টি পদক এসেছে। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের গ্লাসগো গেমসে হকিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে হতাশ ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। বলেছেন, 'বার্মিংহামে আমরা রুপো পেয়েছিলাম। ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমেস আমাদের সোনা জয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গেমসে অংশই নিতে পারব না। এই সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ।'

> আমার মতে, ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে দল পাঠানোর মানে হয় না। কমনওয়েলথের বদলে ভারতের অলিম্পিক ও এশিয়ান গেমসে মন দেওয়া দরকার। কমনওয়েলথ থেকে ব্যাডমিন্টনকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। কমনওয়েলথ গেমসের আকর্ষণই নষ্ট হয়ে গেল।
>
> **বিমল কুমার**
> *ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের কোচ*

> বার্মিংহামে আমরা রুপো পেয়েছিলাম। ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে আমাদের সোনা জয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গেমসে অংশই নিতে পারব না। এই সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ।
>
> **হরমনপ্রীত সিং**
> *ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক*

২০২২ সালের গেমসে ব্যাডমিন্টনে ছয়টি পদক পেয়েছিল ভারত। যার মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন, ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ও মহিলাদের সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু সোনা গলায় ঝুলিয়েছিলেন। কিন্তু গ্লাসগোতে ব্যাডমিন্টনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই ভারতের ব্যাডমিন্টন কোচ বিমল কুমার মনে করছেন, কমনওয়েলথ গেমসে দল পাঠানোরই দরকার নেই। বলেছেন, 'আমার মতে, ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে দল পাঠানোর মানে হয় না। কমনওয়েলথের বদলে ভারতের অলিম্পিক ও এশিয়ান গেমসে মন দেওয়া দরকার। কমনওয়েলথ থেকে ব্যাডমিন্টনকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। কমনওয়েলথ গেমেসের আকর্ষণই নষ্ট হয়ে গেল।'

একই প্রতিধ্বনি কিংবদন্তি পুল্লেলা গোপীচাঁদের গলায় শোনা গিয়েছে। বলেছেন, 'ব্যাডমিন্টন থেকে আমরা বরাবর সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু শুনলাম, গ্লাসগো কমনওয়েলথে ব্যাডমিন্টনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত শুধু ভারতীয় নয় গোটা বিশ্বের ব্যাডমিন্টনের জন্য বড় ধাক্কা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত।'

হতাশা প্রকাশ করেছেন অলিম্পিকে পদকজয়ী প্রাক্তন তারকা শুটার গগন নারাংও। বলেছেন, '২০১৮ সাল থেকে শুটিং কমনওয়েলথের বাইরে রয়েছে। ভিক্টোরিয়ায় যখন হওয়ার কথা ছিল, তখন শুনেছিলাম ২০২৬ সালের গেমসে শুটিং ফেরানো হবে। কিন্তু স্থান পরিবর্তনের পর শুটিংকে সেই বাদই রাখা হল। ভারতীয় শুটারদের হতাশাটা বুঝতে পারছি।'

বার্সেলোনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হচ্ছেন বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন। মঙ্গলবার।

### চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আটালান্টা বনাম সেল্টিক

ব্রেস্ট বনাম বেয়ার লেভারকুসেন

**সময় : রাত ১০টা ১৫ মিনিট**

আরবি লিপজিগ বনাম লিভারপুল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম স্পার্টা প্রাহা

বার্সেলোনা বনাম বায়ার্ন মিউনিখ

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম লিলে

আরবি সলজবার্গ বনাম ডায়নামো জাগ্রেব

বেনফিকা বনাম ফেনুর্দ

ইয়ং বয়েজ বনাম ইন্টার মিলান

**সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট**

**সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্কে

# আবেগ সরিয়ে জয়ে চোখ ফ্লিকের

**বার্সেলোনা, ২২ অক্টোবর :** হ্যান্সি ফ্লিকের হাত ধরেই এবার ছন্দ ফিরে পেয়েছে বার্সেলোনা। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কাতালান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ ফ্লিকেরই প্রাক্তন ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে নামার আগে তাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ফ্লিক।

২০২২ সালে শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ফ্লিক তখন বায়ার্নের দায়িত্বে। ম্যাচটা ৩-০ গোলে জিতেছিল জার্মান জায়েন্টরা। তবে এবার আবেগ সরিয়ে রেখে এই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া বার্সা কোচ। মিউনিখের দলটির বিরুদ্ধে নামার আগে ফ্লিক বলেছেন, 'বায়ার্ন আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাব। তবে এখন আমি বার্সেলোনার কোচ। অতীত পিছনে ফেলতে হয়। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য বায়ার্নকে হারানো।' একইসঙ্গে প্রাক্তন ক্লাবের প্রশংসাও করেছেন তিনি। বলেছেন, 'বায়ার্ন দুর্দান্ত দল। বল পজেশন ধরে রেখে খেলে। তবে আমার দলও তৈরি। আমরা সেরাটা দিয়ে ম্যাচটা জিততে চাই।'

পুরোনো ক্লাব বায়ার্নের বিরুদ্ধে জয়ের সন্ধানে বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।

তবে জার্মান ক্লাবটির বিরুদ্ধে বার্সেলোনার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও খুব একটা ভালো নয়। শেষ ছয় সাক্ষাতে একটাও ম্যাচ জিততে পারেনি স্প্যানিশ ক্লাবটি। সবকয়টিতেই হারতে হয়েছে। তবে এবার চাকা ঘোরাতে মরিয়া ফ্লিক। পরিসংখ্যানকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেও নারাজ তিনি।

এদিকে, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে লিভারপুলও। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আর্নে স্লটের দল। সেই ছন্দ এবার তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তুলে ধরতে মরিয়া। তাদের প্রতিপক্ষ আরবি লিপজিগ। এই ম্যাচে দলে একাধিক পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। চোটের কারণে দিয়োগো জোটা সম্ভবত থাকছেন না। অনুশীলন করেননি কোনর ব্র্যাডলে। পাওয়া যাবেনা অ্যালিসন বেকার, ফেডেরিকো চিয়েসাকেও। বুধবার রাতে মাঠে নামবে দুরন্ত ফর্মে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। তাদের প্রতিপক্ষ স্পার্টা প্রাহা।

ডার্বি জয়ের জন্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিলেন সমর্থকরা। ছবি : প্রতিবেদক

## আর্থিক জরিমানা মহমেডানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** প্রথমবার আইএসএল খেলতে নেমেই বিপাকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সমর্থকদের আচরণের জেরে শাস্তির কবলে সাদা-কালো।

কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মহমেডানের ম্যাচের দিন রেফারির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় গ্যালারি। ন্যায্য পেনাল্টি থেকে মহমেডানকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমন দাবিতেই ক্ষুব্ধ সাদা-কালো সমর্থকরা মাঠে ইট, বোতল ছুড়তে থাকেন। কিছুক্ষণ ম্যাচ বন্ধও রাখতে হয়। এমনকি সেদিন ম্যাচ শেষে পুলিশি নিরাপত্তায় মাঠ ছাড়তে হয় কেরালার সমর্থকদের। এরপর সোমবারই সেই ছবি ও ভিডিও সহ মহমেডানের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে আইএসএল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানায় কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যানেজমেন্ট। তার জেরেই শাস্তির খাঁড়া নেমে এল মহমেডানের ওপর।

মহমেডানকে এক লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে এআইএফএফএ-র তরফে। একইসঙ্গে শোকজও করা হয়েছে। জবাব দেওয়ার জন্য সাদা-কালো শিবিরকে সময় দেওয়া হয়েছে চারদিন। শোকজের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে শাস্তির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

এদিকে, শনিবার হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ফের নামবে মহমেডান। তার আগে মঙ্গলবার আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশীর সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল সাদা-কালোর সিনিয়ার দল। ৪-১ গোলে ম্যাচটি জিতেছে ইন্টার কাশী।

# হাঁটুতে চোট পেলেন আপুইয়া

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** ডার্বি জয়ের রেশ ধরে রেখেই আবার অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার ঘরের মাঠে আল ওয়াকরার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলার কথা ছিল মোহনবাগানের। তা হচ্ছে না ঠিকই। তবে প্রস্তুতিতে খামতি নেই সবুজ-মেরুনের। দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকেই মাঠে নেমে পড়ল মোহনবাগান। এদিন নিজেদের মাঠেই ঘণ্টা দেড়েক চলল অনুশীলন। আইএসএলে বাগানের পরের ম্যাচ হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে, ৩০ নভেম্বর। মাঝে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে দলের ছোট ছোট ভুলগুলো শুধরে দিতে চাইছেন মোলিনা।

এদিন অনুশীলনে স্প্যানিশ কোচ জোর দিলেন পাসিং ফুটবলে। শুরুতে ফিটনেস অনুশীলন। তারপর কখনও ছোট, আবার কখনও বড় পাস খেলে গোল করার মহড়া সারলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট, সাহাল আবদুল সামাদ, জেমি ম্যাকলারেনরা। ছোট ছোট দলে ভাগ করে কখনও মাঝমাঠের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে রক্ষণকে খেলালেন, আবার কখনও আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে মাঝমাঠের ফুটবলারদের খেলালেন মোলিনা। পাশাপাশি অনুশীলন শেষে নিজেরাই লক্ষ্যভেদের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোরা। বাকিরা মাঠ ছাড়লেও বিশাল কেইথ, ধীরজ সিংকে দাঁড় করিয়ে নাগাড়ে গোল লক্ষ্য করে শট নিয়ে গেলেন তাঁরা।

তবে এদিন অনুশীলন শেষে আপুইয়াকে দেখে কপালে ভাঁজ পড়েছিল বাগান সমর্থকদের। হাঁটুতে বরফ বেঁধে মাঠ ছাড়তে দেখা যায় সবুজ-মেরুনের নির্ভরযোগ্য এই মিডফিল্ডারকে। সূত্রের খবর অনুশীলনেই তাঁর হালকা চোট লেগেছে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি আপুইয়ার চোট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এদিকে, অনুশীলন শেষে ফুটবলারদের সঙ্গে ডার্বি জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন সমর্থকরা। সেলিব্রেশন হল কেক কেটে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন সমর্থকরা। এক সমর্থক ছবি উপহার দেন দিমিত্রিকে। সবমিলিয়ে বড় ম্যাচে জয়ের রেশ এখনও কাটেনি সবুজ-মেরুন শিবিরে।

**ডার্বি জয়ের আবহেই প্রস্তুতিতে বাগান**

# ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ইস্টবেঙ্গল

## ভাগ্য ফেরাতে পারলেন না নতুন কোচ ব্রুজোঁও

**ওডিশা এফসি-২ (কৃষ্ণা ও ফল)**
**ইস্টবেঙ্গল-১**
**(দিয়ামান্তাকোস-পেনাল্টি)**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** লেমন ব্রেকের আগেই ১-১। লাল-হলুদ সমর্থকদের নড়েচড়ে বসারই কথা। কিন্তু তাঁদের আশায় কি পেরেকটা অস্কার ব্রুজোঁ পুঁতলেন?

সম্ভবত। বিরতির পর ওই অবস্থায় কেন যে তিনি পিভি বিষ্ণুকে বসিয়ে লালচুংনুঙ্গাকে নামিয়ে ডিফেন্সে লোক বাড়াতে গেলেন পরিষ্কার নয়। তিনি যে ড্রয়ের খেলাই খেলতে চান, এটা বুঝতে সের্জিও লোবেরার তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এরপরেই ওডিশা এফসি-র চাপ বাড়ানো এবং আহমেদ জাহৌয়ের ফ্রি কিকে আনোয়ার আলির মাথা উপর দিয়ে হেড করে মৌরতাদা ফলের ২-১ করে ফেলা। আর তার কিছু পরেই চাপের মুখে প্রভাত লাকড়ার দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখে ইস্টবেঙ্গলের ১০ জন হয়ে যাওয়া। এরপর আর ইস্টবেঙ্গলের ফিরে আসার স্বপ্ন অতি বড় সমর্থকও দেখেননি। এদিনের হারের ফলে ১৩ নম্বরেই থেকে গেল ব্রুজোঁর দল। কোচ বদলেও ভাগ্য ফিরছে না ইস্টবেঙ্গলের। টানা হারের ফলে ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে দলটা। ডার্বির পর এদিনও জয়ে ফেরাতে ব্যর্থ ব্রুঁজো।

অথচ এদিন দিনটা অন্যরকম হতেই পারত। প্রথমার্ধের শুরুর দিকে বিচ্ছিন্নভাবে রয় কৃষ্ণা দুই-একবার ইস্টবেঙ্গল বক্সে ঢুকে পড়লেও লাল-হলুদ ফুটবলাররাই দাপিয়ে খেলছিলেন। প্রথম ২০ মিনিটে একবারই কৃষ্ণা গোলে সরাসরি শট নেওয়ার সুযোগ পান। যা আনোয়ার তৎপরতার সঙ্গে ক্লিয়ার করলেও অবশ্য শেষরক্ষা করতে পারেননি। ডিফেন্সে হেক্টর ইউস্তের জায়গায় খেলা হিজাজি মাহের থাকলেই লাল-হলুদ ডিফেন্সে এমন সব ভুল হয়, যা বিরক্তিকর। একবার তিনি পেনাল্টি বক্সের প্রায় লাইন বরাবর কৃষ্ণাকে ধাক্কা মেরে প্রায় বিপদ ডেকে এনেছিলেন। ২২ মিনিটে হওয়া গোলটার ক্ষেত্রে দুই স্টপারের দায় থাকবে। ইশাক রালতের তোলা বল থেকে কৃষ্ণার গোলটার সময়ে পুরো ডিফেন্স ফাঁকা। প্রভাত তাড়া করে আসার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু হিজাজি-আনোয়ার ধারেকাছেই নেই। বিরতির পরও হিজাজি একবার বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলেন দলকে। সৌভাগ্য কৃষ্ণা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। এই হিজাজিকে কোচ বসালেন ওডিশার দ্বিতীয় গোলের পর। এখন কৃষ্ণা-জাহৌ-হুগো বৌমৌসরা নিজেদের ছায়া। তবু এই জাহৌয়ের মাপা ফ্রি-কিকই ওডিশাকে জেতাল। ইস্টবেঙ্গলের খেলায় কিছু বদল এলেও গোলের সুযোগ কাজে লাগানো বা ডিপ ডিফেন্সে ভুল করার ক্ষেত্রে একই আছে ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান ছেড়ে গিয়েও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করার অভ্যাস হারাননি রয় কৃষ্ণা (বাঁয়ে)। মঙ্গলবার তাঁর গোলে পিছিয়ে পড়ার পর পেনাল্টি থেকে গোল করে লাল-হলুদ শিবিরের সাময়িক স্বস্তি দেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

এদিন শুরুতে ফুটবলারদের নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল, এবার অন্যরকম ইস্টবেঙ্গলকে দেখা যাবে। ৫ মিনিটে নন্দকুমার শেখর ও তার ঠিক এক মিনিট পরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোল লক্ষ্য করে নেওয়া শট অমরিন্দার সিং ঝাঁপিয়ে বার না করলে তখন এগিয়েও যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। তবে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিতেই সম্ভবত গোল আসেনি। ইস্টবেঙ্গল বিরতির বাঁশি বাজার আগের মুহূর্তে ম্যাচে ফেরে। মাদিহ তালাল বক্সে ঢুকে ক্রস করতে গেলে থোইবা সিং হাত দিয়ে বল থামানোর চেষ্টা করলে রেফারি পেনাল্টি দেন। দিয়ামান্তাকোসের গোলে ১-১ করে লেমন ব্রেকে যায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এর কোনও সুবিধা দ্বিতীয়ার্ধে নিতে ব্যর্থ তারা। এরকম অবস্থায় এএফসি-র টুর্নামেন্টে গিয়ে তারা কতটা কী করবে তা নিয়ে সমর্থকদের শঙ্কা থাকছেই।

**ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ (সায়ন), আনোয়ার, হিজাজি (ইউস্তে), লাকড়া, বিষ্ণু (নুঙ্গা), ক্রেসপো, জিকসন, নন্দ, তালাল (ক্লেইটন) ও দিয়ামান্তাকোস।**

# প্রত্যাবর্তনে খুশি নেইমার

**আবু ধাবি, ২২ অক্টোবর :** একের পর এক চোটের জেরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নেইমারের কেরিয়ার। যে সময়ে তাঁর কেরিয়ার মধ্যগগনে থাকার কথা সেই সময়েই নেমে এসেছে আঁধার। বারবার চোট পেয়েছেন। দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে মাঠের বাইরে। গত বছর প্যারিস সাঁ জাঁ ছেড়ে তিনি যোগ দেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। তবে মাত্র পাঁচটি ম্যাচ খেলার পরই ফের চোটের কবলে পড়েন। সেই চোট সারিয়ে ৩৬৯ দিন পর মাঠে ফিরলেন নেইমার।

সোমবার আবু ধাবিতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আল আইনের মুখোমুখি হয় আল হিলাল। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে এল মাহেন্দ্রক্ষণ। পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামেন নেইমার। ভাগ্য সহায় থাকলে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচেই গোল পেতে পারতেন ৩২ বছরের ব্রাজিলিয়ান তারকা। আলেকজান্ডার মিত্রোভিচের সঙ্গে পাস খেলে ঢুকে পড়েন বক্সে। শটও নেন। তবে তা প্রতিহত করেন আল আইন গোলরক্ষক। আরও একটি সুযোগ পান ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে। সেই সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করতে পারেননি নেইমার। যদিও ম্যাচটি আল হিলাল জেতে ৫-৪ গোলে।

ম্যাচ শেষে মাঠেই ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'এতদিন মাঠের বাইরে থাকা খুব যন্ত্রণার। মাঠের বাইরে থাকতে কখনোই ভালো লাগে না। তবে আজ খুব ভালো লাগছে। খুব খুশি। আমি ফিরে এসেছি।' এদিকে আল হিলালের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামলেও সৌদি প্রো লিগে এখনই তাঁর মাঠে নামা হচ্ছে না। নিয়ম অনুযায়ী জানুয়ারির আগে সৌদি লিগে তাঁর রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, নভেম্বরে ভেনেজুয়েলা এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ব্রাজিলের। এই দুইটি ম্যাচের জন্য নেইমার জাতীয় দলে ডাক পান কি না সেদিকেও নজর থাকবে।

৩৬৯ দিন পর মাঠে নেইমার। আবু ধাবিতে সোমবার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার-এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় সাইব্যা-কে

02.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84A 69061 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অনেক সাধারণ মানুষের আর্থিক স্থিতিশীলতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি প্রচুর পরিমাণে কোটিপতি বানিয়েছে তাই ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। আমি প্রত্যহ স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয় করতাম যা আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।